মাসিক আত-তাহরীক

হে মুমিনগণ!
তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায় *(নিসা ৪/১৩৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৯

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক
مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ — ৪র্থ সংখ্যা
রবী আখের-জুমাঃ উলাঃ — ১৪৪০ হিঃ
পৌষ-মাঘ — ১৪২৫ বাং
জানুয়ারী — ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** — ০২
◈ **প্রবন্ধ :**
♦ শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা *(২য় কিস্তি)* — ০৩
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
♦ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের শিষ্টাচার — ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ হজ্জ সফর *(শেষ কিস্তি)* — ১২
- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
♦ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ *(৪র্থ কিস্তি)* — ১৭
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
♦ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত *(২য় কিস্তি)* *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* — ২৩
◈ **নবীনদের পাতা :**
♦ আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়? *(৩য় কিস্তি) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* — ২৭
◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
♦ হকের সন্ধান পেলাম যেভাবে — ৩২
◈ **হাদীছের গল্প :**
♦ প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার — ৩৪
◈ **চিকিৎসা জগৎ :** — ৩৫
♦ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায়
♦ হাত-পা ঘামছে?
◈ **ক্ষেত-খামার :** — ৩৬
♦ মৌচাষে নীরব বিপ্লব
♦ গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ পদ্ধতি
◈ **হকের পথে যত বাধা :** — ৩৭
♦ আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে বাড়ীছাড়া!
◈ **কবিতা :** — ৩৮
♦ নৈতিকতার শিক্ষা ♦ রূহ
♦ দাঈ ♦ আত-তাহরীকের সন্ধানে
◈ **সোনামণিদের পাতা** — ৩৯
◈ **স্বদেশ** — ৪১
◈ **বিদেশ** — ৪২
◈ **মুসলিম জাহান** — ৪৩
◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** — ৪৩
◈ **সংগঠন সংবাদ** — ৪৫
◈ **প্রশ্নোত্তর** — ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

সত্যের সাক্ষ্য

মিথ্যা ও প্রতারণার গাঢ় তমিশ্রায় নিমজ্জিত এ পৃথিবীতে সত্যের আলো নিয়ে দাঁড়াবার মত মানুষ কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা তা বাছাই করার যোগ্যতা বা তার আগ্রহ কারু মধ্যে তেমন একটা দেখা যায় না। যে যেটা করেন সেটাই সত্য অথবা অধিকাংশ যা বলেন সেটাই সত্য, এটাই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। এর বিপরীত কিছু শুনলেই মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে বা তাকে মিথ্যা বলে। অথচ বাঁধ দিয়ে সাময়িকভাবে স্রোত বন্ধ করা গেলেও বহতা সাগরকে বন্ধ করা যায় না। বাইরের চক্ষুকে ধাঁধাঁনো গেলেও হৃদয়ের চক্ষুকে অন্ধ করা যায় না।

সুদূর লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত একটি কামানের গোলার মূল্য নাকি চল্লিশ লক্ষ ডলার। তাতে মরছে শত শত মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে বহুমূল্য স্থাপনা সমূহ। যারা ছুঁড়ছেন তারা মনগড়া তন্ত্রমন্ত্রের অনুসারী ও স্বদেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থনপুষ্ট বলে কথিত। অথচ কোন বিবেকবান মানুষ এটাকে আদৌ সমর্থন করেন না। ভেটো ক্ষমতাধারী পাঁচটি দেশের নির্বাচিত পাঁচজন নেতার যেকোন একজনের ভেটোতে বাকী বিশ্বের মতামত ভূলুণ্ঠিত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কোটি কোটি মানুষ আজ দৈত্য-দানবদের পদতলে পিষ্ট। 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' এবং 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এই দুই মরীচিকায় ভুলিয়ে অপাংক্তেয়রা এখন মানুষের উপর 'রব' হয়ে বসেছে। এদের হাতে আছে অস্ত্র, থলিতে আছে অর্থ, মাথায় আছে ধূর্তামি, কিন্তু ভিতরে নেই হৃদয়। আর হৃদয়হীন মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে ভয়ংকর। পুজিত উক্ত দুই মিথ্যা কেবল এদেরকেই নেতৃত্বে বসায়। আর তাদের হাতেই ধ্বংস হয় মানবতা। অথচ 'আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' এবং সংখ্যা নয়, বরং 'অহি-র বিধানই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড'। যাকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বিবেকবান মানুষের প্রধান কর্তব্য।

'দু'টি ক্ষতির মধ্যে কম ক্ষতিটি গ্রহণীয়' বিষয়টি কোন নতুন আবিষ্কার নয়। ক্ষুধায় খাদ্য না পাওয়া মৃতবৎ ব্যক্তির জন্য শূকরের মাংস হালাল, যা সাধারণ অবস্থায় হারাম। মুসাফির অবস্থায় রামাযানের ফরয ছিয়াম ক্বাযা করা যায়। সফরে চার রাক'আত ফরয ছালাত, দু'রাক'আতে ক্বছর করা যায়। দু' ওয়াক্তের ছালাত ক্বছর সহ জমা করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি চিরন্তন ইলাহী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে তাওহীদ ছেড়ে শিরককে বরণ করার, ফরয ছেড়ে বিদ'আতকে গ্রহণ করার এবং সর্বোপরি আল্লাহকে ছেড়ে মানুষকে রব-এর আসনে বসানোর কোন সুযোগ আছে কি? অহি-র বিধান ছেড়ে মানুষের মনগড়া বিধানকে মান্য করার ও তার জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয়ের কোন বৈধতা বা যৌক্তিকতা আছে কি? অথচ উপরোক্ত নীতির দোহাই দিয়ে প্রচলিত বহু অন্যায় প্রথাকে বৈধ করা হচ্ছে। যোর করে কোন অবৈধ বস্তুকে বৈধ বানাতে যাওয়ার মর্মান্তিক পরিণাম ভোগ করছে আজ গোটা বিশ্ব।

পৃথিবীর সেরা মানুষ নবী-রাসূলগণ মানুষকে কোন্ দিকে আহ্বান করেছেন? নিঃসন্দেহে সেটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনা করার দিকে। যেখানে রয়েছে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার। কিন্তু 'রব' হওয়ার খাহেশ যাদের, তারা এটা মানতে চায়নি। তাই ছলে-বলে-কৌশলে তারা সর্বদা অহি-র বিধানের বিরোধিতা করেছে। আর মানুষকে তাদের দাসত্ব করতে বাধ্য করছে। যুগে যুগে নমরূদ, ফেরাউন ও কারূণদের আবির্ভাব ঘটেছে। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার ইলাহী নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে শান্তিপ্রিয় জনগণকে পরস্পরে ভোট যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে কিভাবে সমাজে শান্তি আশা করা যায়? কিভাবে ক্ষমতার লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত জনগণের মাঝে ঐক্য ও সংহতির কল্পনা করা যায়? পরস্পরে ছিদ্রান্বেষী ও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার নিকৃষ্ট মানসিকতার অধিকারী মানুষদের মধ্যে কিভাবে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার কাঙ্ক্ষিত সুখ এনে দেওয়া যায়? দু'ধারী কাঁচির মাঝখানে আঙ্গুল দিলে তা যেকোন সময় কাটতে বাধ্য। একইভাবে প্রচলিত নির্বাচনী কাঁচির ফাঁদে পা দিলে তা অবশ্যই সমাজকে ধ্বংস করবে। যার বাস্তব প্রমাণ, বিশ্বব্যাপী হানাহানি। ইসলামের স্বার্থেই নাকি একদল পোষাকধারী মানুষ এই দু'ধারী কাঁচির মাঝখানে প্রবেশ করাকে 'ওয়াজিব' বলছেন, কেউ এটাকে 'জিহাদ' বলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। তারা 'দু'টি ক্ষতির মধ্যে কম ক্ষতিটি গ্রহণীয়' বলে সত্যসেবীদের বোকা বানানোর কোশেশ করছেন।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ চলে যাওয়ার পর থেকে দু'দু'বার দেশ স্বাধীন হয়েছে। ইসলামের নামধারীরা সরাসরি অথবা জোটবদ্ধভাবে সর্বদা ক্ষমতাসীন হয়েছেন। নানা মতের লোক সংসদে গিয়ে কেবল মারামারি করেছেন এবং সমাজকে অগ্নিগর্ভ করেছেন। আরেকদল বুলেটের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে ইসলামের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন মানুষ ইসলামের নাম নিতেই ভয় পাচ্ছে। ইসলামের কোন বিধানই বিগত ৭১ বছরে দেশে কায়েম হয়নি। যদিও রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-ক্যালভার্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এগুলি কাফের-মুশরিকরাও করে থাকে। এসবের জন্য ইসলামী নেতাদের ক্ষমতায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মাস্টার্সের মান নেওয়ার জন্য ও তার মাধ্যমে কিছু চাকরী-বাকরী ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির রঙিন আশায় ১০ লক্ষ আলেম রাজধানীতে সমবেত হ'তে পারেন, কিন্তু সূদী অর্থনীতি ও কুফরী রাজনীতি বন্ধের দাবীতে তাদের কণ্ঠে কোন আওয়ায শোনা যায় না। উল্টা তাদের বয়ান ও লেখনী বাতিলের পক্ষে সরব। তাই বলে কি, সত্যকে সত্য বলার ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মত সাহসী মানুষ পৃথিবীতে কেউ থাকবে না? নবীদের তরীকায় জামা'আতবদ্ধভাবে পরিশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে যখন সমাজ কুসংস্কারমুক্ত হবে এবং দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে, তখনই কেবল মানুষ স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করতে পারবে। তখন শাসন ক্ষমতায় যিনিই থাকুন, তিনি অবশ্যই দলমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু যদি আমরা কুসংস্কারের সাথে আপোষ করি, তাহ'লে কিভাবে দেশে বিশুদ্ধ ইসলামী সমাজ কায়েম হবে?

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। তাই ঈমানদারগণের কর্তব্য হবে পরস্পরকে হক-এর পথে দাওয়াত দেওয়া ও এ পথে দৃঢ় থাকা *(আছর ১০৩/৩)*। আল্লাহ্র হাতেই সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি। অতএব যারা ক্ষমতায় থাকবেন বা বাইরে থাকবেন, সকলের প্রতি আবেদন, আসুন! আমরা সবাই সত্যের সাক্ষ্যদাতা হই। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

মূল : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক*

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

ফরযে কিফায়া সংক্রান্ত আল্লাহ্র আহ্বানে উম্মাহ্র সকল সদস্যই শামিল :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অবগত হয়েছি যে, মুসলিম শাসকদের উপর অনেক বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সন্দেহ নেই যে, শাসক সহ তার মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টামণ্ডলী, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ শাসন নামক যে আমানতের দায়িত্ব পেয়েছেন তা রক্ষা করা তাদের উপর ওয়াজিব। এতেও সন্দেহ নেই যে, কোন মুসলিম শাসক তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে সেজন্য তিনি পাপী হবেন। তবে আপন কর্তব্যে অবহেলায় যে শাসকই শুধু পাপী হবেন তা নয়; বরং জনগণও তাদের কর্তব্য পালন না করলে সমভাবে পাপী হবে। কেননা সকলেই যদি ফরযে কিফায়া তরক করে তবে সকলেই পাপী হবে। সুতরাং যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালায় আর মুসলিম শাসক তা প্রতিরোধে এগিয়ে না আসে তখন সকল মুসলমানের উপর তাদের জান-মাল-ইযযত ও দ্বীন রক্ষার স্বার্থে ঐ শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ ও যুদ্ধ করা ফরয হয়ে দাঁড়াবে।

কোন মুসলিম শাসক যদি ছালাত আয়োজনে আগ্রহ না দেখায়, জনগণের জন্য ইমাম-মুওয়াযযিন নিয়োগ না দেয়, মসজিদ নির্মাণ না করে তখন যে যে গ্রাম, শহর ও অঞ্চলে এমনটা ঘটবে সেই সেই স্থানের মুসলিমদের উপর শাসকের অবহেলিত ও উপেক্ষিত কাজগুলো বাস্তবায়ন করা ফরয হবে।

মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন-দাফন করা, কুরআন শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ইত্যাদি ফরয কাজও কোন রাষ্ট্রপ্রধান যদি বেকার ছেড়ে দেয় তাহ'লে তার ছেড়ে দেওয়ার দরুন জনগণ এগুলো পালন না করার কোন অজুহাত খাড়া করতে পারবে না। বরং তারা পরস্পরে সহযোগিতা করে এসব ফরয কাজ সম্পন্ন করবে। নতুবা তারা সকলেই দোষী ও পাপী হবে।

এসব কথার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব আয়াতে এবং নবী করীম (ছাঃ) যেসব হাদীছে এসব ফরয কাজের আদেশ দিয়েছেন তাতে তিনি এবং তার রাসূল (ছাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে তা বলেছেন; শাসক-শাসিতের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি। এসব ফরয সম্পাদনে আল্লাহ তা'আলা শাসকের অনুমতি গ্রহণের শর্তও আরোপ করেননি।

বরং কোন শাসক যদি এসব ফরযের কিছু কিছু অকার্যকর করে দেন তাহ'লে সেসব ক্ষেত্রে জনগণের জন্য তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। পাঠক বলুন, যদি কোন শাসক কিংবা বিচারক জনগণকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে নিষেধ করে এবং মসজিদগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয় তাহ'লে কি জনগণকে জুম'আর ছালাত আদায়ে অক্ষম ধরে নিতে হবে? নিঃসন্দেহে তাদেরকে অক্ষম ধরে নেওয়া হবে না। বরং তারা যদি ঐ শাসক ও বিচারকের কথা মান্য করে জুম'আ আদায় না করে তাহ'লে তারা পাপী হবে। কারণ, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[১]

একই অবস্থা দাঁড়াবে, যদি শাসক জনগণকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে নিষেধ করেন কিংবা তার জন্য কোন ব্যবস্থা না নেন। তখন জনগণ ঐ ফরয পালন না করে বেকার বসে থাকায় আল্লাহ্র কাছে কোন ওযর পেশ করতে পারবে না। বরং তারা আল্লাহদ্রোহী ঐ যালেম শাসকের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেরাই সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তাদের জন্য ঐ শাসকের আনুগত্য করা হারাম হবে। কেননা এ সময় তার কথা মানলে আল্লাহ্র কথা অমান্য করা হবে। আর আল্লাহ্র কথা অমান্য করে সৃষ্টির কথা মান্য করার কোন সুযোগ নেই।

এমনিভাবে যখন মুসলমানদের ইযযত-সম্পদ লুণ্ঠিত হবে, তাদের ইযযত ও সম্পদের উপর শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে বসবে আর শাসক নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন তখন তিনি তাতে দোষী, নিষ্ঠুর ও গণবিরোধী হবেন বটে, কিন্তু জনগণের তাতে বসে থাকলে চলবে না; বরং তার আদেশ মানার তোয়াক্কা না করে তারা নিজেরাই বরং নিজেদের জান-মাল-ইযযত রক্ষায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এক্ষেত্রে শাসকের অবাধ্য হওয়াই বরং ফরয হবে।

একইভাবে সরকার কিংবা বিচারক যদি কুরআন শিক্ষাদান, শারঈ বিদ্যার প্রসার ঘটানো এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের সুন্দর ও কল্যাণমুখী চেতনায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা না নেয় তখন জনগণ নিজেরাও এর ব্যবস্থা না নিলে আল্লাহ্র নিকট তারা পার পাবে না। তাদের উপরই তখন এসব কাজের রূপায়ন ফরয হয়ে দাঁড়াবে- যদিও তাতে বিদ্যমান শাসকের অবাধ্য হ'তে হয়। কেননা তার অবাধ্যতার মানেই তো এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাধ্যতা।

অতএব একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উম্মতের সকল সদস্যই শারঈ বিধানের আজ্ঞাধীন। সবাইকেই ফরযে আইন (ব্যক্তিগত ফরয)-এর মত ফরযে কিফায়া (সমষ্টিগত ফরয)ও সমানভাবে পালন করতে হবে। শাসনকর্তা এসব ফরয পালনে অবহেলা করলে জনগণের তাতে অব্যাহতি মেলার কোন সুযোগ নেই। বরং তারা যদি আল্লাহ্র বিধানের প্রতি নারায এহেন যালেম সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাকে কিছু না বলে চুপ করে থাকে তাহ'লে তারা দোষী

* কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান।

** ব্যাপারী পাড়া, ঝিনাইদহ।

১. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; আহমাদ হা/৩৩৭১৭; তাবারানী হা/৩৮১; মুসনাদে তায়ালিসী হা/১১১; হাকেম হা/৫৮৭০।

www.at-tahreek.com

Contents

সাব্যস্ত হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করবে। এদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ– 'আর (স্মরণ কর) যেদিন অনুসরণীয়গণ তাদের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে ও পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৬)*। তিনি আরও বলেছেন, وَبَرَزُوْا لِلَّهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيْصٍ– 'সবাই আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবেই। সেদিন দুর্বলেরা ক্ষমতাবানদের বলবে, আমরা (দুনিয়াতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কিছুমাত্র রেহাই দিতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের সুপথ দেখালে আমরাও তোমাদের সুপথ দেখাতাম। এখন আমরা দিশেহারা হই বা ধৈর্যধারণ করি সবই সমান। আমাদের এখন বাঁচার কোন পথ নেই' *(ইবরাহীম ১৪/২১)*।

এ ধরনের আয়াত আরও অনেক আছে। এসব আয়াতে ফুটে উঠেছে যে, দুনিয়াতে যেসব শাসক ও নেতা আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে এবং আল্লাহ্র পথে চলতে বাধা দান করে তাদের যারা অনুসারী হয়ে দুনিয়ার জীবন কাটিয়ে যায় তারা ঐসব নেতার অনুসরণের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র নিকট মুক্তি পাবে না।

এত কথার পরও বিবেক-বুদ্ধিওয়ালা কেউ কি শরী'আতের এমন বিধান দেখাতে পারবে যে, শাসনকর্তাগণ ফরযে কিফায়া ত্যাগ করলে সাধারণ জনগণের তা থেকে অব্যাহতি মিলবে? কিংবা তারা নিজেদের নিরুপায় ঠাউরে বেঁচে যাবে?

কাল ও স্থান ভেদে বিধি-বিধানের পরিবর্তন :

একটি বিষয় আছে, যা অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষিতজনেরা বুঝে উঠতে পারে না। তা হ'ল, কাল ও স্থানভেদে বিধিবিধানের পরিবর্তন। সুতরাং অবস্থা অনুসারে বিধি-বিধান নির্ণয় করতে হবে। কোন সময় একটা বিধান ফরয হবে- আবার কোন সময় তা ফরয থাকবে না। অনুরূপ কোন স্থানে ফরয হবে তো অন্য স্থানে হবে না। উদাহরণ হিসাবে হিজরতের কথা বলা যায়। যে সময়ে যে স্থানে আল্লাহ্র বিধান পালন সম্ভব হবে না সে স্থান থেকে ঐ সময়ে মুসলমানদের জন্য হিজরত করা ফরয হবে। কিন্তু যে স্থানে এমন সমস্যা নেই সেখান থেকে হিজরত ফরয নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ 'মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে'।[২] মক্কা বিজয়ের আগে মক্কা থেকে হিজরত ফরয ছিল। কেননা সেখানে মুসলমানদের দমিয়ে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। তারা ইসলামের নিদর্শন মূলক আমলগুলো প্রকাশ্যে করতে পারত না। কাফেররা তাতে বাধা দিত। কিন্তু কাফেরদের এহেন বাধায় দ্বীনের বিধান পালন না করে বসে থাকাকে আল্লাহ তা'আলা মোটেও গ্রাহ্য করেননি। কেবল দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুদের ওযর তিনি গ্রাহ্য করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا–

'যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার পর বলে, তোমরা কিসে ছিলে (অর্থাৎ মুসলিম না মুশরিক?)। তারা বলবে, জনপদে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে? অতএব ওদের বাসস্থান হ'ল জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। অবশ্য পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় বের করতে পারে না এবং কোন পথও জানে না তারা ব্যতীত' *(নিসা ৪/৯৭-৯৮)*।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মক্কার মুসলিমরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অসহায় ছিল। তার প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا– 'আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও' *(নিসা ৪/৭৫)*।

সকল মুফাসসির একমত যে, الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের আগে সেখান থেকে মদীনায় হোক কিংবা অন্যত্র হোক হিজরত করা ফরয ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সেখান থেকে হিজরত মুবাহ কিংবা মাকরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখুন, কিভাবে সময়ের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন ঘটে। হিজরতের ফরযত্ব কিন্তু এখনও বাকী রয়েছে। তবে তা এক স্থানে আছে অন্য স্থানে নেই- এক সময়ে আছে অন্য সময়ে নেই। একই

২. *বুখারী হা/১৮৩৪।*

www.at-tahreek.com

Contents

কথা আরও অনেক বিধানে প্রযোজ্য। যেমন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, শাসকের অনুমতি গ্রহণ করা বা না করা, শত্রুদেশে গমন করা না করা ইত্যাদি।

আফসোস! অনেক আলেম ও শিক্ষার্থী ফৎওয়া দেন আর ভাবেন, এ ফৎওয়া প্রতিটি যুগ, প্রতিটি স্থান এবং প্রতিটি গোত্র ও প্রজন্মের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন বিশেষত্ব কিংবা ব্যতিক্রমের ধার তারা ধারেন না। যেমন আমাদের আলোচ্য পুস্তিকার মুফতীদের প্রশ্নোত্তরে ঘটেছে।

এসব শিক্ষার্থীর অনেকেই মাশাআল্লাহ এমন দেশে বাস করেন যেখানে শারঈ বিধান কার্যকর রয়েছে। যেমন সে দেশে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ জারি আছে, ছালাত কায়েমের ব্যবস্থা আছে, শারঈ বিদ্যা শিক্ষণ-শিখনের ব্যবস্থা আছে, মৃতদের দাফন, মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি যা যা দ্বীন সংক্রান্ত শাসকের দায়িত্ব তার সবই বিদ্যমান রয়েছে।

ফলে তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় মুসলমানদের জন্য কি উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য কোন সংগঠন বা দল গঠন করা জায়েয আছে? তখন তারা ফৎওয়া দেন যে, শাসকের অনুমতি ছাড়া কোন সংগঠন বা দল গঠন জায়েয নেই। তারা ভুলে যান, কিংবা জানেনই না যে, এমন অনেক দেশ আছে যার শাসকেরা এসব বিধান পালন তাদের দেশে হারাম করে রেখেছে। জনগণ তা পালন করতে গেলে তারা বাধা সৃষ্টি করে। অনেক দেশের শাসক শারঈ বিধানাবলির কানাকড়ি মূল্যও দেয় না।[৩]

তাহ'লে কি এসব অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসকদের অধীন দেশে মুসলমানরা চুপ করে বসে থাকবে? তারা কি এসব ফরয পালন করবে না? মুসলিমরা কি ইসলামের ভূমিকে আল্লাহ্র শত্রুদের হাতে তাদের যা খুশি তাই করার জন্য ছেড়ে দেবে? (আমাদের) শাসকরা তো এসব শত্রুর জন্য তাদের দরজা খুলেই রেখেছে। যেমন আফগানিস্তানের বাদশাহ যহির শাহ নাস্তিক কম্যুনিস্টদের জন্য তার দেশ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারা ইসলামী আফগানিস্তানকে নাস্তিক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলে। সেখানে কুফরী ও নাস্তিকতার আইন চালু করা হয়।

তাহ'লে কি মুসলমানরা চুপ করে বসে থাকবে? নাকি তাদের সাধ্যমত নিজেদের সন্তান-সন্ততি এবং জান-মাল-ইযযত রক্ষার চেষ্টা করবে? নাকি তারা রাষ্ট্র প্রধান, অনাগত মাহদী অথবা ঈসা মাসীহের জন্য অপেক্ষা করবে?

নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় তাদের উপর নিজেদের জান-মাল-ইযযত ও দ্বীন রক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ফরয হবে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তারা কাজ করবে। আল্লাহ বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ 'আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*।

আল্লাহ তা'আলা এ সাহায্য করে দেখিয়েছেন। তোমরা দেখ কীভাবে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য করেছেন ও তার বিধান ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং নিজেদের জীবন ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

আরও দেখুন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে উত্তর দিয়েছিলেন, যে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন লোক যদি আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তবে আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি তাকে বাধা দেবে। সে বলল, সে যদি বাধা না মানে? তিনি বললেন, তুমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সে বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। সে বলল, আর যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বললেন, তুমি জান্নাতে যাবে।[৪] দেখুন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন। তার উপর যে কোন অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করা ফরয। কোন শাসকের অনুমতি কিংবা কোন ক্ষমতাধরের দয়া-অনুগ্রহের অপেক্ষা তাকে করতে হবে না।

আবার এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, হানাদার কাফের বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যদি জামা'আত বা দল ও নেতা ছাড়া একাকী সম্ভব না হয় তাহ'লে সেখানে জামা'আত বা দল গঠন করা ওয়াজিব হবে। কেননা এ সূত্র তো আগেই বলা হয়েছে যে, যা না হলে কোন ওয়াজিব পালন সম্ভব হয় না তা করা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে শাসকরা যে যে ফরযে কিফায়া নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে সেগুলো সম্পর্কে নীরব থাকা এবং দেশ ও সমাজ থেকে সেগুলোকে উৎখাত হতে দেওয়া জায়েয হবে না। বরং সেজন্য জামা'আতবদ্ধ হয়ে তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হওয়া ওয়াজিব হয়ে দাঁড়াবে।

এমনকি শাসক একজন মুসলিম হ'লেও যদি ফরযের সময় সংকীর্ণ এবং বস্তু দ্রুত লয়যোগ্য হয় তাহ'লে সেক্ষেত্রে তার অনুমতির অপেক্ষা করাও বৈধ হবে না। যেমন লাশ দাফন, জুম'আ-জামা'আত কায়েম, মসজিদ পাকা করা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

আবার কোন মুসলিম জনপদ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে যে এলাকা আক্রান্ত হবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের উপরই প্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ওয়াজিব হবে। পরে শাসক ও অন্যান্যরা এসে তাদের সাহায্যে হাত মিলাবে। কিন্তু উক্ত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী জনপদকে ইসলামের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

---

৩. অনেক দেশের সরকার তাদের স্বার্থে যতটুকুতে আঘাত লাগে না ততটুকু ধর্ম-কর্ম করতে দেয়। অনেক দেশে যুবসমাজ যাতে দ্বীন বিমুখ হয় সেজন্য পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও প্রাচ্যের শিরক ও নাস্তিকতাপূর্ণ সংস্কৃতি চালু করে রেখেছে। ইসলাম পালন তাদের দৃষ্টিতে জামা'আতবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগত ব্যাপার। জামা'আতবদ্ধ হ'তে গেলেই তারা নির্যাতনের শিকার হয়। এসব দেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী বিধান কি হবে এটি একটি বড় জিজ্ঞাসা- অনুবাদক।

৪. মুসলিম হা/১৪০।

www.at-tahreek.com

অথচ কী আশ্চর্য! কিছু কিছু শিক্ষার্থী ফৎওয়া দিতে গিয়ে নিজেরাও ভুল করে এবং অন্যদেরও ভুলের শিকার বানায়। তারা বলে যে, না! না!! এসব ফরয পালনে জামা'আত বা দল গঠন আদৌ জায়েয নয়। যেমনটা আমরা আগেও বলে এসেছি।

মূলতঃ তাদের এহেন ভুল ফৎওয়া দানের পেছনে রয়েছে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, অদূরদর্শিতা, চার পাশের মুসলমানদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বদেশের বৃত্তে আবদ্ধ থাকা, অন্য দেশের মানুষের জীবন যাত্রার খোঁজখবর না রাখা, মুসলমানদের দ্বীনের প্রতি অনুরাগী করে তোলার কলা-কৌশল অনুশীলনের অভাব; গৌরব, বিজয় ও ক্ষমতা অর্জনের পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা ইত্যাদি।

আবার 'স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে বিধি-বিধান পাল্টে যায়'- এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ফৎওয়া না দেওয়াও তাদের এহেন ভুলের একটি বড় কারণ। যাহোক, তারা সকল কালে, সকল স্থানে এ ফৎওয়া সমভাবে প্রযোজ্য হবে মনে করে তা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তা তাদের দেশের জন্য উপযোগী হ'লেও অন্য অনেক দেশের জন্য উপযোগী নয়।

ইসলামী বিশ্বে সংগঠন ও দলের উপকারিতা :

যারা কোন ফরযে কিফায়া সম্পাদনের জন্য একতাবদ্ধ হওয়া এবং জামা'আত বা দল গঠন করা হারাম বলে ফৎওয়া দেন তারা যদি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও দলের কর্মতৎপরতার ব্যাপক উপকারিতা ও সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করতেন, প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হ'তেন, বিশাল বিশ্বের আনাচে-কানাচে কোথায় কী ঘটছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার পর্দা নিজেদের চোখের উপর থেকে সরাতে পারতেন এবং দৃষ্টি নাক বরাবর সীমাবদ্ধ না রেখে দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারতেন তাহ'লে কখনই তারা এমন বাতিল ফৎওয়া ও ভিত্তিহীন কথার দিকে পা বাড়াতেন না।

সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, জুম'আ-জামা'আত কায়েম, উত্তমভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন, সুন্নাত মুতাবেক সমবেতভাবে হজ্জ সম্পাদন, আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ, যালিমদের প্রতিরোধ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী কাফির ও যালিম রাষ্ট্রনায়কের মুখোমুখি দাঁড়ানো, দুর্বল মুসলমানদের উদ্ধার করা ইত্যাদি বহুবিধ ফরযে কিফায়ার জন্য জামা'আতের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু মুসলিমদের জন্য এসব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা কেবল তারাই অস্বীকার করতে পারে, যাদের গুণাবলী আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নচেৎ আমাদের যুগে এসব ইসলামী দল ও ইসলামী মিশনই আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান (দাওয়াত) ও ইসলাম প্রচারের কাজ করে চলেছে এবং অর্থ ব্যয়, লেখালেখি, তলোয়ার চালনা, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদ বা সংগ্রামের গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

এই যে, আফগান মুজাহিদরা বিশ্বের এক অতি বড় স্বৈরাচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করল, তাতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দলের কর্মতৎপরতার ফলেই। তারা ত্যাগ ও কুরবানীর নিয়তে দলবদ্ধ হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র রাহে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছিল বলেই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত একটি পরাশক্তিকে পদানত করা সম্ভব হয়েছিল। এই মুজাহিদরা যা করেছে, তা একটি জামা'আত বা দল, একজন আমীর বা দলনেতা, একটি নিযাম বা নীতিমালা, একটি কর্মপরিকল্পনা, শারঈ ইমারত বা নেতৃত্ব এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় না নিয়ে করা কি আদৌ সম্ভব ছিল? এদের জন্য কি তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ফরয ছিল? সেই রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামই বা কোথায় যার জন্য তারা অপেক্ষা করত?

আমরা আজ যে বিশ্বে বাস করছি সেখানে আপনারা আমাকে কি এমন একজন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান দেখাতে পারবেন, যিনি এমন পদাধিকারী? আর ঐ পদাধিকারী রাষ্ট্রপ্রধান থেকে অনুমতি নিয়ে যে সকল মুসলিম দল এখন আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে- তারা যুদ্ধ শুরু করতে পারবে?

আমরা প্রত্যেকেই কি আমাদের সেই সকল তরুণের জন্য গৌরব বোধ করি না- যারা ইউরোপ আমেরিকার মত প্রতীচ্যের দেশ থেকে আমাদের মাঝে ফিরে আসে, যারা বস্তুবাদী শিক্ষার সাথে সাথে দ্বীনী বা শারঈ বিদ্যাও ব্যাপকভাবে লাভ করেছে। তারা বরং মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকেও বেশ কয়েকগুণ বেশী ধর্মীয় বিদ্যা অর্জন করে থাকে। শুধু তাই নয়; বরং তাদের চরিত্র ও বোধ-বুদ্ধিও আমাদের হাতে প্রতিপালিতদের থেকে অনেক উন্নত। আমরা কি এজন্যেও গৌরববোধ করতে পারি না যে, এসব তরুণ যেসব অমুসলিম দেশ থেকে এসেছে সেসব দেশে তারা অনেক ফিৎনা-ফাসাদ, আযাব-গযব ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও সত্যের পথে শুধু অবিচলই থাকেনি বরং সত্যকে বিজয়ী করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

না জেনে-বুঝে এসব ফৎওয়াদাতাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, এসব যুবক কি ঐসব সুগঠিত সংগঠন সমূহের ফসল নয়, যাদের একজন নেতা, একজন পরিচালক, একটি নীতিমালা, একটি অর্থ সংস্থান এবং একটি অনুশীলিত সুসংহত কর্মসূচী আছে?

আপনারাই বলুন, এই যুবকরা যদি গোঁফখেজুরে সেজে থাকত, তারা যদি শুধু তাদের পাঠ্যপুস্তকে নিমগ্ন থাকত অথবা শুধুই ওয়ায-নছীহত শুনত, কিছুই না করত তাহলে কি এই বিপুলসংখ্যক আদম সন্তান ইসলামের ছায়াতলে আসত? সর্বত্র কি ইসলামী সেন্টার স্থাপিত হ'ত? বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ তৈরী হ'ত? গির্জাসমূহ মসজিদে রূপান্তরিত হ'ত? দ্বীনী বিদ্যা ও ফিক্বহ চর্চার জন্য কি পাঠচক্র গড়ে উঠত?

এবার আসুন, আমরা ইসলামী বিশ্বের দিকে তাকাই। অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার তার মিডিয়াকে দ্বীনী পরিবেশ নষ্ট ও দ্বীনকে ধ্বংস করার কাজে লাগিয়ে রেখেছে। তারা চাইছে, জনগণ দ্বীন পালনে তৎপর না হোক। আপনাদের আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন, আপনাদের চারপাশের

Contents

যে যুবকেরা রয়েছে তারা কি তাদের দ্বীন আঁকড়ে ধরে আছে? তাদের নবীর সুন্নাত দাঁতে কামড়ে পড়ে আছে? তারা কি অন্যায় ও বাতিলের মুকাবিলার জন্য কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে? এসব দেশে বরং ইসলামী দলগুলোই ইসলামের জন্য যা কিছু করছে।

আফসোস! শত আফসোস!! সরকারী যেসব ধর্মীয় সংস্থা রয়েছে তাদের অধিকাংশ থেকে এমন সব মানুষ তৈরী হচ্ছে যারা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস বদলে ফেলেছে এবং দ্বীনী চেতনা বিনষ্ট করে ফেলেছে। তারা যখন যেমন তখন তেমন সাজে সাজছে। তাদের অবস্থা 'যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার'-এর মত। তারা প্রতিটি দলের সাথে ওঠা-বসা করে এবং তাদের আল্লাহ্র পথে থাকার সার্টিফিকেট দেয়-তা ঐ সব দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচী যাই হোক না কেন। তারা অন্যদের জাগতিক স্বার্থে নিজেদের দ্বীনের নিন্দা-মন্দ বা দুর্নাম করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ফলে সৃষ্টিকুলের মধ্যে এসব দরবারী আলেমদের থেকে খারাপ ও দুশ্চরিত্রের লোক আপনি আর দ্বিতীয় পাবেন না। যদি আল্লাহ্র দ্বীনী বিষয় এসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের ধর্মের ধ্বজাধারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ত তাহ'লে দ্বীনের একটা রগও যিন্দা থাকত না এবং তার একটা প্রদীপও প্রজ্জ্বলিত থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যুগের পরিক্রমায় এমন সব বান্দা নির্বাচন করেন যারা তার দ্বীনের পতাকা সব সময় উড্ডীন রাখতে সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহ্র পথে চলতে তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করেন না।

আর এভাবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনের জন্য পসন্দ করছেন তারা মূলতঃ দ্বীনী প্রচেষ্টার ফসল। এই দ্বীনী মহতী কাজই তো জান-প্রাণ দিয়ে আঞ্জাম দিয়ে চলেছে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দাওয়াতী সংগঠন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে এরাই হবে সেই আদর্শ কুরআনী প্রজন্মের প্রথম নমুনা- যাদের বিষয়ে অচিরেই আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখাবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 'আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*।

[চলবে]

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)

পরিচালনায় :
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯ হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০

খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আওতাধীনে পরিচালিত গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানা সদরে স্থাপিত গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় পাঁচ তলা ফাউণ্ডেশন দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। দ্বীনদার ভাই-বোনদের নিকটে উক্ত মসজিদ নির্মাণে আন্তরিক দো'আ ও আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা:
গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং : ৩৭৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, গোবিন্দগঞ্জ শাখা।

নিবেদক
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান
সহ-সভাপতি
মসজিদ পরিচালনা কমিটি
০১৭৩১-৪৮৫৭১৯, ০১৯৭৩-৪৮৫৭১৯

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. আধুনিক পদ্ধতিতে মলদ্বার না কেটে পাইল্সের অপারেশন
২. জটিল ফিস্টুলা অপারেশন
৩. রেক্টাল প্রলাপসের (মলদ্বার বের হয়ে আসা) আধুনিক চিকিৎসা
৪. স্ট্যাপলিং পদ্ধতিতে বৃহদান্ত্র (কোলন) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৫. কোলনস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্র ও মলদ্বারের পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের শিষ্টাচার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানুষের পানাহারের প্রয়োজন যেমন আছে তেমনি তার পেশাব-পায়খানা বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারারও যরূরত রয়েছে। এক্ষেত্রে মুমিন অবশ্যই কিছু আদব-কায়েদা বা শিষ্টাচার মেনে চলবে। কেননা সে অন্য জাতি-ধর্মের মানুষের মত যেখানে-সেখানে এ প্রয়োজন মিটাতে পারে না। আবার ইসলামের নির্দেশনার বাইরেও এসব কাজ সম্পাদন করতে পারে না। বরং এসব ক্ষেত্রে ইসলামে যেসব আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে, তা মেনে চলা প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য। নিম্নে এ সম্পর্কিত শিষ্টাচার সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. প্রাকৃতিক প্রয়োজন শীঘ্রই সম্পন্ন করা : পেশাব-পায়খানার বেগ অনুভূত হ'লেই তা দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত। কেননা এতে দ্বীনী ও শারীরিক উপকারিতা রয়েছে। এমনকি রাসূল (ছাঃ) এ অবস্থায় ছালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ– 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই'।[১] তবে এমতাবস্থায় ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে না।

২. লোকচক্ষুর অন্তরালে পেশাব-পায়খানা করা : পেশাব-পায়খানা খোলা স্থানে করা হ'লে দূরে যেতে হবে, যাতে লোক থেকে আড়াল হয়। মুগীরাহ বিন শু'বা (রাঃ) বলেন, كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ 'নবী করীম (ছাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে যেতেন'।[২] এ হাদীছে দূরে যাওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষ থেকে আড়াল করা, যাতে তাদের সামনে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে না পড়ে। সুতরাং চারিদিকে ঘেরা স্থান হ'লে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।[৩]

৩. যমীনের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে কাপড় না খোলা : প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে যদি খোলা স্থানে হয়, তাহ'লে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য যমীনের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে কাপড় উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪] আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ– 'নবী করীম (ছাঃ) যখন মলত্যাগ করার প্রয়োজন মনে করতেন, তখন তিনি মাটির কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না'।[৫] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম তীবী বলেন, খোলা ময়দান এবং ঘরের ভিতরে উভয় ক্ষেত্রে যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত যমীনের নিকটবর্তী না হয়ে কাপড় খোলা বৈধ নয়। তবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সকলের ঐক্যমতে নির্জন স্থানে কাপড় খোলাতে কোন সমস্যা নেই।[৬]

৪. তিনটি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা থেকে বিরত থাকা : পেশাব-পায়খানা নির্দিষ্ট স্থানে করতে হবে। যরূরী প্রয়োজনে অন্যত্র করতে হ'লে মানুষের চলাচলের রাস্তা, ছায়াযুক্ত স্থান ও পানি নেওয়ার স্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِقِ– 'তোমরা তিনটি অভিশপ্ত জিনিস থেকে দূরে থাক- ব্যবহার্য পানি বা পানির উৎসে, ছায়াদার বৃক্ষতলে ও লোক চলাচলের পথে (পেশাব-পায়খানা করা থেকে)'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ. قَالُوْا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ 'তোমরা দু'টি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, অভিশপ্ত কাজ দু'টি কি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, মানুষের যাতায়াতের পথে অথবা (বিশ্রাম নেওয়ার) ছায়া বিশিষ্ট জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা'।[৮]

৫. পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় যিকর ও তাসবীহ না করা : পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত, যিকর ও তাসবীহ পাঠ করা যাবে না। কেননা এটা অপবিত্রতা হ'তে পবিত্র হওয়ার একটি মুহূর্ত। আর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা, যিকর, তাসবীহ ও তেলাওয়াত পবিত্রাবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। মল-মূত্র ত্যাগ করা অবস্থায় এসব কাজ করলে তাতে এই কাজগুলোকে হীন করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না'।[৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا

---

১. বুখারী, মুসলিম হা/১২৭৪; আবূদাউদ হা/৮৯; মিশকাত হা/১০৫৭।
২. আবূদাউদ হা/১; নাসাঈ হা/১৭ 'পায়খানা-পেশাব করতে দূরে যাওয়া' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২২৫৮।
৩. ওবায়দুল্লাহ মুবারাকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ, ২/৫৬ পৃঃ।
৪. ঐ, ২/৫৬ পৃঃ।
৫. আবূদাউদ হা/১১ 'মলত্যাগ বা পেশাবের সময় গোপনীয়তা (পর্দা) অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/১৪; ছহীহাহ হা/১০৭১; মিশকাত হা/৩৪৬।
৬. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ১/৩৮০ পৃঃ।
৭. ইবনু মাজাহ হা/৩২৮, 'যাতায়াতের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৬২; মিশকাত হা/৩৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১১২, সনদ হাসান।
৮. মুসলিম, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'চলাচলের পথে ও ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ; আবূদাউদ হা/২৫, 'নবী করীম (ছাঃ) যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন' অনুচ্ছেদ।
৯. নাসাঈ হা/৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩, হাসান ছহীহ।

Contents

تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، ‘তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে আমাকে সালাম দিবে না। কারণ তুমি তা করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দিতে পারব না’।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় সালাম দিতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা অবস্থায় আল্লাহর যিকর, আযানের উত্তর দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং অন্যান্য তাসবীহ-তাহলীল করা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় কেউ সালাম দিলে প্রয়োজন সেরে উত্তর দেওয়া উচিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আল-মুহাজির ইবনু কুনফুয (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ.

‘একদা তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) পেশাব করছিলেন। সেজন্য ওযূ না করা পর্যন্ত তিনি তার জবাব দিলেন না। অতঃপর (পেশাব শেষে ওযূ করে) তিনি তার নিকট ওযর পেশ করে বললেন, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম স্মরণ করা আমি অপসন্দ করি’।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) ওযূ না করে সালামের উত্তর দিলেন না।[১২]

৬. ক্বিবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা না করা : ক্বিবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا– ‘তোমরা পায়খানা বা পেশাব করতে ক্বিবলামুখী হবে না, বরং তোমরা (উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা) পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে’। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট তওবা-ইস্তিগফার করতাম।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ‘তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করতে বসলে কখনো যেন সে ক্বিবলার দিকে মুখ করে এবং সেদিকে পিছন দিয়েও না বসে’।[১৪]

৭. বদ্ধ পানিতে পেশাব না করা : প্রবাহিত পানি ব্যতীত পুকুর, লেক, হাউজ ইত্যাদির মত বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ– ‘তোমাদের কেউ যেন স্থির-যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। অতঃপর সে আবার তাতে গোসল করবে’।[১৫] অর্থাৎ বাধ্যগত অবস্থা ব্যতিরেকে বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ। আর পেশাব করলে সাথে সাথেই সেই পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।[১৬] এ বিধান অল্প পানির ক্ষেত্রে হারাম এবং অধিক পানির ক্ষেত্রে মাকরূহ।[১৭]

৮. স্বাভাবিক অবস্থায় বসে পেশাব করা : কোন ওযর না থাকলে বসেই পেশাব করতে হবে। এটাই হচ্ছে পেশাব করার স্বাভাবিক আদব। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا جَالِسًا– ‘যে ব্যক্তি তোমাদের বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। (কেননা) তিনি বসেই পেশাব করতেন’।[১৮]

যদি কোথাও বসে পেশাব করার ক্ষেত্রে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা বসার মত পরিবেশ না থাকে তাহ’লে সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادْنُهْ. فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ– ‘আমি (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কোন এক সম্প্রদায়ের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছলেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন, ‘আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কাছে এসো। আমি তার নিকটে গেলাম এমনকি একেবারে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি ওযূ করলেন। অতঃপর তাঁর উভয় মোযার উপর মাসাহ করলেন’।[১৯]

৯. পেশাবের ছিঁটা থেকে সাবধান থাকা : নরম মাটিতে পেশাব করা, যাতে পেশাবের ছিঁটা কাপড়ে বা শরীরে না লাগে। অনেক সময় শক্ত মাটিতে পেশাব করলে তার ছিটা এসে শরীরে বা কাপড়ে লাগে। ফলে কাপড় ও শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় ছালাত আদায় করা হ’লে তা কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ– ‘তোমরা পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব এর কারণেই হয়ে থাকে’।[২০]

---

১০. ইবনু মাজাহ হা/৩৫২, ‘পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া প্রসঙ্গে’ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৯৭।
১১. আবূদাঊদ হা/১৭ ‘পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৬৭; ছহীহাহ হা/৮৩৪।
১২. নাসাঈ হা/৩৮ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘ওযূর পর সালামের জবাব দেয়া’ অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/৩৫০ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া’ অনুচ্ছেদ।
১৩. বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/৬৩২; মিশকাত হা/৩৩৪।
১৪. মুসলিম হা/৫০৩; ছহীহাহ হা/১৩০১।
১৫. বুখারী হা/২৩৯ ‘আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৬৮২; মিশকাত হা/৪৭৪।
১৬. মির‘আত ২/১৬৯ পৃঃ।
১৭. সুবুলুস সালাম ১/২৭ পৃঃ।
১৮. নাসাঈ হা/২৯; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭; ছহীহাহ হা/২০১।
১৯. মুসলিম হা/৫১২ ‘মোযার উপর মাসাহ করা’ অনুচ্ছেদ।
২০. দারাকুতনী হা/৪০৪; বুলূগুল মারাম হা/১০২; ইরওয়া হা/২৮০, সনদ ছহীহ।

Contents

১০. পেশাব-পায়খানার সময় কথা না বলা : পেশাব-পায়খানায় বসে কথা বলা সমীচীন নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ– 'দুই ব্যক্তি যেন একই সঙ্গে পেশাব-পায়খানার জন্য না বসে এবং একে অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকিয়ে পরস্পরে কথাবার্তা বলতে না থাকে। কারণ এরূপ কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন'।[২১] তবে যরূরী প্রয়োজনে কথা বলা যেতে পারে।

১১. আল্লাহ্র নাম সম্বলিত কোন কিছু নিয়ে পেশাব-পায়খানায় প্রবেশ না করা : আল্লাহ্র নাম সম্বলিত কোন কিছু বা কুরআনের আয়াত সম্বলিত কোন কিছু নিয়ে পেশাব-পায়খানায় প্রবেশ করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে সম্মান করবে, সেটি তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম হবে' *(হজ্জ ২২/৩০)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*।

১২. গর্তে পেশাব-পায়খানা না করা : গর্তে পেশাব-পায়খানা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী। আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِى الْجُحْرِ. قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকজন কাতাদাকে জিজ্ঞেস করল, গর্তে পেশাব করা কেন অপসন্দনীয়? তিনি বললেন, বলা হয়, এতে জিনেরা বসবাস করে'।[২২]

১৩. গোসলখানায় পেশাব-পায়খানা না করা : গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে মনে শয়তানী ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، 'তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্রেক হয়'।[২৩]

১৪. অসুস্থ বা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে পাত্রে পেশাব করা : অসুস্থ বা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে পাত্রে পেশাব করা যায়। উমায়মা বিনতু রুকায়কা (রাঃ) বলেন, كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ، 'নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। তিনি তাতে (রাত্রে) পেশাব করতেন এবং তা খাটের নিচে রেখে দিতেন'।[২৪]

১৫. পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বাম পা ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখা : পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখা উত্তম।[২৫]

১৬. পেশাব-পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো'আ পড়া : শৌচাগারে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো'আ পড়া সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 'নবী করীম (ছাঃ) যখন শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, *হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পুরুষ ও স্ত্রী জিন শয়তানের ক্ষতি হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি'*।[২৬] আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা থেকে বের হ'তেন, তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ 'গুফরানাকা' অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই।[২৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ '(পায়খানায়) এসব শয়তান উপস্থিত হয়। অতএব তোমাদের কেউ (পায়খানায়) প্রবেশকালে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পুরুষ ও স্ত্রী জিন শয়তানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[২৮]

১৭. পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর হাত ধৌত করা : পায়খানা থেকে বের হয়ে হাত ধৌত করা উত্তম। বিশেষত বাম হাত মাটি বা সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে কোন রোগজীবাণু হাতে লেগে না থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ. 'নবী করীম (ছাঃ) পায়খানা করার পর বদনার পানি দিয়ে শৌচকার্য সম্পন্ন করতেন, অতঃপর তাঁর হাত মাটিতে ঘষতেন'।[২৯]

১৮. পেশাব-পায়খানায় গমনকালে এদিক-সেদিক না তাকানো : প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য খোলা ময়দানে বা

---

২১. *আবূদাঊদ হা/১৫; ছহীহাহ হা/৩১২০; তারাজু'আত হা/১৪১৯।*
২২. *আবূদাঊদ হা/২৯, 'গর্তে পেশাব করা নিষেধ প্রসঙ্গে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।*
২৩. *বুখারী হা/৪৮৪২; ইবনু মাজাহ হা/৩০৪, 'গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২১; নাসাঈ হা/৩৬, আবূদাঊদ হা/২৭।*
২৪. *নাসাঈ হা/৩২, 'পাত্রে প্রস্রাব করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৯, হাসান ছহীহ।*
২৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৯ পৃঃ।*
২৬. *বুখারী হা/১৪২; মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/৩৩৭।*
২৭. *আবূদাঊদ হা/৩০; ইরওয়া হা/৫২; মিশকাত হা/৩৫৯।*
২৮. *আবূদাঊদ হা/৬; ইবনু মাজাহ হা/২৯৬; ছহীহাহ হা/১০৭০।*
২৯. *আবূদাঊদ হা/৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৮ 'যে ব্যক্তি শৌচ করার পর মাটিতে হাত ঘষলো' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৫০; মিশকাত হা/৩৬০, হাদীছ হাসান।*

দূরের পায়খানায় গমনকালে এদিক-সেদিকে না তাকানো উচিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হ'তেন তখন আমি তাঁর অনুসরণ করতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, এ সময় তিনি এদিক-সেদিক তাকাতেন না'।[৩০]

১৯. ইস্তেঞ্জার সময় ডান হাত ব্যবহার না করা : বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত শৌচকার্যে ডান হাত ব্যবহার করা যাবে না। বরং বাম হাত ব্যবহার করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ– 'তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিঞ্জা (কুলুখ ব্যবহার) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে'।[৩১] তিনি আরো বলেন, إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ 'তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাতে শৌচকার্য না করে, বরং সে যেন তার বাম হাতে শৌচকার্য করে'।[৩২]

হাফছাহ (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ 'নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় ডান হাত পানাহার, ওযূ, কাপড় পরিধান এবং (কোন কিছু) আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করতেন। আর এসব ব্যতীত অন্যান্য কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন'।[৩৩]

২০. কুলুপের ক্ষেত্রে হাড্ডি ও গোবর ব্যবহার না করা : হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো জিনদের খাদ্য।[৩৪] সালমান (রাঃ) বলেন যে, তাকে বলা হ'ল,

لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ–

'তোমাদের নবী তোমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন, এমনকি পায়খানা করার নিয়মও। সালমান (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাতে শৌচকার্য করতে, শৌচকার্যে আমাদের কারো তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার করতে এবং গোবর অথবা হাড্ডি দ্বারা শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন'।[৩৫]

২১. বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা : ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ 'যে ব্যক্তি ওযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে শৌচকার্য করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে'।[৩৬]

২২. ঢিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটির কম ব্যবহার না করা : পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে কোন সমস্যা থাকলে ঢিলা দিয়ে শৌচকার্য সম্পন্ন করতে হয়। এক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে হবে।[৩৭]

২৩. ইস্তেঞ্জায় সম্মানিত জিনিস ব্যবহার না করা : পবিত্র কুরআন, হাদীছ বা তাফসীরের ছিন্নপত্র বা এ ধরনের কিছু শৌচকার্যে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এগুলি সম্মানীয়, যা হীন কাজে ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

২৪. ইস্তেঞ্জায় পবিত্র পানি ব্যবহার করা : ইস্তেঞ্জায় পবিত্র পানি ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ যে পানির স্বাদ, গন্ধ বা রঙ পরিবর্তন হয়ে গেছে এমন পানি ইস্তিঞ্জায় ব্যবহার করা যাবে না। ইস্তিঞ্জায় পানি ও ঢিলা একত্রে ব্যবহার করা সুন্নাত নয়। কেননা এমর্মে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ নয়।[৩৮]

২৫. বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে ইস্তেঞ্জা করা সমীচীন নয় : কেবল বায়ু নির্গত হওয়ার জন্য শৌচকার্য করার দরকার নেই। কেউ যদি এটাকে ছওয়াবের কারণ মনে করে তাহ'লে তা বিদ'আত হবে।

পরিশেষে বলব, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের আবশ্যিক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা যরূরী। এর মাধ্যমে ইহকালে যথাযথ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে এবং পরকালীন জীবনে অশেষ ছওয়াব ও নাজাত লাভ করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৩০. বুখারী হা/১৫৫ 'ওযূ' অধ্যায়।
৩১. মুসলিম হা/২৬৭(৬৩), 'ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৮১।
৩২. বুখারী হা/১৫৫, ৩৮৬০; আবূদাঊদ হা/৮; নাসাঈ হা/৪০; ইবনু মাজাহ হা/৩১২।
৩৩. আহমাদ, ছহীহুল জামে হা/৪৯১২।
৩৪. বুখারী হা/১৫৫; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫০।
৩৫. মুসলিম, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পবিত্রতা অর্জন করা' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/৭; তিরমিযী হা/১৬।
৩৬. বুখারী হা/১৬১-১৬২; মুসলিম হা/২৩৭;মিশকাত হা/৩৪১।
৩৭. মুসলিম, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পবিত্রতা অর্জন করা' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/৭; তিরমিযী হা/১৬।
৩৮. তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ৬৫।

হজ্জ সফর

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(শেষ কিস্তি)

১৩.

২২শে আগস্ট বুধবার। মিনার ময়দানে দিনটি প্রায় বিশ্রামেই কেটে গেল। যোহরের পর আন্দোলনের ছানা'ইয়া আছেমা, রিয়াদ শাখার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর ভাই (নায়ায়ণগঞ্জ) এলেন, যিনি আমাদের পাহাড়ের উপরের তাঁবু থেকে নীচে অদূরে এক তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আন্দোলনের সঊদী আরব শাখা সভাপতি এবং রিয়াদের বাদিয়াহ ইসলামিক সেন্টারের দাঈ শায়খ মুশফিকুর রহমানও মিনায় ছিলেন। তবে অসুস্থতার কারণে দেখা করতে পারেননি। তাঁর সাথে ফোনে কথা হ'ল।

আছরের পর আমরা দ্বিতীয় দিনের মত জামরায় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। আলমগীর ভাইসহ আরও তিন জন প্রবাসী ভাই মনীর হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ), জাহাঙ্গীর হোসাইন (নবাবগঞ্জ, ঢাকা), বেলাল হোসাইন (নবাবগঞ্জ, ঢাকা) আমাদের সঙ্গী হ'লেন, যারা ছানা'ইয়া আছেমা, রিয়াদ শাখা আন্দোলনের বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন। ওদিকে মতীউর রহমান ভাই সঊদী ধর্মমন্ত্রী ড. আব্দুল লতীফ বিন আব্দুল আযীয আলে শায়েখের কাছে আব্বার নামে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছিলেন। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল বিকাল ৫টা। মাসজিদুল খায়েফের নিকটস্থ একটি সরকারী ভবনে সাক্ষাতটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিষয়টি সময়মত জানতে না পারায় আমাদের রওয়ানা হ'তেই সাড়ে ৪টা বেজে গেল। তিনটি টানেল পায়ে হেঁটে পেরিয়ে জামরায় পৌঁছতে সময় লাগল ৪০ মিনিট। কিন্তু পাথর মারা শেষে আমরা যখন মাসজিদুল খায়েফ পৌঁছলাম, তখন মাগরিবের সময় হয়ে গেল। ফলে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। মতীউর ভাইয়েরা কয়েকজন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসেন মাগরিবের আগেই।

আমরা সেখানে বেশ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলাম। সংক্ষিপ্ত কোন রাস্তার খোঁজে আরও বেশ কিছু সময় চলে গেল। অনেক স্থানে পুলিশ রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে গতদিনের মত আবারও দীর্ঘ পথ হেঁটে কিং আব্দুল্লাহ ব্রীজে আসতে হ'ল। সেখান থেকে একটি বাস পাওয়া গেল। অবশেষে তাঁবুতে এসে পৌঁছলাম রাত দশটার দিকে। মিনায় এটি ছিল আমাদের তৃতীয় দিন এবং সর্বশেষ রাত্রিযাপন। রাতের খাবার খেয়ে আমি আর নাজীব তাঁবুর বাইরে এসে পায়চারী করলাম দীর্ঘক্ষণ। পাহাড়ের ওপর থেকে দিগন্তবিস্তারী মিনার ময়দান কী যে অদ্ভুত লাগে! সুশৃংখল আলোকোজ্জ্বল তাঁবুর রেখা আর মধ্যখানের চওড়া রাস্তায় দলে দলে হাজীদের পায়দল গমনাগমন সবকিছুতেই এক সুকোমল প্রশান্তির আবেশ ছড়ায়। মনটা নিমেষেই পবিত্রতায় ভরে ওঠে।

পরদিন ১২ই যিলহজ্জ বেলা বাড়ার সাথে সাথে হাজীদের মধ্যে বিদায়ের তোড়জোড় শুরু হ'ল। আমরা তখনও আরও একদিন তথা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ছিলাম। কিন্তু দুপুর হ'তে হ'তে তাঁবুগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। যে বাথরুমগুলোর সম্মুখে সর্বদা লম্বা লাইন পড়ে থাকত, সেগুলো এখন ফাঁকা। হায় বাথরুম! কত কষ্টই না পোহাতে হয়েছে এ কয়দিন! বেশ শান্তি শান্তি লাগে। কিন্তু মু'আল্লিম অফিস থেকে জানা গেল আছরের পর থেকে আর কোন কাকপক্ষীও থাকবে না ক্যাম্পে। সব গুটিয়ে নেয়া হবে। সুতরাং পরিকল্পনা পরিবর্তন করে আমরাও বিদায়ের প্রস্তুতি নিলাম। আছর পড়ে তিনদিনের আবাসস্থলকে বিদায় জানিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল জামরার উদ্দেশ্যে। আজও সঙ্গ দিলেন আলমগীর ভাই ও তার সাথীরা। নিরাপদে ও সুস্থভাবে জামরায় পাথর মারা শেষ করে আমরা মক্কার পথে রওয়ানা হলাম পায়ে হেঁটে। প্রায় দু'ঘন্টা পর হারামে পৌঁছে মাগরিবের জামা'আত ধরলাম। শায়খ সুদাইসের সুমধুর তেলাওয়াতে সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। রাতেই তাওয়াফে ইফাযাহ করার ইচ্ছা ছিল। তবে আব্বা ও ফুফু আম্মার শারীরিক ক্লান্তির কথা ভেবে তা স্থগিত রাখা হ'ল। আলমগীর ভাইয়েরা রাতে আমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে বিদায় নিলেন।

১৪.

২৪শে আগস্ট শুক্রবার হারামে জুম'আর ছালাত আদায় করা হ'ল। রিয়াদের ভাইয়েরা সারাদিন বাস এবং এয়ারলাইন্সে খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, কোনভাবে রিয়াদে সাংগঠনিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় কি না। তবে সার্বিক পরিস্থিতি চিন্তা করে আপাতত না যাওয়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত করা হ'ল। একই সাথে সিদ্ধান্ত হ'ল যে রিয়াদের ভাইয়েরা মক্কায় আসবেন পরবর্তী শুক্রবার ৩১শে আগস্ট। এদিকে আমাদের ফিরতি ফ্লাইট ছিল ২০শে সেপ্টেম্বর। রিয়াদের প্রোগ্রাম স্থগিত হওয়ায় আব্বা আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বাংলাদেশ বিমানের টিকেট এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ না থাকায় 'ইত্তিহাদ' এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ৩রা সেপ্টেম্বর ফিরতি টিকেট কাটা হ'ল আব্বা, ফুফু আম্মা ও শাকিরের জন্য। আমি আর নাজীব আরও কয়েকদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে রাতে মতীউর ভাই বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য আমাদের হোটেলে এলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হ'ল। পরদিন তিনি ইণ্ডিয়া ফিরে যাবেন।

২৫শে আগস্ট সকাল দশটায় আমরা তাওয়াফে ইফাযার উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। দিনের বেলায় সূর্যের খরতাপ এড়াতে আজ আর মাত্বাফে নামলাম না। প্রথম তলাতে তাওয়াফ করলাম। সময় বেশী লাগলেও অনেকটা স্বস্তির সাথে তাওয়াফ করা গেল। অতঃপর সাঈ শেষ করে বের হ'তে যোহরের সময় হয়ে গেল। এরই সঙ্গে শেষ হ'ল হজ্জের মূল কার্যক্রম। একটা ঘোরের মধ্যে যেন কেটেছে হজ্জের এই ক'দিন। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোতে যেন ভেসে চলছিলাম। কোথায় যেয়ে সে স্রোত ঠেকে তা ভাবার ফুরছৎ ছিল না।

প্রতিটি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত যে, শারীরিক তেমন কোন অসুস্থতা ছাড়াই আব্বা, ফুফুসহ আমরা সবাই হজ্জের সকল কার্যক্রম সুচারুরূপে সমাপ্ত করতে পেরেছি। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

রাতে সাক্ষাৎ হ'ল আমার এক ইন্দোনেশীয় সহপাঠী শু'আইব আব্দুল হালীমের সাথে, যে ইসলামাবাদে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে আমার সহপাঠী ও সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। এখন পিএইচ.ডি রত আছে ইসলামাবাদেই। আগেই হজ্জে আসার খবরটা জানিয়েছিল। অনেক দিন পর আজ তার সাথে সাক্ষাতে বন্ধুত্বের পুরোনো উষ্ণতা খুঁজে পেলাম।

১৫.

২৬শে আগস্ট রবিবার বেলা ৩টার দিকে আমরা মক্কা থেকে ৯০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে ত্বায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। হজ্জযাত্রীরা অধিকাংশই ত্বায়েফ শহরকে ভ্রমণ তালিকায় রাখেন। মরুময় উষ্ণ মক্কা শহরের সম্পূর্ণ বিপরীত শীতল আবহাওয়া এবং বিশেষত রাসূল (ছাঃ)-এর প্রস্ত রাঘাতে আহত হওয়ার করুণ ইতিহাস জড়িত থাকায় এই শহর বাড়তি আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। বিকাল ৩-টার দিকে আমরা একটি মাইক্রো যোগে রওয়ানা দিলাম। কাযী হারূণ চাচা এবং গোলাম কিবরিয়া আমাদের সাথী হ'ল। উষর মরুভূমির ধুসর প্রান্তর অতিক্রম করে গাড়ি এগিয়ে চলে। সময় লাগে প্রায় দেড় ঘন্টা। সমতল থেকে প্রায় ১৯০০ মিটার উঁচু এই শহরের কেন্দ্রে পৌঁছানোর অনেক আগে থেকে গাড়ী সর্পিলভাবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উর্ধ্বারোহণ করতে থাকে। আর সমতলের পৃথিবী ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'তে থাকে। আর দৃষ্টিসীমা বিস্তৃত হয়। ধুসর কুয়াশার পর্দা না থাকলে সুদূর মক্কা শহরও নযরে আসত। পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ পর্বতাঞ্চলে বহুবার এমন রাস্তা অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তবুও এমন দৃশ্য বার বার চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। আসমান থেকে পাখির চোখে উন্মুক্ত পৃথিবী দেখার অনুভূতি সবসময়ই অন্যরকম।

পর্যটকদের জন্য পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রয়েছে সাড়ে চার কি.মি. দীর্ঘ রোপওয়ে। যাতে ক্যাবল কারে চড়ে পর্যটকরা ত্বায়েফ শহর থেকে সরাসরি নীচে আল-হাদা অবকাশ কেন্দ্রে নেমে যায় এবং উঠে আসে। এটি বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ রোপওয়ে। মাঝপথে ড্রাইভার গাড়ি থামায়। রাস্তার ধারে প্রশস্ত চত্বর। নামতেই বানরের দল খাবারের খোঁজে এগিয়ে আসেই। সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালাম। উচ্চতায় বুকে কাঁপুনি ধরে যায়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে উপরে ওঠা রাস্তার সৌন্দর্যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

সাড়ে চারটার দিকে আমরা তায়েফ শহরের অন্দরে প্রবেশ করি। চারিদিকে সবুজের সমারোহ, বাহারী ফুলের বাগান, সুসজ্জিত পাতাবাহার, সুরম্য অট্টালিকা চমৎকৃত করে। ভূমি থেকে শহরের অবস্থান এত উঁচুতে হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরভাগ দিব্যি সমতল। বুঝার উপায় নেই যে, এটা কোন পাহাড়ী শহর। গাড়ি সোজা চলে যায় চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) জামে মসজিদে। আমরা এখানে আছরের ছালাত আদায় করি। মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কবর উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভেতরে দেখার কোন সুযোগ নেই। কোথাও ইশারা পর্যন্ত নেই যে, এখানে কোন কবর আছে। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সতর্কতার পরিচয় রেখেছে সঊদী সরকার সর্বত্রই, *আলহামদুলিল্লাহ*। ৬৮ হিজরীতে এই ত্বায়েফে অবস্থানকালে 'হাবরুল উম্মাহ' তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র মহাজ্ঞানী খ্যাত এই জলীলুল ক্বদর ছাহাবী ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

কবর যিয়ারতের পর সেখান থেকে বের হয়ে তায়েফ শহর প্রদক্ষিণ করি। একদল হজ্জযাত্রীর অনুসরণে আমরা উপস্থিত হই পুরানো এক মসজিদের সামনে। অনেকের ধারণা রাসূল (ছাঃ) তায়েফবাসীর প্রস্তরাঘাতে আহত হয়ে এই স্থানে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেছিলেন, যা মযলূমের দো'আ নামে খ্যাত। মসজিদের সামনে সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাষায় বিলবোর্ড লাগানো হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) এই স্থান দিয়ে গমন করেছেন তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। কোন ছাহাবী বা সালাফে ছালেহীন এই স্থানে বরকত লাভের জন্য আসেননি। সুতরাং এখানে বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে আগমন করা বিদ'আত। সেখান থেকে অদূরে আছে খেজুর ও আঙ্গুর গাছের বাগান। রয়েছে একটি গভীর কূপ। ধারণা প্রচলিত আছে যে, এই আঙ্গুর বাগান ও কূপ রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত। এক আফগান বৃদ্ধ সেখানে কৃষিকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দূরে এক পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ঐ পাহাড়ের পাদদেশে রাসূল (ছাঃ)-কে পাথর নিক্ষেপে আহত করা হয়েছিল। আর দু'পার্শ্বের দুই পাহাড়কে জিবরাঈল (আঃ) অত্যাচারী তায়েফবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দয়ালু নবী নিজের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাননি বরং ভেবেছিলেন স্বীয় উম্মতের ভবিষ্যতের কথা। যেন তারা হেদায়াত পায়। জানি স্থানিক চিহ্নগুলো সবই কাল্পনিক, তবুও ঘটনা তো চরম সত্য। এই পাহাড়ী যমীন, এই খেজুর ও আঙ্গুর বাগান, এই পরিত্যক্ত কূপ, সান্ধ্যরাগে মৃদু মেঘের বুটিকে ঢাকা তায়েফের বিষণ্ন আসমান–সবকিছুতে মনটা কেমন বেচাঈন হয়ে ওঠে। হয়ত ১৫০০ বছর পূর্বে এমনই কোন এক ক্ষণে আমাদের প্রিয় নবী অসহায় অবস্থায় ত্বায়েফ থেকে যখমে রক্তস্নাত পদযুগল নিয়ে সুদূর মক্কার পথে ফেরত গিয়েছিলেন। বাস্তবতার জগত থেকে এক লহমায় ইতিহাসের সেই অমলিন দৃশ্যপট পরিভ্রমণে চক্ষুযুগল আপনাতেই ভিজে ওঠে।

তায়েফ থেকে আরও প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে হাই বনু সা'দ নামে একটি অঞ্চল রয়েছে। সাধারণ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর দুধমাতা হালীমার আবাসস্থল ছিল এই গ্রামে। আমরা ত্বায়েফের ভূ-চিত্র আরও বিস্তৃতভাবে দেখার সুযোগ নিতে ঐ পর্যন্ত গাড়ী ভাড়া করেছিলাম। ত্বায়েফ ভ্রমণকারীদের অনেকেই এ পথে আসেন। গাড়ি আরও প্রায় সোয়া ঘন্টা চলার পর আমরা বনু সা'দ গ্রামে এসে পৌঁছলাম। দিনের অবশিষ্ট আলোয় অনুচ্চ পাহাড়ে

www.at-tahreek.com

Contents

ঘেরা জনশূন্য পল্লীটি বেশ ভালভাবেই দেখা গেল। কোন বাড়ি-ঘর অবশিষ্ট নেই। কেবল একটি গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। একজন পাকিস্তানী সেখানে দাঁড়িয়ে লোকদের বুঝাচ্ছে এটা হ'ল বিবি হালীমার গৃহ। এখানেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন রাসূল (ছাঃ)। এই পল্লীতেই সংঘটিত হয়েছিল সিনাচাকের ঘটনা। জনাকয়েক পর্যটক পরম আবেগ নিয়ে সেখানে নেমে সম্ভবতঃ মাগরিবের ছালাত পড়ল। আমরা কিছুক্ষণ ঘুরে সেখান থেকে চলে আসলাম।

দিন দিন পর্যটক সংখ্যা বাড়তে থাকায় ২০১৬ সালে সউদী সরকারের একটি সংস্থা এই স্থানের উপর গবেষণা চালায় এবং ঘোষণা করে যে, এই পল্লী এবং গৃহের ধ্বংসাবশেষের সাথে বিবি হালীমার কোন সম্পর্ক নেই। সেই সাথে তারা এই গৃহের বাকি অংশটুকু গুঁড়িয়ে দেয়, যাতে মানুষ এখানে ভিড় না করে। ড্রাইভার জানালো যে, সউদী সরকার কোন ড্রাইভার এই স্থানে গাড়ি নিয়ে এলে তাকে জরিমানা করার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে তারা যে সকল পর্যটক এখানে আসতে চায় তাদেরকে অনেকটা লুকিয়ে নিয়ে আসে। মোটকথা বিবি হালীমা বনু সা'দ গোত্রের হ'লেও তিনি এখানে বাস করতেন বলে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া মক্কা থেকে সুদূর ১৬০ কি.মি. দূরত্বে এই প্রত্যন্ত গ্রামে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রতিপালনের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, এমন তথ্য বিস্ময়করই বটে। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, মক্কার নিকটবর্তী কোন মহল্লায় কেটেছিল রাসূল (ছাঃ)-এর শৈশবের দিনগুলো।

আমরা পার্শ্ববর্তী ছোট্ট এক লোকালয়ের মসজিদে মাগরিব-এশার ছালাত জমা ও ক্বছর সহ আদায় করলাম। জামালপুরের এক ভাইকে সেখানে পেলাম, যিনি পার্শ্ববর্তী এক হাসপাতালে মাত্র ৬০০ রিয়াল বেতনে চাকুরী করেন। যদিও তার চুক্তিতে ছিল ১৮০০ রিয়াল। তিনি বলেন, আগে হালীমা সা'দিয়ার বাড়ী ভেবে দৈনিক বহু পর্যটক এখানে আসত। তাদের কাছ থেকে যা বখশিশ পেতাম, তাতে চলত। কিন্তু এখন কেউ না আসায় খুবই কষ্টে পড়ে গেছি। জনশূন্য এলাকা হওয়ায় হাসপাতালেও কোন রোগী নেই। সারা দিনে এক-দু'জনও হয় না। আব্বা তাকে দেশে ফিরে যেতে বললে তিনি বললেন, ফিরে যাবারও স্বাধীনতা নেই। কেননা পাসপোর্ট আটকে আছে কোম্পানীর কাছে। যা চুক্তি শেষে পাওয়া যাবে। এমনি করে বহু বাঙালী সউদী আরবের বিভিন্ন প্রান্তে শোষণের শিকার হচ্ছে দালালদের খপ্পরে পড়ে। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা দীর্ঘ আড়াই ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় ফিরে এলাম। ফেরার পথে রাতের জাঁকজমকপূর্ণ ত্বায়েফ শহর এবং রাস্তা থেকে নিচের পৃথিবীর চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা আমাদেরকে বারবার বিমোহিত হওয়ার উপলক্ষ্য এনে দিল।

১৬.

পরদিন বিশ্রাম নিয়ে ২৮শে আগস্ট মঙ্গলবার সকালে আমরা মক্কা শহর ভ্রমণে বের হ'লাম। একজন ভদ্র ও জাননেওয়ালা তরুণ বাঙালী ড্রাইভার পাওয়ায় বেশ সুবিধা হ'ল। প্রথমেই গেলাম আরাফাহ ময়দানে অবস্থিত রাসূল (ছাঃ)-এর বিদায় হজ্জের খুৎবা প্রদানের স্থল জাবালে রহমতে। এখন খুৎবা হয় মসজিদে নামিরাহ থেকে। হজ্জের সময় এই পাহাড় দেখার সুযোগ পাইনি। এখানে বহু মানুষের আনাগোনা দেখা গেল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে যে পিলার রয়েছে সেখানে সরকারীভাবে নানাভাষায় এই স্থানকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মানুষকে সেখানে নফল ছালাত আদায় করতে দেখা গেল। উপর থেকে গোটা আরাফাহ ময়দান নযরে আসে। হজ্জের পর ইতিমধ্যেই তাঁবুগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। পরে সেখান থেকে মসজিদে নামিরা, মুযদালিফা ময়দান, মসজিদ মাশ'আরুল হারাম, মাসজিদুল খায়েফ এবং মিনা ময়দান অতিক্রম করে আবার আমরা মক্কার দিকে ফিরে এলাম। মাত্র ক'দিন পূর্বেই লক্ষ লক্ষ মানুষের পদভারে প্রকম্পিত হওয়া এই স্থানগুলি এখন খাঁ খাঁ করছে। এভাবেই পড়ে থাকবে বছরব্যাপী। পরবর্তী হজ্জ মওসুমের আগ পর্যন্ত। মক্কা শহরে ফিরে আমরা জাবালে নূরে অবস্থিত হেরা গুহা, গারে ছওর দেখলাম। যদিও দুপুরের রোদে উপরে ওঠা হয়নি। সবশেষে তানঈমে অবস্থিত মসজিদে আয়েশা এবং মাসজিদুল জিন দেখার পর হোটেলে ফিরে এলাম।

এদিন বিকেলে হিলটন হোটেল সংলগ্ন আবুবকর মসজিদে এসে দেখা করলেন মাগুরার হাসান ভাই। ইতিপূর্বে 'আন্দোলন'-এর মক্কা শাখার দায়িত্বশীল ছিলেন এবং আত-তাহরীকের এজেন্ট ছিলেন। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ তিনি এই হোটেলে কর্মরত আছেন। তিনি আমাদেরকে হিলটন ৩৪ তলা হোটেলের ২০ তলায় হোটেল মালিকের জন্য সংরক্ষিত এ্যাপার্টমেন্ট পরিদর্শনে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে কা'বা গৃহসহ মাসজিদে হারামের পূর্ণ চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে নযরে আসে। রাতে তিনি আমাদের মেহমানদারীও করলেন। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। তার মুখেই শুনলাম এই হোটেল মালিক ফাক্বীহ গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান বিন আব্দুল ক্বাদের ফাক্বীহ (জন্ম : ১৯২৫ খৃঃ) ছিলেন সামান্য একজন মুরগী বিক্রেতা। ১৯৬৩ সালে সউদী আরবে সর্বপ্রথম বিশেষায়িত পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপনের মাধ্যমে তার উত্থান ঘটে। বর্তমানে তিনি এই ব্যবসার মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক এবং বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। আজও পর্যন্ত একক মালিকানায় এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পোল্ট্রি ফার্ম। এই খামারের বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে শতভাগ প্রাকৃতিক খাবার দ্বারা মুরগী পালন করা হয়।

১৭.

২৯শে আগস্ট বুধবার ফজরের পর হোটেলে এলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত করাচী প্রবাসী নূরুল ইসলাম ভাই (বাগেরহাট)। দুপুরে দু'জন সাথী নিয়ে আব্দুল মান্নান চাচা (সাতক্ষীরা) এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাঙালী খাবার আলুভর্তা, বেগুনভর্তা, করলা ও ডিম ভর্তা এবং খাসীর গোশত ও মোটা চাউলের ভাত। ওনাদের বিদায় দিয়ে দুপুরের পর আমরা জেদ্দা রওয়ানা হ'লাম। সেখানে সাইফুল ইসলাম ভাই আমাদেরকে রিসিভ করলেন, যিনি রিয়াদে 'আন্দোলন'-এর একজন দায়িত্বশীল ছিলেন। সম্প্রতি জেদ্দায় এসেছেন। কিছু

www.at-tahreek.com

কেনাকাটা সেরে সাইফুল ভাইয়ের গাড়িসহ অপর একটি গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হলাম লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত ভাসমান মসজিদ আর-রহমাহ-এর উদ্দেশ্যে। এটি ইন্দোনেশিয়ান মসজিদ নামেও পরিচিত। জেদ্দা ডাউনটাউন থেকে দূরত্ব প্রায় ৩০ কি.মি.। ট্রাফিক জ্যাম পেরিয়ে ঘন্টাখানেক লাগল পৌঁছতে। মাগরিবের ছালাত আদায় করে লোহিত সাগরের পানিতে পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ কাটালাম। সেখান থেকে সমুদ্র তীরে নির্মিত অসংখ্য পার্ক অতিক্রম করে কিং ফাহদ ফোয়ারার নিকটবর্তী একটি পার্কে এলাম। এটি বিশ্বের উচ্চতম ফোয়ারা হিসাবে স্বীকৃত। উচ্চতায় প্রায় ৩০০ মিটার এবং ঘন্টায় ৩৭৫ কি.মি. গতিতে পানি উৎক্ষিপ্ত হয় সপ্তমীর বাঁকা চাঁদের মত। সাইফুল ভাই সাড়ে চার কেজি ওযনের 'বাইত' নামক একটি সামুদ্রিক মাছ ফ্রাই করে নিয়ে আসলেন। ড্রাইভার সহ আমরা ৮জন পার্কের সবুজ ঘাসের বিছানায় বসে রাতের আকাশে শ্বেত-শুভ্র ফোয়ারার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সেই মাছের ফ্রাই দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম তৃপ্তির সাথে। তারপর বালাদ মার্কেট থেকে আরও কিছু কেনাকাটা শেষে মক্কায় ফিরে এলাম রাত সোয়া ১-টায়। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হ'লেও সাইফুল ভাইয়ের আন্তরিকতা ও মেহমানদারীতে সফরটা অনেক প্রাণবন্ত ও আনন্দমুখর হ'ল। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন!

পরদিন ৩০শে আগস্ট রাতে আবুবকর মসজিদে এশার ছালাত আদায় করে বের হওয়ার মুখে হারাম চত্বরে দেখা হয় ঢাকার সোবহানবাগ মসজিদের খতীব মাওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং উম্মুল কুরায় অধ্যয়নরত তার ছোটভাইয়ের সাথে এবং লণ্ডন প্রবাসী পিস টিভির আলোচক ড. আবুল কালাম আযাদ (যশোর), ফুরফুরা পীর ছাহেবের ছোট ছেলে প্রমুখের সাথে। তাঁদের সাথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে কথা হ'ল। আব্বার সাথে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করলেন। ড. আযাদ জানালেন ১৯৯৯ সালে তিনি একবার নওদাপাড়া মারকাযে এসেছিলেন দারুল ইহসান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আযহারী শিক্ষক ড. সাফতীকে নিয়ে। আমার মনে পড়ল সে সময় তাঁদের বিদায়দানকালে আমি মাইক্রোতে ছিলাম এবং তাঁদেরকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম। অনেকদিন পর তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে ভাল লাগল।

১৮.

৩১শে আগস্ট শুক্রবার সকালে রিয়াদ থেকে সংগঠনের ২০জন কর্মী এলেন আব্বার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আমাদের রিয়াদের প্রোগ্রাম বাতিল হওয়ার পর তাঁরা মক্কায় আসার সিদ্ধান্ত নেন। 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই, আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ বিবিধ কারণে আসতে পারেননি। তাঁদের সাথে ফোনে কথা হ'ল। আবুবকর মসজিদেই বাদ আছর আমরা একত্রিত হলাম। উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখা সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব কাযী রিয়াযুল ইসলাম (মধু), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, দফতর সম্পাদক এমরান মোল্লা, মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের উপদেষ্টা কালামুল ইসলাম, সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বাছীর (ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতীন-এর পুত্র), সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম প্রমুখ। এছাড়াও রিয়াদের বিভিন্ন শাখা সভাপতি ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। আলমগীর ভাই এবং জেদ্দার সাইফুল ইসলাম ভাইও এসেছিলেন। আব্বা তাঁদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ নছীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। নানা বিষয়ে পরামর্শ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান হ'ল। আলহামদুলিল্লাহ খুব আনন্দঘন পরিবেশে তাৎপর্যপূর্ণ এই সাংগঠনিক বৈঠকটি সমাপ্ত হ'ল। রাতেই তাঁরা রিয়াদ ফিরে গেলেন।

পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর কেনাকাটা ইত্যাদি বিদায়ের প্রস্তুতিতে শেষ হ'ল। ২রা সেপ্টেম্বর বিদায়ী তাওয়াফ শেষে সন্ধ্যার পর আমরা জেদ্দা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পৌঁছলাম রাত ১০-টার দিকে। অতঃপর সেখান থেকে ভোর সোয়া ৫-টার ফ্লাইটে আব্বারা রওয়ানা হলেন আবুধাবী হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে। আমি, নাজীব ও হারূন চাচা মক্কায় ফিরে এলাম ফজরের সময়।

১৯.

আব্বা বিদায় নেওয়ার পর আমরা মক্কায় আরও ৪দিন অবস্থান করলাম। মাঝে একদিন বাগেরহাটের মাওলানা রূহুল আমীনের পরামর্শে সন্ধ্যার পর হেরা গুহায় আরোহণ করলাম। প্রায় ৭০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই গুহায় আরোহণ করতে দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রে অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু রাতের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ঘন্টাখানিকের মধ্যে গুহামুখে পৌঁছে গেলাম। ভিড়ও ছিল খুব কম। ফলে আরও ঘন্টাখানেক সেখানে অবস্থান করার সুযোগ পাওয়া গেল। হারূণ চাচা এতবার আসা সত্ত্বেও আজ প্রথম এই গুহায় উঠলেন। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কানে কেবলই বেজে যাচ্ছিল 'ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব'–কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫টি আয়াত। দু'চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই স্থান যেখানে জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বুকে চেপে ধরেছিলেন। অন্তর থেকে অনুভবের চেষ্টা করছিলাম সেই মুহূর্তটির কথা, আর সেই দিনগুলির কথা যখন রাসূল (ছাঃ) দিনের পর দিন এই নির্জন গুহায় অতিবাহিত করতেন।

কালো পাহাড়ের সারির মধ্যে অন্তর্ভেদী আলোয় ঝলমলে রাতের মক্কা অপরূপ সৌন্দর্যে সুশোভিত। রাত ১০-টার দিকে হেরা গুহা থেকে মক্কায় ফিরে আমরা নাক্কাসা বাযার তথা বাঙালী বাযারে গেলাম। এই বাযারে অবশ্য অধিকাংশই রোহিঙ্গা। শাক-সব্জি-মাছ থেকে এমন কোন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। দামে সস্তা। এখানে মুরগীর 'ফাহাম' খাওয়ার জন্য হারূণ চাচা এক দোকানে নিয়ে গেলেন। যা এত সুস্বাদু লাগল যে, পরবর্তীতে কখনও আসার সুযোগ হ'লে এখানকার 'ফাহাম' খাওয়ার নিয়ত করে ফেললাম।

২০.

৭ই সেপ্টেম্বর হারামে জুম'আর ছালাত আদায়ের পর বিকেলে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম একটি প্রাইভেট কারে।

Contents

আমাদের সহযাত্রী হ'লেন আল-বারাকা হজ্জ কাফেলার পরিচালক আফযাল হোসাইন। যাওয়ার পথেই তার সাথে পরিচয়। সাড়ে চার ঘন্টা পর মদীনায় নেমে হারূণ চাচার বুক করা হোটেলে গেলাম। সেখান থেকে রাতেই আল-ক্বাছীমগামী একটি প্রাইভেট কার ভাড়া করা হ'ল। হারূণ চাচা আমাদের সাথী হ'লেন। সাড়ে চারশত কি.মি. পথ অতিক্রম করে ফজরের ছালাতের সময় আমরা ক্বাছীমের আল-খাবরা উপশহরে পৌঁছলাম। 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখা সহ-সভাপতি এবং পিস টিভির আলোচক শায়খ আখতার মাদানীর বাসায় আমন্ত্রণ ছিল হজ্জের পূর্বেই। তাঁর শ্বশুর এবং 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য হাজী আব্দুর রহমান চাচাও বাসায় উপস্থিত ছিলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম আমরা। দুপুরে বাসায় খানাদানার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এলেন আল-খাবরা 'আন্দোলন'-এর কয়েকজন সাথীভাই। হরেক পদের বাঙালী খাবার সবাই অত্যন্ত তৃপ্তিভরে খেলাম।

আছরের ছালাতের পর হাফেয আখতার মাদানী আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর কর্মস্থলে। আলহামদুলিল্লাহ খুব সুনামের সাথে কাজ করছেন তিনি। স্থানীয় বাঙালী ভাইগণ একবাক্যে তাঁর অন্তঃপ্রাণ ভক্ত। অত্র অঞ্চলে সালাফী দাওয়াতের প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কেবল অত্র অঞ্চলে নয়, বরং সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে সঊদী আরবের বিভিন্ন শহরে তিনি নিয়মিত সফর করেন। তাঁর কর্মস্থল ঘুরে দেখার পর আমরা আল-খাবরা শহর দেখতে বের হ'লাম। খুবই সুসজ্জিত ও ছিমছাম শহর আল-খাবরা। জনসংখ্যা কম বলে শহুরে ব্যস্ততা নেই। আবহাওয়া শুষ্ক। প্রচণ্ড গরম। তবুও গ্রীনহাউজের মাধ্যমে প্রচুর শাক-সব্জি, ফলমূলের উৎপাদন হয়। উন্মুক্ত ভূমিতেও সেচের ব্যবস্থা করে ফসল ফলানো হচ্ছে। সেচের জন্য দূর থেকে পানি এনে বিরাট জলাধার তৈরী করা হয়েছে। যেখানে আমাদের কক্সবাজারের ভাই আব্দুল্লাহ প্রচুর মাছ চাষ করেছেন। জলাধারের পার্শ্ববর্তী একটি খেজুর বাগানে ঢুকে আমরা পরিপক্ক, অর্ধ-পক্ক খেজুরের স্বাদ গ্রহণ করলাম। পার্শ্বেই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। গাড়ি চালিয়ে ভেতরে যেতেই এক বিরাট উটের পাল এগিয়ে আসতে দেখা গেল। দু'জন নিগ্রো রাখাল মরুভূমিতে উট চরিয়ে বাথানে ফেরত আসছে। আমরা তাদের সাথে কথা বললাম। ফেরার পথে একটি গরুর খামারে প্রবেশ করলাম। আব্দুল্লাহ ভাই এখানে ইলেক্ট্রিশিয়ান হিসাবে চাকুরী করেন। আধুনিক পদ্ধতিতে শত শত গরু এখানে পালিত হচ্ছে। প্যাকেটজাত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য তৈরীর কারখানা রয়েছে খামারের সাথেই।

তবে সবচেয়ে ভাল লাগল প্রাচীন সঊদী আরবের একটি গ্রাম যার ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে জাদুঘরের মত করে। এই গ্রামে রয়েছে সাড়ে তিনশ'র মত মাটি ও গাছের খুঁটি দিয়ে নির্মিত বাড়ীঘর। রয়েছে সেই আমলের দোকানও। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে এখানে বিরাট মেলা বসে। সঊদীরা এখানে এসে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করেন।

আল-খাবরা শহর পরিদর্শন শেষে এশার ছালাতের পর আমরা আল-খাবরা শাখা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠকে অংশগ্রহণ করলাম। বৈঠকে আখ-খাবরা দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বুরায়দা, উনায়যা প্রভৃতি শহর থেকে জনা তিরিশেক দায়িত্বশীল ও কর্মীভাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের আগ্রহ-উদ্দীপনা, শত ব্যস্ততার মাঝেও দাওয়াতী কাজে সময় দানের কারগুযারী আমাদের অভিভূত করল। জীবনে তারা মাদ্রাসার বারান্দায় পা দেননি। কিন্তু এই প্রবাসে সংগঠনই তাদের জন্য মাদ্রাসা হিসাবে কাজ করছে। তাদেরকে মানুষের সামনে সাবলীল ও সুশৃংখলভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি শিখিয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। অনেকেই কথাগুলো আবেগময় ভাষায় ব্যক্ত করলেন। প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক শেষে একসাথে রাতের খানা সেরে আমরা ফিরে এলাম।

পরদিন কিছু ভাই উনায়যাতে আমন্ত্রণ জানালেও মদীনাতে হারূণ চাচার কিছু কাজ পড়ে যাওয়ায় দুপুরের খাওয়া শেষে বের হ'তে হ'ল। হাফেয আখতার মাদানীর উষ্ণ আতিথেয়তা ও আন্তরিক সাহচর্যে সত্যিই স্মরণীয় দু'টো দিন কাটল আল-ক্বাছীমে *আলহামদুলিল্লাহ*। তাঁর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। রাত ৮টা নাগাদ আমরা মদীনায় ফিরে এলাম।

পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার বাংলাদেশ বিমানের টিকেট এগিয়ে নিতে অফিসে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ কোন সমস্যা ও বাড়তি ফী ছাড়াই আট দিন এগিয়ে ২০ তারিখের বদলে ১২ই সেপ্টেম্বর রাতে জেদ্দা থেকে ফ্লাইট নির্ধারিত হ'ল।

১১ই সেপ্টেম্বর সারাদিন কেনাকাটার মধ্যেই গেল। সন্ধ্যায় মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং মারকাযের সাবেক ছাত্র আছিফ রেযা, আকমাল ও আব্দুল্লাহ আল-মামূন এলে তাদের সাথেই বাযারে গেলাম। পরে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মীযানুর রহমানও এল। তার কাছে জানলাম মসজিদে নববীর লাইব্রেরীতে আব্বার বইগুলো দেয়া হয়েছে। পরে সেগুলো এন্ট্রি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত লাইব্রেরীর বিদেশী ভাষা বিভাগে বাংলায় আব্বার অনূদিত 'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব' বইটি আগেই ছিল। এবারে যোগ হ'ল থিসিস, নবীদের কাহিনী-১,২,৩, তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা ইত্যাদি।

সব প্রস্তুতি শেষে ১২ই সেপ্টেম্বর বিকালে আমরা জেদ্দা রওয়ানা হলাম। ফ্লাইট ছাড়ল সঊদী সময় ভোর ৫টায়। অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় সকাল ৮-টায়। ঢাকায় এসে নামলাম বেলা ২-টার দিকে। বিমানবন্দরে মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, হুমায়ূন কবীর, রবীউল ইসলাম, এনামুল্লাহ প্রমুখ সংগঠনের ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সহযোগিতায় রাত ৯টার কোচে রওয়ানা হয়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভোরে রাজশাহী পৌঁছলাম। এভাবেই শেষ হ'ল প্রায় মাসাধিককালের স্মৃতিময় হজ্জ সফর। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। আল্লাহ আমাদের সকলের হজ্জ কবুল করুন- আমীন!

www.at-tahreek.com

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

২৪. অধিক বাজার সৃষ্টি হওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল যেখানে-সেখানে বাজার সৃষ্টি হওয়া। ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে দোকান থাকবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ. قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ : الْقَتْلُ، 'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না ফিৎনা প্রকাশ পাবে, মিথ্যাচার বৃদ্ধি পাবে, ঘনঘন বাজার সৃষ্টি হবে, সময় সংকুচিত হবে এবং হারজ বা হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল হারজ কি? তিনি বললেন, খুনখারাবী'।[১] এক্ষণে বাজার ঘনঘন হওয়ার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যেখানে সেখানে বাজার সৃষ্টি হবে। এর আরেকটি অর্থ হ'তে পারে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন-লাইন মার্কেটের ব্যাপক উন্নতি। অর্থাৎ পূর্বে বাজারে যেতে যেখানে এক বেলা সময় লাগত, সেখানে এক ঘণ্টায় চলে যাওয়া যায়। আবার বাড়িতে বসে থেকে অন-লাইন বা অফ-লাইনে অর্ডার দিলে অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে পণ্য চলে আসে। তাছাড়া বাড়িতে বসে থেকে বাজারের সকল পণ্যের পরিচয় ও মূল্য জানা যায়। অতএব বলা যায়, যেমন ঘনঘন বাজার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে'।[২]

২৫. সময়-কাল সংক্ষিপ্ত হওয়া : ক্বিয়ামতের আলামত সময় দ্রুত চলে যাওয়া। সকাল হ'তে না হ'তেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা। অথবা সারাদিন কাজকর্ম করে কাজে বরকত না হওয়া। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ : الْقَتْلُ الْقَتْلُ– 'সময় নিকটতর হ'তে থাকবে, আর আমল কমে যেতে থাকবে, কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, ফিৎনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ ব্যাপকতর হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'হারজ' কি? তিনি বললেন, হত্যা, হত্যা'।[৩] সময় সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ–

'যামানা পরস্পর নিকটবর্তী (সংকীর্ণ) না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন এক বছর হবে এক মাসের মত, এক মাস হবে এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ হবে এক দিনের মত, এক দিন হবে এক ঘণ্টার মত এবং এক ঘণ্টা হবে আগুনের একটি স্ফুলিংগের মত'।[৪]

এখানে সময় সংকীর্ণ হওয়ার বিষয়টি দু'ভাবে হ'তে পারে। এক. অর্থগত দৃষ্টিতে সময় নিকটবর্তী হওয়া, দুই. অনুভবগতভাবে নিকটবর্তী হওয়া। এক্ষণে অর্থগত দৃষ্টিতে সময় নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম নববী কাযী ইয়ায ও অন্যান্যদের সূত্র ধরে বলেন, সময় সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ সময়ে বরকত কমে যাওয়া। পূর্ববর্তী লোকেরা (দ্বীনী বিষয়ে) যে কাজ এক ঘণ্টায় সেরে ফেলত পরবর্তীগণ কয়েক ঘণ্টায়ও তা পারবে না।[৫] হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, সত্য হ'ল এর দ্বারা উদ্দেশ্য সবকিছু থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া, এমনকি সময় থেকেও। আর এটি ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত'।[৬] তিনি আরো বলেন, আমরা দ্রুত সময় পার হওয়ার বিষয়টি অনুভব করছি। অথচ পূর্বের যুগে এমনটি ছিল না'।[৭]

এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং দ্রুতগামী বিমান ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি হয়ে যাবে। কেউ কাউকে দূরে ভাববে না। এর অর্থ বাহ্যিক সংকোচন হ'তে পারে। হ'তে পারে শেষ যামানায় আল্লাহ পাক সময়কে দ্রুত করে দেবেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দিবস দীর্ঘ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে সংকীর্ণ করতে পারেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহা ক্ষমতাবান। কারণ দাজ্জালের আবির্ভাবকালে প্রথম তিনদিন এরকমই হবে। প্রথম দিনটি এক বৎসরের ন্যায়, দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের ন্যায় এবং তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। তদ্রূপ আল্লাহ চাইলে দিবসকে সংকীর্ণও করতে পারেন। কেউ কেউ এখানে মানুষের আয়ু হ্রাস পাওয়াও উদ্দেশ্য করেছেন।

শায়খ বিন বায (রহঃ) ফাৎহুল বারীর পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি আধুনিক সড়ক, পরিবহণ ও বিমান আবিষ্কারের ফলে দূর দূরান্তের শহরগুলি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। যাতায়াত ও ভ্রমণের জন্য এখন আর পূর্বের মত অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায়। হাদীছে কাছাকাছি হওয়ার অর্থ এভাবেই করা যেতে পারে'।[৮] অনুভূতিগতভাবে সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ হ'ল, সত্যিকারে দিন-রাত ছোট হয়ে যাওয়া। সুয়ূতী বলেন, ক্বিয়ামত ঘনিয়ে আসলে দিন-রাতের সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে।[৯] বর্তমানে বরকত কমে যাওয়া,

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *আহমাদ হা/১০৭৩৫; ইবনু হিব্বান হা/৬৭১৮; ছহীহাহ হা/২৭৭২।*
২. *হামূদ বিন আব্দুল্লাহ তুওয়াইজেরী, ইত্তিহাফুল জামা'আত ২/১৯৫-১৯৬।*
৩. *বুখারী হা/৭০৬১; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৩৮৯।*
৪. *তিরমিযী হা/২৩৩২; মিশকাত হা/৫৪৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৪২২।*
৫. *ফাৎহুল বারী ১৩/১৬।*
৬. *ঐ।*
৭. *ঐ।*
৮. *তা'লীক ফাৎহিল বারী ২৫/৫২২ পৃঃ।*
৯. *আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ১/৪৪ পৃঃ।*

Contents

যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতি ও বাস্তবে সময় সংকীর্ণ হওয়া সবগুলোই ঘটেছে।

২৬. মানুষকে প্রহারকারী লোকদের আবির্ভাব হওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে- যালেম শাসকদের আবির্ভাব। যাদের সৈন্যরা সাধারণ মানুষকে চাবুক দ্বারা নির্যাতন করবে। এই আলামতটি বহুকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِى غَضَبِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِى سَخَطِ اللهِ 'অচিরেই দীর্ঘ হায়াত পেলে তুমি দেখতে পাবে এমন এক কওম, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। তাদের সকাল হবে আল্লাহ্‌র গযবের মধ্যে এবং তাদের সন্ধ্যা হবে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির মধ্যে'।[১০] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا-

'জাহান্নামীদের মধ্যে দু'টি এমন দল হবে যাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা লোকেদেরকে মারধর করবে। আর দ্বিতীয় দলটি হবে ঐ সমস্ত মহিলারা, যারা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গের ন্যায় দেখা যাবে এবং তারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে, নিজেরাও পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ দূর-দূরান্ত হ'তে পাওয়া যাবে'।[১১] ইমাম কুরতুবী বলেন, এই নিন্দিত আচরণগুলো উম্মতের মাঝে ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করেছে। বিশেষ করে বাহরিয়ারা ক্ষমতা লাভের পর মিসরের ঘরে ঘরে তারা চাবুক ও লাঠি দ্বারা অন্যায়ভাবে লোকদের পিটায়। যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন।[১২]

২৭. বাদ্যযন্ত্র ও গান বাজনার বিস্তৃতি লাভ : বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনার প্রসার লাভ ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। বর্তমানে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করার পর গান-বাজনা ও নৃত্য শুরু হয়। মুসলমানদের মাঝে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে, যা ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার বড় প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِى الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোন অভাব নিয়ে ফকীর আসলে তারা বলবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিবেন। পর্বতটি ধ্বসিয়ে দিবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।[১৩] অন্যত্র তিনি বলেন,

يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمُسْلِمِينَ هُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَيَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ قِيلَ : فَمَا بَالُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ، وَالدُّفُوفَ، وَشَرِبُوا هَذِهِ الأَشْرِبَةَ، فَيَأْتُوا عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهْوِهِمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا-

'শেষ যামানায় আমার উম্মতের কিছু লোককে বানর ও শূকরে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি মুসলমান হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তারা ছিয়াম পালন করবে এবং ছালাত আদায় করবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল তাদের কি অপরাধ হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, তারা বাদ্যযন্ত্র, নর্তকী ও ঢোল-তবলাকে ধারণ করবে ও তারা এই মদ্য পান করবে। অতঃপর তারা মদ্যপান ও খেল-তামাশা অবস্থায় আসবে। আর সকাল করবে আকৃতি বিকৃত অবস্থায়'।[১৪] তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلاَلِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ-

'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! আমার উম্মতের একদল মানুষ রাত্রী যাপন করবে অনিষ্টতা, অহংকার ও খেল-তামাসার উপর। অথচ তারা হারামকে হালাল, গান-বাজনায় মত্ত, মদ্যপান, সূদ ভক্ষণ ও রেশমের কাপড় পরিধান করা

১০. *মুসলিম হা/২৮৫৭; আহমাদ হা/৮০৫৯; মিশকাত হা/৩৫২৩।*
১১. *মুসলিম হা/২১১৮; মিশকাত হা/৩৫২৪; ছহীহাহ হা/১৩২৬।*
১২. *তাফসীরে কুরতুবী ১৩/১২৪ পৃঃ।*
১৩. *বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩; ছহীহাহ হা/৯১।*
১৪. *ইত্তিহাফ হা/৭৫৪৮; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১১৯।*

www.at-tahreek.com

হালাল মনে করার অপরাধে সকাল করবে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে'।[১৫] তিনি আরো বলেন, لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ، وَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، 'অবশ্যই এই উম্মতের একটি দল রাত অতিবাহিত করবে খাদ্য, পানীয় ও খেল-তামাসায় মত্ত হয়ে। তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত অবস্থায় সকাল করবে'।[১৬]

২৮. গানের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা : গানের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা ক্বিয়ামতের আলামত। সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। তবে গানের সুরে তিলাওয়াত করা পাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، 'তোমরা কুরআনকে তোমাদের মধুর সুরে সুন্দর করে পড়বে। কারণ সুমিষ্ট স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায়'।[১৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ، 'মহান আল্লাহ এতটা খুশি হন না যতটা খুশি হন সুকণ্ঠের অধিকারী কোন নবীর প্রতি, যিনি সুললিত কণ্ঠে ও সশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন'।[১৮] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ 'যে ব্যক্তি (তারতীল সহকারে) সুর করে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৯] কিন্তু কুরআন গানের সুরে তিলাওয়াত করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوْا بِالْمَوْتِ سِتًّا، إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْوًا وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافٌ بِالدَّمِ، يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَهُ لِيُغَنِّيَهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا. 'ছয়টি বিষয় আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ১. মূর্খদের নেতৃত্ব, ২. অধিকহারে পুলিশ নিয়োগ, ৩. বিচারের ফায়ছালা ক্রয়-বিক্রয়, ৪. রক্তপাতকে হালকা মনে করা, ৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও ৬. বাদ্যযন্ত্রের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা, গানের সুরে তিলাওয়াতের জন্য তাদের প্রাধান্য দেওয়া যদিও তারা জ্ঞানে স্বল্প'।[২০] উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদকে সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা শারী'আতের নির্দেশ। কুরআনকে সুর দিয়ে পড়লে আরো সুন্দর হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সুমধুর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর তা নিষিদ্ধ নয়, কেননা সৌন্দর্য বর্ধক জিনিস সেই বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। ব্যাখ্যাকার আল-মানাবী (রহঃ) বলেন, আসলে উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা তারতীল সহ কুরআন তিলাওয়াতের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[২১] যেমন আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। অর্থাৎ কুরআন তাজবীদসহ সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত কর। কালামুল্লাহকে সুর করে পড়লে মানুষ বিমোহিত হয়। একদা নবী (ছাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর তিলাওয়াত শুনে বললেন, لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ 'তোমাকে দাঊদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর দেওয়া হয়েছে'।[২২]

২৯. মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা : ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং লোকেরা এর ভিতর দিয়ে অন্যত্র যাতায়াত করবে। অথচ মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা ইসলামী শরী'আতে নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ 'তোমরা মসজিদকে ছালাত আদায় ও যিকির-আযকার ব্যতীত রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করবে না'।[২৩] মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা ক্বিয়ামতের আলামত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا، فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ– 'ক্বিয়ামতের আলামত হ'ল- নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা যাবে। তখন বলা হবে এটি দু'দিনের চাঁদ। আর মসজিদসমূহকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে'।[২৪] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي طُولِ الْمَسْجِدِ، وَعَرْضِهِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ– 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল- লোকেরা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড় মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে অথচ তাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না'।[২৫] তবে একান্ত প্রয়োজনে মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা যাবে।[২৬]

৩০. আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল, আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। ক্বিয়ামতের পূর্বে কোন রোগ-ব্যাধি বা কোন কারণ ছাড়াই মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, : مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا، فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ– 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল নতুন চাঁদ বড়

১৫. *আহমাদ হা/২২৮৪২; ছহীহুত তারগীব হা/১৮৬৪,২৩৭৭।*
১৬. *তাবারাণী ছাগীর হা/১৬৮; ছহীহাহ হা/১৬০৪।*
১৭. *আবূদাঊদ হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/২১৯৯, ২২০৮; ছহীহাহ হা/৭৭১।*
১৮. *মুসলিম হা/৭৯২; আবূদাঊদ হা/১৪৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৫২৫।*
১৯. *বুখারী হা/৭৫২৭; মিশকাত হা/২১৯৪।*
২০. *আহমাদ হা/১৬০৮৩; ছহীহাহ হা/৯৭৯; ছহীহুল জামে' হা/২৮১২।*
২১. *ফায়যুল কাদীর ৪/৬৮, ৪৫৭৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
২২. *বুখারী হা/৫০৪৮; মুসলিম হা/৭৯৩; মিশকাত হা/৬১৯৪।*
২৩. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩১; ছহীহাহ হা/১০০১; ছহীহুল জামে' হা/৭২১৫।*
২৪. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৯৩৭৬; মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৯; ছহীহাহ হা/২২৯২।*
২৫. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৩২৬ ছহীহাহ হা/৬৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৬।*
২৬. *ফাৎহুল বারী ১/৫৪৭।*

আকারে দেখাবে, তখন বলা হবে এটি দু'দিনের চাঁদ। আর মসজিদ সমূহকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে'।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, إن من أَمارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ. 'ক্বিয়ামতের আলামত হ'ল আকস্মিক মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া'।[২৮] তিনি আরো বলেন, مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْفَالِجُ، وَمَوْتُ الْفَجْأَةِ 'পক্ষাঘাত রোগের প্রসার ও আকস্মিক মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত'।[২৯]

উল্লেখ্য, হঠাৎ মৃত্যু ক্বিয়ামতের আলামত হ'লেও তা মুমিনদের জন্য অভিশাপ নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ– 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হঠাৎ মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি মুমিনদের জন্য আরামদায়ক আর পাপীদের জন্য গযবে গ্রেপ্তার স্বরূপ'।[৩০] আবু কাতাদা ইবনু রিবঈ (রাঃ) বলেন, مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, সে শান্তি লাভ করেছে এবং লোকেরাও তার নিকট থেকে শান্তি পেয়েছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ ও কষ্ট থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং পাপী বান্দার মন্দ হ'তে আল্লাহ্র বান্দা, গাছপালা ও জীবজন্তু স্বস্তি পায়'।[৩১]

৩১. উম্মতের মধ্যে শিরকের প্রকাশ ও তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া : শিরক একটি মহাপাপ, যা আল্লাহ তা'আলা তওবাহ ছাড়া ক্ষমা করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*। শিরক মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়া ক্বিয়ামতের আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ– 'ক্বিয়ামত আসবে না, যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তিপূজা করবে'।[৩২] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ. وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ– 'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব যুল-খালাছা মূর্তির চারপাশে আন্দোলিত হবে। যুল-খালাছা একটি মূর্তি ছিল, দাউস গোত্রীয় লোকেরা প্রাক-ইসলামী যুগে তাবালা নামক স্থানে এর পূজা করত'।[৩৩] তিনি আরো বলেন,

لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ (هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ–

'রাত দিন খতম হবে না, (ক্বিয়ামত হবে না) যতক্ষণ না লাত ও উযযা দেবতার পূজা (পুনরায় আরম্ভ) করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ)-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করে দেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করে না' *(ছফ ৬১/০৯)*। এ আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করছিলাম যে, এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। অতঃপর তিনি স্বচ্ছ বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে যাদের হৃদয়ে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তাদের প্রত্যেককেই তুলে নেওয়া হবে। অবশেষে যাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই তারাই কেবল বেঁচে থাকবে। তখন তারা পূর্ব পুরুষদের ধর্মে ফিরে যাবে'।[৩৪]

এই শিরক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, লোকেরা বুঝতেও পারবে না। নিজের অজান্তেই মানুষ এই মহাপাপে জড়িয়ে পড়বে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) জাতিকে সতর্ক করেছেন। মা'কেল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন,

انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخرَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى

২৭. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৯৩৭৬; মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৯; ছহীহাহ হা/২২৯২।*
২৮. *তাবারাণী আওসাত্ব ও ছগীর, ছহীহাহ হা/২২৯২।*
২৯. *ছহীহাহ হা/২২৯২।*
৩০. *আহমাদ হা/১৭৯৫৪; আবূদাঊদ হা/৩১১০; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৩১। হাদীছের প্রথমাংশকে আলবানী যঈফ বলেছেন। তবে মাওকূফ হিসাবে ছহীহ। তাছাড়া উক্ত অংশের সমর্থনে ছহীহ হাদীছ রয়েছে।*
৩১. *বুখারী হা/৬৫১২; মুসলিম হা/৯৫০; মিশকাত হা/১৬০৩।*
৩২. *হাকেম হা/৮৩৯০; আবূদাঊদ ৪২৫২; তিরমিযী হা/২২১৯; মিশকাত হা/৫৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৪১৮।*
৩৩. *বুখারী হা/৭১১৬; মুসলিম হা/২৯০৬; মিশকাত হা/৫৫১৮।*
৩৪. *মুসলিম হা/২৯০৭; ছহীহাহ হা/১।*

www.at-tahreek.com

Contents

شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟ قَالَ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ.

'আমি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তিনি বলেন, হে আবুবকর! নিশ্চয়ই শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবুবকর (রাঃ) বলেন, কারো আল্লাহ্‌র সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিব না, যা তুমি বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেন, তুমি বল, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ، 'হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই'।[৩৫]

৩২. মসজিদ চাকচিক্যময় করা ও তা নিয়ে গর্ব করা : মসজিদের সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করা ও এর কারুকার্য নিয়ে অহংকার করা ক্বিয়ামতের আলামত। এ কাজ এখন ব্যাপকহারে চলছে। রাসূল (ছাঃ) এসব করতে নিষেধ করেছেন এবং সে বিষয়ে জাতিকে সতর্ক করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المساجد 'রাসূল (ছাঃ) মসজিদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করতে নিষেধ করেছেন'।[৩৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى- 'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।[৩৭] আনাস (রাঃ) বলেন, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً، 'লোকদের নিকট এমন সময় আসবে যখন তারা মসজিদ নির্মাণ করবে। তারা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে'। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ، 'আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল বা হলুদ রঙ লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিৎনায় ফেলবে'।[৩৮] তাছাড়া মসজিদ অধিকহারে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা অপচয়ের শামিল, যা নিষিদ্ধ। মসজিদ চাকচিক্য করা মুসলমানদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ، 'যখন তোমরা মসজিদসমূহ চাকচিক্যময় করবে এবং তোমাদের কিতাবগুলোকে অলংকিত করবে তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে'।[৩৯] মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা ক্বিয়ামতের আলামত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ، 'ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গর্ব করে'।[৪০] অন্যত্র তিনি বলেন, مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ، 'মসজিদগুলো নিয়ে পরস্পরে গর্ব করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত'।[৪১]

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের স্থানকে যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাখতে কা'বা চত্বর থেকে সমস্ত মূর্তি ও ছবি অপসারণ করেছিলেন। মুসলিম উম্মাহ্‌র দুর্ভাগ্য হ'ল, তারা আজ সেই ছালাতের স্থানকে বিভিন্নরূপে ছালাতের অনুপযোগী করে তুলছে। পূর্বের মসজিদগুলো ছিল কাঁচা কিন্তু মানুষের ঈমান ছিল পাকা, হৃদয় ছিল তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে মসজিদগুলো অত্যাধুনিক টাইলস, গ্লাস, এসি, দামী পাথর ও কার্পেট দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, মুছল্লীর পোশাক ও মুছাল্লা হচ্ছে ঝকঝকে। কিন্তু দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ অন্তরটা হচ্ছে কলুষিত ও ক্লেদপূর্ণ। তাক্বওয়া ও ঈমানের পরিচর্যা না হয়ে চলছে কেবল বস্তুর পরিচর্যা এবং লৌকিকতার প্রতিযোগিতা। অতএব সর্বাগ্রে নিজের হৃদয়কে ঈমান ও তাক্বওয়ার আলো দ্বারা সজ্জিত করতে হবে, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে হবে।

৩৩. মূর্খ ও অজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করা : ক্বিয়ামতের পূর্বে সুশিক্ষার হার কমে যাবে। মূর্খদের দ্বারা সমাজ ভরে যাবে। আর এই ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সমাজের নেতৃত্ব দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَاالْجَهْلُ- 'ক্বিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড শুরু হবে। তখন ইলম বিলুপ্ত হবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে'।[৪২] নিকৃষ্ট মানুষেরা সমাজের নেতা হবে। রাসূল (ছাঃ)

৩৫. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; আহমাদ হা/১৯৬২২; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩১।
৩৬. ইবনু হিব্বান হা/১৬১৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৮১৬।
৩৭. আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/২৫৭।
৩৮. বুখারী হা/২/২৭০; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৬৩।
৩৯. ছহীহুল জামে' হা/৫৮৫; ছহীহাহ হা/১৩৫১।
৪০. আবূদাঊদ হা/৪৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৯; মিশকাত হা/৭১৯/ ছহীহুল জামে' হা/৭৪২১।
৪১. নাসাঈ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৭১৯; ছহীহু জামে' হা/৫৮৯৫।
৪২. বুখারী হা/৭০৬৬; আহমাদ হা/৪১৮৩।

www.at-tahreek.com

বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ– ‘যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না’।[৪৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنَ وَمِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ. وَقَالَ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ بْنِ لُكَعٍ ‘তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সত্তরের অধিক আয়ু প্রাপ্তি থেকে আশ্রয় চাও। আরো আশ্রয় চাও বালকদের নেতৃত্ব থেকে। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের সন্তান নিকৃষ্টরা এর নেতৃত্ব দিবে।[৪৪] তিনি আরো বলেন, لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعَ بْنَ لُكَعٍ ‘দিন ও রাতের পরিসমাপ্তি হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না’।[৪৫] তিনি আরো বলেন, يُوشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَتَيْنِ، ‘অতিসত্তর নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে বিজয়ী হবে। আর সে সময় দু’জন সম্মানী ব্যক্তির মধ্যে মুমিন ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ হবে’।[৪৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ–

‘মানুষের নিকট এমন প্রতারণাপূর্ণ যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে। জিজ্ঞেস করা হ’ল, রুওয়াইবেযাহ কি? তিনি বললেন, তুচ্ছ লোক কর্তৃক জনসাধারণের নেতৃত্ব দেওয়া’।[৪৭]

৩৪. মূর্খ লোকদের নেতৃত্ব দান : সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূর্খ লোকদের হাতে চলে যাওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। নবী করীম (ছাঃ) কা‘ব বিন উজরাকে বলেন,

أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ : مَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ: أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِى وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُمْ–

‘আমি তোমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মূর্খদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, মূর্খদের নেতৃত্ব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার পরে এমন কিছু লোক নেতৃত্বে আসবে, যারা আমার নির্দেশনা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না। আমার সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করবে না। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের অত্যাচারে সহায়তা করবে, এরা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই’।[৪৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْراً لَهُ، قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ سِتًّا إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْأً يَنْشَئُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَسَفْكَ الدَّمِ–

‘মুসলিম যতদিন বেঁচে থাকবে সেটিই তার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ছয়টি বিষয়ের আশঙ্কা করছি। মূর্খদের নেতৃত্ব, বিচার-ফায়ছালা ক্রয়-বিক্রয় করা, পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, নতুন কিছু সৃষ্টি হওয়া, কুরআনকে বাজনা হিসাবে গ্রহণ করা ও রক্ত প্রবাহিত করা’।[৪৯] তিনি আরো বলেন, مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْمُثْنَاةُ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ: وَمَا الْمُثْنَاةُ؟ قَالَ: مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ‘ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হ’লে খারাপ লোকদের মর্যাদা দেওয়া হবে, সৎলোকদের অপমান করা হবে, কথার ঝুরি হবে ও আমল কমে যাবে। লোকদের নিকট মুছান্নাত পাঠ করা হবে কিন্তু কেউ বাধা দিবে না। জিজ্ঞেস করা হ’ল মুছান্নাত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা যে বই লিখা হয়’।[৫০] তিনি আরো বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فِيهِ هُدِيتُمْ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَعَنْهُ تُسْأَلُونَ ‘এমন সময় তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, এর দ্বারাই তোমাদের হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারাই তোমরা রিযিক প্রাপ্ত হবে এবং এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে’।[৫১]

[চলবে]

---

৪৩. *তিরমিযী হা/২২০৯; আহমাদ হা/২৩৩৫১; মিশকাত হা/৫৩৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৪৩১।*
৪৪. *আহমাদ হা/১৫৮৬৯; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১১৯৬০।*
৪৫. *মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৬২৮; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১২৪৪৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৪৩১।*
৪৬. *আহমাদ হা/২৩৭০১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১২৪২৫; ছহীহাহ হা/১৫০৫।*
৪৭. *আহমাদ হা/৭৯১২; ইবনে মাজাহ হা/৪০৩৬; হাকেম হা/৮৪৩৯; ছহীহুল জামে হা/৩৬৫০।*
৪৮. *হাকেম হা/২৬৪; আহমাদ হা/১৪১৮১; ইবনু হিব্বান হা/৪৫১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৪২।*
৪৯. *আহমাদ হা/২৪০১৬; মু‘জামুল কাবীর হা/৬০; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৯০১; ছহীহাহ হা/৯৬৯।*
৫০. *৮৬৬০; ছহীহাহ হা/২৮২১।*
৫১. *শু‘আবুল ঈমান হা/৩৮৩৪; দারেমী হা/৪৭৬, সনদ জাইয়েদ।*

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(২য় কিস্তি)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠের শরী'আত অনুমোদিত সময় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি দিনে বা রাতে যে কোন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে পারে। এর ফলে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে ও অনেক অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকবে, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তবে ইসলামী শরী'আত কিছু কিছু সময় বা স্থানে দরূদ পাঠ করাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান নিম্নরূপ :

এক. ছালাতের মধ্যে

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠের অন্যতম সময় হ'ল ছালাতের মধ্যে। ছালাত অবস্থায় নিম্নোক্ত স্থানে দরূদ ও ছালাত পাঠ করতে হয়-

(১) তাশাহহুদের সময় :

প্রত্যেক মুছল্লী তাশাহহুদের মধ্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি সালাম প্রদান করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছালাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র প্রতি সালাম তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ নিজেই সালাম। বরং তোমরা বল,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

'যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। তোমরা যখন তা বলবে আসমান বা আসমান যমীনের মধ্যে আল্লাহ্র প্রত্যেক বান্দার নিকট তা পৌঁছে যাবে। (অতঃপর বলবে)-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'[১]

(২) প্রত্যেক ছালাতের তাশাহহুদের পরে :

প্রত্যেক ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ পড়তে হয়। নবী করীম (ছাঃ) নিজের উপর তাশাহহুদ ও তাশাহহুদের পরে দরূদ পাঠ করতেন এবং উম্মতদেরকে পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন।[২] ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মতে তাশাহহুদের পর দরূদ পড়া ওয়াজিব। আর ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (রহঃ)-এর মতে সুন্নাত।[৩] ফুযালাহ বিন ওবায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তির ছালাত আদায় করার সময় শুনলেন যে, সে দো'আ করল বটে কিন্তু আল্লাহ্র প্রশংসা করল না ও নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত (দরূদ) পাঠ করল না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, লোকটি তাড়াতাড়ি করছে। তারপর তিনি তাকে ডেকে বললেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْحِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ–

'যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করবে তখন সে প্রথমে আল্লাহ্র হাম্দ ও গুণগান পাঠ করবে, তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে সালাম (দরূদ) পাঠ করবে, তারপর স্বীয় পসন্দমত দো'আ পাঠ করবে'।[৪]

(৩) বিতর ছালাতের দো'আ :

হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন, বিতরের কুনূতে বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়েছেন,

اَللّٰهُمَّ اهدنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وصلّى الله على النبى–

'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর

** তুলাগাঁও, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।*

১. বুখারী হা/৮৩৫, ১২০২; মুসলিম হা/৪০২; তিরমিযী হা/২৮৯; নাসাঈ হা/১২৫২; আবূদাঊদ হা/৯৬৮; ইবনে মাজাহ হা/৮৯৯।

২. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), 'দরূদ পাঠ' অধ্যায়।

৩. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন ছালেহ আল-বাসসাম, তায়সীরুল আল্লাম শরহে উমদাতিল আহকাম (কুয়েত : জামইয়াতু ইহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ) ১/২৬৮।

৪. আবূদাঊদ হা/১৪১৮; তিরমিযী হা/৩৪৭৬; নাসাঈ হা/১২৮৪।

www.at-tahreek.com

উপরে রহমত বর্ষণ করুন'।[৫]

(৪) জানাযার ছালাতে :

জানাযার ছালাতের দ্বিতীয় তাকবীরের পরে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

জনৈক ছাহাবী বলেন, 'জানাযা ছালাতের সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল, ইমাম তাকবীর দিবে অতঃপর মনে মনে প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর ছালাত (দরূদ) পাঠ করবে।[৬]

দুই. খুৎবা বা বক্তৃতায় :

জুম'আর খুৎবাসহ অন্যান্য খুৎবায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসার সাথে সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে। জুম'আর খুৎবা প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, খুৎবায় হাম্‌দ, দরূদ ও নছীহত থাকা ওয়াজিব।[৭]

তিন. আযানের পরে :

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ-

'যখন তোমরা আযান দিতে শুন তখন তার পুনরাবৃত্তি কর যা মুওয়াযযিন বলে। তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওয়াসীলা' হ'ল জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য হ'তে শুধুমাত্র একজন লাভ কর পারবে। আর আমার আশা যে আমিই হব সেই ব্যক্তি। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলার দো'আ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে'।[৮]

৫. আবূদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪; নাসাঈ হা/১৭৪৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; মিশকাত হা/১২৭৩।
৬. ইমাম শাফেঈ কিতাবুল উম্ম ১/২৩৯-২৪০; বায়হাকী ৪/৩৯; গৃহীত : আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ১৫৫।
৭. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৯৬।
৮. মুসলিম হা/৩৮৪; আবূদাঊদ হা/৫২৩; নাসাঈ হা/৬৭৮; তিরমিযী হা/৩৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৭, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭।

চার. দো'আর সময় :

রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা দো'আ কবুলের পূর্বশর্ত। ফাযালাহ ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে ছালাতে দো'আ করতে শুনলেন। কিন্তু সে দো'আয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেনি এবং নবী (ছাঃ)-এর উপর দরূদও পাঠ করেনি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তাকে ডাকলেন এবং বললেন বা অন্য কাউকে বললেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে, তার পাক-পবিত্র প্রভুর হাম্‌দ ও ছানা দিয়েই তার শুরু করা উচিৎ। এরপর নবীর উপর দরূদ পড়া উচিৎ, তারপর নিজের ইচ্ছা মতো দো'আ করা'।[৯] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে,

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'নবী (ছাঃ) ও তার পরিবারবর্গের প্রতি দরূদ পেশ করা না হ'লে সমস্ত দো'আ কবুল হওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে'।[১০]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم

'আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে দো'আ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যতক্ষণ তুমি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে ওঠে না'।[১১]

পাঁচ. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় :

আবু হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে অতঃপর যেন বলে, اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দাও'। আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[১২]

৯. আবূদাঊদ হা/১৪৮১; তিরমিযী হা/৩৪৭৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০৪।
১০. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৭২১; আলবানী: ছহীহুল জামে' হা/৪৫২৩; সিলসিলা ছহীহা হা/২০৩৫; ছহীহ তারগীব হা/১৬৭৫।
১১. তিরমিযী হা/৪৮৬; সিলসিলা সহীহা হা/২০৫৩।
১২. মুসলিম হা/৭১৩; নাসাঈ হা/৭২৯; আবূদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২, আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।

ছয়. রাসূল (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারিত হলে :

কথা বলা ও লেখার সময় যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম আসবে তখনই দরূদ পাঠ করতে হবে। সাথে সাথে যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনবেন তারাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا-

‘যার নিকটে আমার নাম উচ্চারিত হবে তার উচিত আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা। কেননা যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করবেন’।[১৩] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْبَخِيْلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

‘সেই হচ্ছে কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়েনি’।[১৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মিম্বারে উঠলেন এবং তিনবার আমীন বললেন। আমীন বলার একটি কারণ হ’ল (ফেরেশতা বলছেন)-

مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِيْنَ-

‘যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হ’ল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না; এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাকে (স্বীয় রহমত হ’তে) দূরে সরিয়ে দিবেন। (তারপর বলা হল) আপনি আমীন বলুন। (রাসূল বললেন) অতঃপর আমি আমীন বললাম’।[১৫]

সাত. জুম‘আর দিনে :

আওস ইবন আওস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ . فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ-

‘তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিনটি হচ্ছে জুম‘আর দিন। এই দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই দিনই তাঁর রূহ কবয করা হয়েছিল, এই দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এই দিন তোমরা আমার ওপর বেশী করে দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। আওস ইবন আওস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে আমাদের দরূদগুলি পেশ করা হবে যখন আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নবী-রাসূলগণের দেহকে হারাম করে দিয়েছেন’।[১৬]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ وليلةَ الجمُعةِ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه عَشرًا

‘তোমরা জুম‘আর দিনে ও জুম‘আর রাতে আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কারণ যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন’।[১৭]

আট. ছাফা ও মারওয়ায় :

হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন কালে ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করার সময় ছাফা ও মারওয়ার উপরে উঠে দরূদ পাঠ করার প্রমাণ রয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

إِذَا قَدِمْتُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلُّوا عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ائْتُوا الصَّفَا، فَقُومُوا مِنْ حَيْثُ تَرَوْنَ الْبَيْتَ، فَكَبِّرُوا سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدٌ لِلَّهِ، وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ، وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِكَ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

‘যখন তোমরা (মক্কায়) আগমন করবে তখন সাতবার কা‘বাঘর তাওয়াফ করবে। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর ছাফার নিকটে আসবে এবং এমন জায়গায় দাঁড়াবে যেখান থেকে কাবাঘর দেখা যায়। অতঃপর সাতটি তাকবীর দিবে। তাকবীরের মাঝে মাঝে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে এবং নিজের জন্য যা ইচ্ছা চাইবে। তারপর মারওয়ায়ও এরূপ করবে’।[১৮]

নয়. যে কোন মজলিসে :

যে কোন ইসলামী মজলিসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ যরূরী। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

---

১৩. মুসনাদে তায়ালিসী হা/২২৩৬; ছহীহ তারগীব হা/১৬৫৭; আলবানী: ছহীহুল জামে‘ হা/৬২৪৬; তাবরানী, মু‘জামুল আওসাত ৫/১৬২; ৩/১৫৩।

১৪. তিরমিযী হা/৩৫৪৬; আহমাদ হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৯৩৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০৩।

১৫. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৩৮৭; আলবানী : ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫; তাবারানী হা/২০২২; জালাউল আফহাম, পৃঃ ৫১।

১৬. আবূদাঊদ হা/১০৪৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩৯৯, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

১৭. আল জামে‘ হা/১২০৯; বায়হাকী, সুনানে কুবরা ৩/২৪৯।

১৮. ফাযলুছ ছালাত আলান নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৭৩, হা/৮১।

Contents

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ

‘যে সমস্ত লোক কোন মজলিসে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা‘আলার যিকির করেনি এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদও পাঠ করেনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা‘আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।[১৯] আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক মজলিসে আল্লাহ্কে স্মরণ করা ও নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব’।[২০]

দশ. রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের সামনে :

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন,

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

‘আমি আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করতে দেখেছি। তারপর আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবরেও এরূপ করেছেন’।[২১] অন্য বর্ণনায় আছে,

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنَ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَى أَبِي، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ-

আমি ইবনে ওমরকে দেখেছি যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হৌক। আবু বকরের প্রতি সালাম, আমার পিতার প্রতি সালাম। অতঃপর তিনি দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন’।[২২]

[চলবে]

১৯. *তিরমিযী হা/৩৩৮০; ছহীহা হা/৭৪।*
২০. *ছহীহা হা/৭৪-এর আলোচনা দ্রঃ।*
২১. *ফাযলুছ ছালাত আলান নাবী (ছাঃ), হা/৯৮।*
২২. *ঐ, হা/৯৯।*

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ‘কাযী হজ্জ কাফেলা’ প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে ‘বায়তুল্লাহ্’র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা‘আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : ৫-৭ই জানুয়ারী’১৯-এর মধ্যে ডাইরেক্ট বিমানে ওমরা প্যাকেজ যাবে ইনশাআল্লাহ

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা

মার্চ ২০১৯-এর জন্য

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারী ২০১৯

নিয়মিত প্রকাশনার ২২ বছর << আত-তাহ্রীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহ্রীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহ্রীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

Contents

আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়?

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(৩য় কিস্তি)

যে সকল দো'আ ও যিকিরের মাধ্যমে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় :

বান্দার হৃদয়ের ফোয়ারা থেকে যখন কোন পবিত্র বাক্য ও কথা উৎসারিত হয়, তখন আল্লাহ সেটা তাঁর কাছে তুলে নেন। তিনি বলেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 'তাঁর দিকেই অধিরোহন করে পবিত্র বাক্য। আর সৎকর্ম তাকে উচ্চ করে' *(ফাতির ৩৫/১০)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এখানে 'পবিত্র বাক্য' বলতে আল্লাহ্র যিকির, তাসবীহ-তাহমীদ, কুরআন তিলাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যা নিয়ে ফেরেশতামণ্ডলী আকাশে আরোহন করেন এবং আল্লাহ তার ছওয়াব প্রদান করেন।[১] ইসলামী শরী'আতে কতিপয় দো'আ ও যিকিরের বিবরণ এসেছে, যার মাধ্যমে আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যা নিম্নরূপ :

১. কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ :

কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ (পবিত্র বাক্য) হ'ল لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম যিকির হ'ল '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' এবং সর্বোত্তম দো'আ হ'ল '*আল-হামদুলিল্লাহ*'।[২] আর যদি কেউ উক্ত বাক্যটি একনিষ্ঠতার সাথে পাঠ করে, তাহ'লে তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. 'কোন বান্দা একনিষ্ঠতার সাথে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' পাঠ করলে তার জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। ফলে সেই কালেমা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে'।[৩] একদা আবু যার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আল্লাহ্র রাসূল বললেন, إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا 'পাপ কাজ করার সাথে সাথেই সৎ আমল করবে, তাহ'লে এটা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে'। ছাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' বলা কি সৎ আমল'? তিনি বললেন, هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ 'এটা তো সর্বোৎকৃষ্ট সৎ আমল'।[৪]

২. চারটি প্রিয় বাক্য :

আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি। (১) سُبْحَانَ اللهِ 'সুবহা-নাল্লাহ' (২) اَلْحَمْدُ لِلَّهِ 'আল-হামদুলিল্লা-হ' (৩) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' (৪) اللهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবার'। এই চারটি কালেমার যে কোন একটি (আগ-পিছ করে) প্রথমে বললে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৫] অপর এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এই বাক্যগুলো এমনভাবে বান্দার পাপরাশি ঝরিয়ে ফেলে, যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে।[৬]

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ، وَتَحْمِيدِهِ، وَتَكْبِيرِهِ، وَتَهْلِيلِهِ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ؟.

'যারা 'সুবহা-নাল্লাহ', আল-হামদুলিল্লা-হ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা ইলা-হা ইল্লা-হ' বলে মহান আল্লাহ্র যিকির করে, তাদের পঠিত বাক্যগুলো আল্লাহর আরশের চারপাশে মৌমাছির মত প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং বাক্যগুলো পাঠকারীর নাম বলতে থাকে। তোমরা কি পসন্দ করো না যে, তোমাদের নাম আল্লাহ্র কাছে সর্বদা স্মরণ করা হোক?[৭] এই কালেমাগুলো আরশে পৌঁছে যাওয়া প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র প্রিয় এই চারটি বাক্য পাঠ করলে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। দরজা ছাড়া কোন কিছুই আকাশের সীমানা পার হ'তে পারে না। হাদীছের সোনালী পাতায় এই চারটি বাক্য আল্লাহ্র নিকট প্রিয় হওয়ার আরোও প্রমাণ মেলে নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ

---

* *ছাত্র, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *ফাৎহুল কাদীর ৪/৩৪১*
২. *তিরমিযী হা/ ৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/ ৩৮০০; মিশকাত হা/ ২৩০৬; সনদ হাসান।*
৩. *তিরমিযী হা/৩৫৯০; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৪৮; সনদ হাসান।*
৪. *আহমাদ হা/ ২১৪৮৭; ছহীহ তারগীব হা/ ৩১৬২; সনদ ছহীহ।*
৫. *মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪; সনদ ছহীহ।*
৬. *ছহীহ তারগীব হা/১৫৭০; সনদ হাসান।*
৭. *আহমাদ হা/ ১৮৩৬২; হাকেম হা/ ১৮৪১; সনদ ছহীহ।*

ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বাক্য থেকে চারটি বাক্য চয়ন করেছেন। ‘সুবহা-নাল্লাহ’, আল-হামদুলিল্লা-হ’, ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’। যে ব্যক্তি ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলবে তার জন্য ২০টি নেকী লেখা হবে এবং ২০টি গুনাহ মোচন করা হবে। যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, তার জন্য অনুরূপ। যে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ বলবে, তার জন্যও অনুরূপ ফযীলত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে অন্তর থেকে ‘আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন’ বলবে, তার জন্য ৩০টি নেকী লেখা হবে এবং ৩০টি পাপ মোচন করা হবে’।[৮] শুধু তাই নয়, সাথে সাথে প্রত্যেক বাক্যের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হবে।[৯] আর যে ব্যক্তি বিছানায় আশ্রয় নিয়ে বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। সুবহানাল্লা-হ, ওয়াল-হামদুলিল্লা-হ, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হূ, ওয়াল্লাহু আক্‌বার’ তাহলে তার সকল পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়’।[১০]

৩. ছালাত শুরু করার বিশেষ দো‘আ :

মুমিন বান্দা যখন ছালাত শুরু করে, তখন তিনি যেন এক অপার্থিব জগতে প্রবেশ করেন। তার হৃদয়ের সকল আকুতি মহান রবের দরবারে পেশ করে পরিতৃপ্ত হন। কারণ একমাত্র আল্লাহই তার ব্যথিত হৃদয়ের কথা শোনেন এবং অশ্রুসিক্ত চোখের ভাষা বুঝেন। তার রুকু-সিজদা সবকিছু আল্লাহর জন্যই সমর্পিত হয়। দুনিয়ার সকল চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে অবসর হয়ে তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে তিনি ছালাত শুরু করেন। তাকবীরে তাহরীমার পরে পঠিতব্য প্রায় ১২টি দো‘আর ব্যাপারে হাদীছে বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে কতিপয় দো‘আ রয়েছে, যা পাঠ করলে আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, ‘আমরা একদা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ কওমের এক ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমার পর বলে উঠল,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, এই কথাগুলো কে বলল? সবার মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি বলেছি। তখন তিনি বললেন, ‘কথাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কারণ কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল’।[১১] বার জন ফেরেশতা এর ছওয়াব আগে ভাগে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিল।[১২] আর এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, দরজা ছাড়া ফেরেশতারা আসমানে আরোহন করতে পারে না।

আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি দ্রুতগতিতে ক্লান্ত অবস্থায় মসজিদে (ছালাতে) উপস্থিত হয়ে বলল, الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই দো‘আটি পড়েছে? সে তো মন্দ কিছু বলেনি। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি ক্লান্ত অবস্থায় মসজিদে এসে এই দো‘আটি পড়েছি। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি দেখতে পেলাম বার জন ফেরেশতা এজন্য প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, কে সর্বাগ্রে দো‘আটি আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি বলেন, وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ ‘তোমাদের কেউ মসজিদে এলে সে যেন স্বাভাবিক গতিতে আসে। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু ছালাত পাবে ততটুকু আদায় করবে এবং ছালাতের ছুটে যাওয়া অংশটুকু (ইমামের সালাম ফেরার পর) একাকী আদায় করে নিবে’।[১৩]

৪. ক্বওমার দো‘আ :

রুকু থেকে উঠে সুস্থির হয়ে দাঁড়ানোকে ক্বওমা বলে। হযরত রিফা‘আহ বিন রাফে‘ আয-যুরাক্বী (রাঃ) বলেন, ‘আমরা একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে বললেন, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *‘সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’* (আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে), তখন তাঁর পিছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ *‘রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ’* (হে আমার রব! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়। অতঃপর সালাম ফেরার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ‘এই বাক্য কে বলল?’ লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি বলেছি। তখন তিনি বললেন, ‘আমি ৩০-এর অধিক

---

৮. আহমাদ হা/ ৮০১২; হাকেম হা/১৮৬৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭১৮
৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৭; হাকেম হা/১৮৮৭; ছহীহ তারগীব হা/১৫৪৯; সনদ হাসান।
১০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫২৮; সিলসিলা ছহীহাহ্‌ হা/৩৪১৪।

১১. মুসলিম হা/৬০১; তিরমিযী হা/৩৫৯২; সনদ ছহীহ।
১২. নাসাঈ হা/ ৮৮৫; সনদ ছহীহ।
১৩. মুসলিম হা/৬০০; আবূদাঊদ হা/৭৬৩; সনদ ছহীহ।

ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে, কে এই দো'আ পাঠকারীর নেকী আগে লিখবে'।[১৪] উল্লেখ্য, কোন আমলের নেকী আকাশের দরজা ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, ক্বওমার উক্ত দো'আ পাঠকালে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তবে ক্বওমাতে পঠিতব্য আরো একাধিক দো'আ আছে, যা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

৫. মাযলূমের দো'আ :

নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের ব্যথিত হৃদয় থেকে উৎসারিত দো'আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করে নেন। কোন প্রতিবন্ধতা এই দো'আ কবুলকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ 'তুমি মাযলূমের বদ দো'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা সেই বদ দো'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না'।[১৫] এমনকি সেই বদ দো'আ কোন কাফের অথবা পাপী লোকের পক্ষ থেকে হলেও আল্লাহ তা সাথে সাথে কবুল করে নেন।[১৬] মাযলূমের দো'আ এতই গুরুত্ববহ যে, এটা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রিয় নবীর কণ্ঠে সেই বিবরণ বিঘোষিত হয়েছে। তিনি বলেন,

وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

'মাযলূমের দো'আ মেঘের উপরে তুলে নেওয়া হয় এবং উহার জন্য আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তা'আলা বলতে থাকেন, আমার ইয্যতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব একটু পরে হলেও'।[১৭]

ইতিহাসের সোনালী পাতার রূপালী হরফে চোখ বুলালে আমরা দেখতে পাই, বদরের প্রান্তরে নির্যাতিত রাসূল (ছাঃ)-এর কাতর কণ্ঠের দো'আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ. 'যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তোমাদের সে প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা' *(আনফাল ৮/৯)*। আলে ইমরানের ১৬৫নং আয়াতে পাঁচ হাযার ফেরেশতা নাযিলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে এক হাযার মুশরিকের মোকাবেলায় মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম বিজয়ী হয়েছিল। বদর প্রান্তরের বিজয় মাযলূম সেনাপতি মুহাম্মাদ (ছাঃ) এরই পদচুম্বন করেছিল।

তবে আল্লাহ মাঝে মাঝে যালেমদেরকে অবকাশ দেন। যাতে তাদের যুলুমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শাস্তিও কঠোরতম হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ 'তুমি অবশ্যই একথা ভেবো না যে, যালেমরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন। তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যালেমদের ছাড় দিয়ে থাকেন। আর অবশেষে যখন ধরেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 'আর এরূপই হয়ে থাকে তোমার পালনকর্তার পাকড়াও যখন তিনি কোন পাপিষ্ঠ জনপদকে ধরেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অতীব যন্ত্রণাদায়ক ও অত্যন্ত কঠোর' *(হূদ ১১/১০২)*। এজন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যুলুম থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই ঘর থেকে বের হ'তেন, তখন আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলতেন, اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পথভ্রষ্ট করা বা পথভ্রষ্ট হওয়া, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া এবং অজ্ঞতা প্রকাশ করা ও অজ্ঞতার পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৮]

৬. জিহাদের ময়দানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সৈনিকদের দো'আ :

আল্লাহ্‌র দ্বীনের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করার জন্য জিহাদের ময়দানে সারিবদ্ধ সৈনিকের দো'আ আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করেন। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ: لِحُضُوْرِ الصَّلَاةِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيْلِ اللهِ. 'দু'টি সময়ে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আর এই সময় প্রার্থনাকারীর দো'আ কদাচিৎ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সময় দুটি হ'ল, ছালাতের সময় এবং আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের ময়দানে) সারিবদ্ধ হওয়ার সময়।[১৯]

---

১৪. বুখারী হা/৭৯৯; নাসাঈ হা/১০৬২; আবূদাউদ হা/৭৭০; মিশকাত হা/৮৭৭

১৫. বুখারী হা/ ১৪৯৬; মুসলিম হা/ ১৯; তিরমিযী হা/ ১২;

১৬. আহমাদ হা/ ৮৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৯৩৭৪; ছহীহুল জামে' হা/২৬৮২, ৩৩৮২।

১৭. আহমাদ হা/৮০৩০; তিরমিযী হা/৩৫৯৮; ইবনে মাজাহ হা/১৭৫২; ছহীহা হা/৮৭০, হাসান।

১৮. আবূদাউদ হা/৫০৯৪; নাসাঈ হা/৫৪৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪; মিশকাত হা/২৪৪২; সনদ ছহীহ।

১৯. ছহীহুল জামে' হা/৩৫৮৭; সনদ ছহীহ।

www.at-tahreek.com

Contents

আর এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেই মুজাহিদের সম্মানে আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র কণ্ঠে সেই সুসংবাদ অনুরণিত হয়েছে,

إذا صفَّ الناسُ للصلاة، وصَفُّوا للقتال، فُتِحَتْ أبوابُ السماءِ وأبوابُ الجنة، وغُلّقتْ أبوابُ النارِ، وزُيِّن الحورُ العِيْن واطَّلعن، فإذا أقبل الرجل قلن: اللهم انصره، وإذا أدبر احتجَبْنَ منه وقلن: اللهم اغفر له.

‘যখন মানুষ ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয় এবং জিহাদের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তখন আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর আনতনয়না হূরদেরকে সুসজ্জিত করা হয় এবং তারা উকি মারে। যখন ব্যক্তিটি (ছালাতে বা জিহাদে) গমন করে তখন হূরেরা তার জন্য দো‘আ করে বলে, হে আল্লাহ তুমি তাকে সাহায্য কর। আর যখন সে পশ্চাদপসরণ করে, তখন তারা তার থেকে আত্মগোপন করে এবং বলতে থাকে- হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর’।[20]

৭. ওযূর শেষে বিশেষ দো‘আ পাঠ করা :

আবু সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أنت، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ ثُمَّ وُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَمْ تُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

‘যে ব্যক্তি ওযূ শেষে এই দো‘আটি পাঠ করবে, *‘সুবাহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা’*, একটি বিশেষ মোহর দ্বারা দো‘আটি মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হয়। অতঃপর সেটা আরশের নিচে রেখে দেওয়া হয়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেই মোহর খোলা হয় না।[21] অপর বর্ণনায় রয়েছে, সেই দো‘আটি তার জন্য একটি কাগজে লেখা হয় এবং তাতে সীল মেরে দেওয়া হয়, যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত খোলা হয় না।[22] আর এই কথা সহজেই অনুমেয় যে, আকাশের দরজা খোলা ছাড়া কোন কিছুই আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত পৌঁছে না।

বিশেষ করে এই দো‘আটি ‘মজলিসের কাফফারা’ রূপে পরিচিত, যা কোন বৈঠকের শেষে পাঠ করলে উক্ত বৈঠকের মাঝে কৃত ভুলগুলোর কাফফারা হয়ে যায়।[23]

তবে ওযূর পরবর্তী আরো মাসনূন দো‘আ রয়েছে, যা ওযূর পর পাঠকারীর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, যেন ওযূকারী বান্দা যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ সম্পাদন করার পর বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ-

‘আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আল্লা-হুম্মাজ‘আল্‌নী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ‘আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন’ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন)। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[24]

৮. আরোও একটি কালেমা :

আকাশের দরজা উন্মোচনকারী আরোও একটি যিকির রয়েছে, যা একনিষ্ঠতার সাথে পাঠ করলে আল্লাহ পাঠকারীর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেন এবং ঐ খোলা দরজা দিয়ে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ وَجْهَ اللهِ، مُصَدِّقًا بِهَا لِسَانُهُ وَقَلْبُهُ إِلَّا فُتِقَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتْقًا حَتَّى يَنْظُرَ الرَّبُّ إِلَى قَائِلِهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَحَقٌّ لِعَبْدٍ إِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ-

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠতার সাথে জিহ্বা ও হৃদয় দিয়ে সত্যায়ন করে বলবে- *‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর’* (আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সকল কিছুর উপর তিনিই সর্ব শক্তিমান)। তাহ’লে

২০. *ছহীহ তারগীব, হা/১৩৭৭; হাকেম হা/৬০৮৭; তাবারানী হা/৬৪১; সনদ ছহীহ।*
২১. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৩০; ছহীহ তারগীব হা/২২৫।*
২২. *ছহীহ তারগীব হা/২২৫।*
২৩. *আবূদাঊদ হা/৪৮৫৯; ছহীহ তারগীব হা/১৫১৭।*
২৪. *তিরমিযী হা/৫৫; নাসাঈ হা/১৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৭০; ইবনু হিব্বান হা/১০৫০; বায়হাক্বী, সুনানে ছুগরা হা/১০৯, সনদ ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

তার জন্য এমনভাবে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় যে, মহান রব দুনিয়াবাসীর মধ্য হ'তে এই বাক্য পাঠকারীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দার প্রতি দৃষ্টি দেন, তখন বান্দার চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা তাঁর জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।[২৫] এছাড়াও ছহীহ হাদীছ সমূহে এই কালেমার আরোও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

ক. আইয়ুব আল-আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَهُ اللهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَّ، فَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي، فَمِثْلُ ذَلِكَ-

'যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল বেলা এই কালেমাটি (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ...) দশ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার পঠিত প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে দশটি করে নেকী লিখে দেন, দশটি পাপ মিটিয়ে দেন এবং তার মর্যাদা দশ স্তর উন্নীত করে দেন। তার আমলনামায় দশটি গোলাম মুক্ত করার সমপরিমাণ নেকী লেখা হয় এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার নিরাপত্তার জন্য একদল ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। সে ঐ দিন এমন কোন আমল করতে পারে না, যা এই কালেমা পাঠ করার নেকীকে পরাভূত করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা পাঠ করবে তার জন্য; অনুরূপ নেকী রয়েছে'।[২৬]

খ. উমারাহ ইবনু শাবীব সাবায়ী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ

'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর এই কালেমাটি (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু) দশ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার নিরাপত্তার জন্য এক দল ফেরেশতা পাঠান, যারা তাকে ভোর পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করেন। তার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত আবশ্যককারী দশটি পুণ্য লেখা হয় এবং তার দশটি ধ্বংসাত্মক পাপ (কবীরা গুনাহ) মুছে দেওয়া হয়। আর তার জন্য দশটি ঈমানদার দাসমুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[২৭]

গ. আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 'যে ব্যক্তি এই কালেমাটি (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু .....) দশ বার পাঠ করবে, সে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের (কুরায়েশ বংশের) চারজন দাস মুক্ত করার নেকী পাবে'।[২৮]

ঘ. হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে বলবে *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ...'*, আল্লাহ তার জন্য এক লক্ষ ছওয়াব লিখেন এবং তার এক লক্ষ গুনাহ মুছে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।[২৯]

[চলবে]

২৫. *ইবনু খুযায়মাহ, কিতাবুত তাওহীদ ২/৯০৫।*
২৬. *আহমাদ হা/২৩৫৬৮; ত্বাবারানী, দো'আ হা/৩৩৭; ছহীহা হা/১১৪।*
২৭. *তিরমিযী হা/৩৫৩৪; ছহীহ তারগীব হা/; সনদ হাসান।*
২৮. *তিরমিযী হা/৩৫৫৩; সনদ ছহীহ।*
২৯. *ত্বাবারানী, দো'আ হা/৭৯০; ছহীহা হা/৩১৩৯।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

হক্বের সন্ধান পেলাম যেভাবে

প্রতিদিনের মতো আজও রেলস্টেশনের প্লাটফর্ম লাগোয়া ফাঁকা জায়গায় ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষা করছি। এই সময়টায় ঢাকা অভিমুখী জয়দেবপুর থেকে তুরাগ এবং নরসিংদীর দিক থেকে তিতাস কমিউটার ট্রেন টংগী জংশনে সামান্য সময়ের ব্যবধানে আগ-পিছে আগমন করে। যেহেতু দু'টো ট্রেনের গন্তব্যই কমলাপুর, তাই কর্মক্ষেত্র, স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে ঢাকামুখী মানুষের ভিড় থাকে।

পায়চারী করছি আর হাতে রাখা তাসবীহ দানার মালা থেকে একটা একটা করে গুণে গুণে যিকর করছি। এক ভাই এসে সালাম দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই যদি অনুমতি দেন আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি। বললাম, জ্বী ভাই বলেন, কোন সমস্যা নেই। ছোট্ট ছোট্ট কথায় কোথায় থাকি, কি করি, কোথায় যাব জিজ্ঞেস করছেন। আমিও কেন জানি সুবোধ বালকের মতই উত্তর দিচ্ছি। লোকটি আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রায় প্রতিদিনই ট্রেনে যাতায়াত করি। কিন্তু তার সাথে ইতিপূর্বে কখনো দেখা হয়নি। কথার ফাঁকে বললেন, ভাই আপনি পায়চারী করতে করতে তাসবীহ মালা নিয়ে যেভাবে যিকর করছেন তা তো ইসলামের নিয়মে হচ্ছে না। উপরন্তু এই পদ্ধতিতে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সবার সামনে পায়চারী করছেন আর হাতে মালা নিয়ে ঘুরছেন তাতে কি আপনার ভিতরে একটা অহংকার সৃষ্টি হচ্ছে না! যে, আপনি যিকর করছেন আর অন্যরা অহেতুক বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় মত্ত? কথাগুলো শুনছি আর ভাবছি ঠিকই তো বলছেন। কিন্তু মসজিদের ইমাম ছাহেব ও অন্যরাও তো এভাবেই যিকর করে; তারা কি না বুঝেই করে? ভাবছি তবে মুখ ফুটে বলছি না, দেখি তিনি কতদূর এগোতে পারেন। তাসবীহ দানার মাধ্যমে যিকর করা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ কখনোই এভাবে যিকর করেননি। কোন যন্ত্র বা বস্তু দ্বারা তাসবীহ গণনা করা যাবে না। বরং আঙ্গুল দ্বারা গণনা করতে হবে। গণনায় ভুল হ'লে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। রাসূল (ছাঃ) আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতে আদেশ করেছেন। কেননা ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলো কথা বলবে *(আবূদাঊদ হা/১৫০১)*। ট্রেন চলে আসায় কথায় ব্যাঘাত ঘটলো। দু'জন একই কামরায় উঠলাম। জানলাম, এখন থেকে তিনি ট্রেনে যাতায়াত করবেন। অবশ্য মাঝপথে তেজগাঁও নামবেন। আমার গন্তব্য অবশ্য টংগী থেকে কমলাপুর। প্রথম সাক্ষাতে পরিচয়, কিছু কথা, এরপর মোবাইল নম্বর আদান প্রদান হ'ল।

এরপর থেকে প্রায় দিনই এক সাথে আসা-যাওয়া করি। ট্রেনে বসে কথার ফাঁকে বাদাম, চিপস জাতীয় খাবারও আস্বাদন করা হয়। অধিকাংশ সময় তিনিই ফোন দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। মাসখানেক পর একদিন বললেন, ভাই আপনাকে একটা বই দিব। তবে শর্ত হচ্ছে পুরো বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে। পরদিন সকালে একটি বই দিলেন। বইয়ের নাম 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' লেখক-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বইয়ের মূল্য দেখে বললাম, একশত টাকা দাম? কিন্তু তিনি বললেন, ভাই, বইয়ের দাম আপনাকে দিতে হবে না। আপনি বইটা পড়ুন। ঠিক আছে বলে ব্যাগে রেখে দিলাম।

সপ্তাহখানেক পর জিজ্ঞেস করলেন, বইটা কি পড়ছেন ভাই? কিছুটা অপরাধী ভঙ্গিতে এড়িয়ে গেলাম। আসলে মার্কেটিং-এর ছোট্ট চাকুরী, পরিবার এসব নিয়ে ব্যস্ততার কারণে পড়ার সময় হয়ে উঠেনি। উনার প্রশ্নের ভয়ে হ'লেও সেদিন থেকে পড়া শুরু করলাম। বইটা ব্যাগেই রাখি যাতে ট্রেনে যাতায়াতের সময়টাতে অন্তত পড়া যায়। সময় গড়িয়ে যায়। তিনি মাঝে মাঝে কিছু বক্তব্যও আমার ফোনে শেয়ার করেন। সেগুলোও শুনতে থাকি। আরো প্রায় মাসখানেক পর একদিন আমি ট্রেনে বসে ছালাত শেষ করেই ফিরে দেখি, ঐ ভাইটি দাঁড়িয়ে আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছেন। বললাম, ভাই এভাবেই ছালাত আদায় করা সঠিক। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে এই বইটা আমার ছালাত পুরো সংশোধন করে দিয়েছে। যত পড়ছি ততই বিস্মিত হয়েছি। এটা যে সঠিক আমার কাছে দলীল-প্রমাণ দেখে তাই মনে হয়েছে। আসলে সহযাত্রী ভাই তখন দেখছিলেন, আমি বুকে হাত বেঁধে, রাফউল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করছি। তারপর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হ'ত। বাড়িওয়ালা হজ্জ থেকে এসে ছোট্ট একটা বই দিয়েছিলেন অনেক পূর্বে তবে পড়া হয়নি। চলমান অনুভূতির তোড়ে ঐ বইটাও একদিন পড়লাম। সহযাত্রী ভাই যেসব কথা বলেন তার সাথে বইয়ের কথাগুলোও হুবহু মিলে যায়। ফলে বিশ্বাসটা আরো দৃঢ় হয়। পরবর্তীতে তিনি আরো বক্তব্যের রেকডিং ও বই দেন। কিছু বই আমিও ক্রয় করে পড়তে থাকি। অধিকাংশ বই ছিল হাদীছ ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত। বাসায় ছিফাত ও মাহিমের আম্মুকে (স্ত্রী) যখন দাওয়াত দেই প্রথম দিকে সে বিব্রতবোধ করে। তবে মহান আল্লাহ্‌র রহমতে আমার প্রচেষ্টায় ও সে শিক্ষিত হওয়ায় বইটি পড়ে খুব দ্রুতই বিষয়টি বুঝে নিতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে দু'জনের ঐক্যমতের কারণে আমাকে আর বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়নি। উপরন্তু দুই ছেলেকে নিয়ে যখন মসজিদে ছালাত আদায় করি, বাপ-বেটাদের ছালাত দেখে অনেকেই বিস্ময় বোধ করেন। পুরনো সাথীগণ বিব্রত হ'লেও মেনে নিয়েছেন। এক ইমাম ছাহেবকে বই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি দলীল ভিত্তিক আলোচনা দেখে বললেন, এটা ঠিক আছে। আমাদেরটাও ঠিক!

ইতিমধ্যে প্রতি বৎসরের ন্যায় ঐ বৎসরেও টংগীতে বিশ্ব ইজতেমার দিনক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে। ইজতেমা উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বেই শ্বশুর-শাশুড়ির আগমন। তাদেরকেও আহলেহাদীছ বিষয়ে বুঝালাম। বইটি কিছু পড়ে কি বুঝেছিলেন জানি না। বললেন, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। ইজতেমায় আখেরী মুনাজাতে যাওয়ার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ি প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যেহেতু এই উদ্দেশ্যেই আসা। আমি বিনয়ের সাথে বারণ করলাম। কিন্তু তারা এড়িয়ে গেলেন। মনে কষ্ট

পেয়েছি। কিন্তু এর বেশী কিছু করারও তো নেই। বাড়াবাড়িতে মনোমালিন্য বাড়বে। পূর্বের বছরগুলোতে স্ত্রী, দুই সন্তানসহ অন্যান্য স্বজনদের সাথে আখেরী মুনাজাতে অংশগ্রহণ করেছি। কেবল এ বৎসরই ব্যতিক্রম! ছিফাতের আম্মুকে বললাম, তোমার বাবা-মা যাক, কিন্তু তুমি যাবে না এটা আমার আদেশ। যেহেতু উভয়েই সত্যটা জানতে পেরেছি এবং মানার সুযোগ আছে। কেন তা মানবো না? সে আমার সাথে একমত হয়ে সন্তানদের নিয়ে বাসায় থাকল। আর আমি অফিসের দিকে রওনা দিলাম। চলতে চলতে মনে সাফল্যের আমেজের অনুভূতি বইছিল যে, একটা বিদ'আত পরিবারসহ ত্যাগ করতে পেরেছি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

কিছুদিন পর সহযাত্রী ভাইটি বললেন, রাজশাহীতে আহলেহাদীছদের সর্ববৃহৎ তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। ধর্মীয় অনেক বিষয়ে জানা যাবে। যাবেন কি? তৎক্ষণাৎ আমতা আমতা করলাম। কারণ একে তো আমার সাপ্তাহিক বন্ধ শুক্রবার। সাথে মাসের শেষ সময় চলছে। বেতন পেতে আরও সপ্তাহখানেক দেরী। ছা-পোষা মানুষ হিসাবে হাত ও পরিবার খরচ নিয়ে টানাটানি। আমার গড়িমসি দেখে তিনি বললেন, আপনার যাওয়া-আসার পথ খরচের ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলেই পাঁচশত টাকার একটা নোট পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে রাজশাহী আসেন ফেরার পথে বাকী খরচ দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। রাতে বাসায় গিয়ে এ বিষয়ে আলাপ করলাম এবং আর্থিক বিষয়ের কারণে না যাওয়ার কথা মাহিমের আম্মুকে বললাম। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল যে, আমি মুখে যা-ই বলি অন্তরে ইচ্ছে পোষণ করছি রাজশাহী যাওয়ার।

পরিশেষে আমাকেই চাপ দেয়া হ'ল তাবলীগী ইজতেমায় গিয়ে স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা অবগত হয়ে আসতে। অন্যথা সে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিবে। নিজের কাছে থাকা কিছু টাকাও দিল। বিকেলের ট্রেনে চড়ে তাবলীগী ইজতেমায় পৌঁছেছিলাম বৃহস্পতিবার রাত দশটার দিকে। যখন আশেপাশের রাস্তা, পুরো মাঠ জনসমুদ্র। ট্রেনের সহযাত্রী ভাইটি ইজতেমার মাঠে ব্যস্ততার কারণে আমাকে সময় দিতে পারছিলেন না। তবে কাকতালীয়ভাবে পরিচয় হয়েছিল মামূন ভাইয়ের সাথে। যিনি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক। ঐ সময়ে সংগঠনের শিমুলিয়া শাখার দায়িত্বে ছিলেন। এই ভাইয়ের সান্নিধ্যে থাকার সময় এবং ইজতেমায় আগত মানুষদের আচরণ আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে ছিল। ইসলামের সৌন্দর্যকে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলছে এই একটি সংগঠন। দাঈগণের অসাধারণ বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য আর সংগঠনের কর্মীদের আচরণে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছি। অথচ জীবনে কখনও তাদের নাম পর্যন্ত শুনিনি। না মিশলে বুঝা যায় না যে, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় কতটা আন্তরিক। মহান আল্লাহ্র রহমতে যে লেখকের বই পড়ে পরিবর্তন হয়েছি সেই স্যারের সাথে কুশল বিনিময় করেছি, বক্তব্য শুনেছি, ইমামতিতে জুম'আর ছালাত আদায় করেছি। এক কথায় অনুভূতির সময়গুলো বিস্ময়কর। ফেরার পথে ভিডিও করে নিলাম ইজতেমার কার্যক্রম। সেই সাথে হাদীছ ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত কিছু বই।

ফেরার পথে নিজের পাথেয় যথেষ্ট থাকায় সহযাত্রী ভাই থেকে আর পথখরচ নেইনি। পরবর্তীতে নিজেও সাধ্যমত আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি বিতরণ করেছি। আল্লাহ্র রহমতে ২-৩ জন পরিবর্তিতও হয়েছেন। এখনও সহযাত্রী ভাইটির সাথে সপ্তাহে কয়েকবার দেখা হয়। বর্তমানে দু'জন মিলে মাঝে মাঝে নতুন এক পদ্ধতি ব্যবহার করি। অচেনা যাত্রী হিসাবে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন কোন একটি বিষয়ে। আমি ভুল উত্তর দেই (যা সমাজে প্রচলিত)। তিনি সংশোধন করে উত্তর দিতে থাকেন। এতে অন্যান্য যাত্রীগণ আকৃষ্ট হয়ে কথা শুনতে থাকে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন তখন দাওয়াত দিতে সহজ হয়। তবে সবসময় সফলতা আসে না। তীর্যক মন্তব্যই আসে বেশী। তারপরও যথাসাধ্য দাওয়াতী কাজ তো করতে হবে ছওয়াবের লক্ষ্যেই। এভাবেই যেখানে যখন অবস্থান সেখানেই চলবে বিনয়ের সাথে কৌশলে দাওয়াতী মিশন ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ বইয়ের লেখক (মুহতারাম আমীরে জামা'আত), সহযাত্রী ভাই ও অন্যান্য দ্বীনি ভাই-বোনদেরসহ প্রিয় সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন- আমীন!

-মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক, টংগী, গাযীপুর।

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে

আমরা আপনার সাধ্য অনুযায়ী, হজ্জ ও ওমরাহ পালনে সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করব ইনশাআল্লাহ

উত্তরবঙ্গ হজ্জ কাফেলা

হজ্জ ও ওমরাহ পালনে বিশ্বস্ত সহযোগী

এজেন্সি : আল-আকসা ট্রাভেলস, হজ্জ লাইসেন্স নং-১৪৩৫

বৈশিষ্ট্য সমূহ :
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
হজ্জে যাওয়ার আগে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
নিজস্ব গাইড দ্বারা পরিচালনা ও দেশী খাবার পরিবেশন।
আগে নিয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা।
নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা মেডিকেল চেকআপ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হাজীদের হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রংপুর অফিস
মোছতফা বিন আকবর
মোবাইল : ০১৭৩০-৪২৬৮৬৫
আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মোবাইল : ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২
আল-আমীন ফার্মেসী, সেন্ট্রাল রোড
(কাস্টমস মসজিদ সংলগ্ন), রংপুর।

দিনাজপুর অফিস
মুহাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১৬-২১০২০৬
প্রেসক্লাব রোড, নতুন বাজার, পার্বতীপুর।
মুহাঃ আবুল বাশার শুভ
মোবাইল : ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮
বিরামপুর।

ঢাকা অফিস
নাদীম বিন সিরাজ, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৮৪-৭৪০৭১৪
নূরুল আলম সরকার, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৪৭৯৪৪৬
Email:uttarbanggohajjkafela@gmail.com
www.facefook.com/uttarbanggohajjkafela

প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার

মন্দের প্রতিকার মন্দ দিয়ে করা ইসলামের আদর্শ ও বিধান নয়। বরং সুন্দর ও উত্তম পন্থায় মন্দের প্রতিকার করাই ইসলামের নির্দেশ *(মুমিনূন ২৩/৯৬; ফুছ্ছিলাত ৪১/৩৪)*। তেমনি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার উত্তমরূপে ও সুকৌশলে করা উচিত। এ সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তা নবী করীম (ছাঃ)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে তখন বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহ্র কসম! আর কখনো আমি তোমাকে কষ্ট দেব না' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪, সনদ হাসান-ছহীহ)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, 'একদা এক ব্যক্তি এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তিনি তাকে বললেন, যাও তোমার দ্রব্য-সামগ্রী উঠিয়ে রাস্তায় রেখে দাও। তখন যে রাস্তা অতিক্রম করবে, সে তাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তা-ই করল)। ফলে রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'ল। তখন তিনি বললেন, লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলে? এরপর তিনি বললেন, লোকজনের অভিসম্পাতের পরও রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অতঃপর অভিযোগকারীকে বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। অথবা তিনি অনুরূপ বললেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫, সনদ হাসান-ছহীহ)*।

প্রতিবেশীর প্রতি ধারণা করে কথা না বলা : কারো ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ধারণা করে কথা বললে যে, তা মিথ্যা হয়ে থাকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছটি। আবুত তুফায়েল আমর বিন ওয়াছিলা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের সালাম দিল। তারাও সালামের উত্তর দিল। লোকটা অতিক্রম করে চলে গেলে তাদের মধ্যকার একজন বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। বৈঠকের লোকেরা বলল, আল্লাহ্র কসম! তুমি যা বললে, তা কতই না মন্দ! আমরা অবশ্যই এ বিষয়টি তাকে অবহিত করব। তাদের মধ্যকার একজনকে লক্ষ্য করে তারা বলল, হে অমুক! তুমি যাও, গিয়ে তাকে এ বিষয়ে অবহিত কর। তাদের প্রেরিত দূত তাকে পেয়ে বিষয়টা অবহিত করল, যা ঐ লোকটা বলেছিল। লোকটা তখন রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মুসলমানদের একটি মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের মাঝে অমুক লোকও ছিল। আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। তারাও সালামের উত্তর দিল। আমি যখন তাদের নিকট থেকে চলে আসলাম, তখন তাদের মধ্যকার এক লোক এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, অমুক ব্যক্তি বলছে, আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। সুতরাং আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে কেন আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। তাকে রাসূল (ছাঃ) ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এ লোকের সাথে বিদ্বেষ পোষণ কর? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী তার (সকল বিষয়) সম্পর্কে আমি অবহিত। আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে ফরয ছালাত- যা পুণ্যবান ও পাপী সকলেই আদায় করে থাকে তা ব্যতীত অন্য কোন (নফল-সুন্নাত) ছালাত আদায় করতে দেখিনি। লোকটি তখন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে কি আমাকে কখনো নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ব্যতীত বিলম্বে ছালাত আদায় করতে দেখেছে? আমাকে কি মন্দভাবে ওযূ করতে এবং অপূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ-সিজদা করতে দেখেছে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না (এরূপ দেখিনি)। অতঃপর সে বলল, যে মাসে পুণ্যবান ও পাপী সকলেই ছিয়াম পালন করে থাকে সে মাসে ব্যতীত তাকে কখনো (নফল-সুন্নাত) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কি আমাকে কখনো ছিয়াম ভঙ্গ করতে কিংবা তার কোন হক নষ্ট করতে দেখেছে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। অতঃপর সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে কখনো কোন ভিক্ষুককে দান করতে দেখিনি। আর তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় কোন কল্যাণকর কাজেও কখনো তার সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় করতে দেখিনি। কেবল এই ছাদাকা (যাকাত) ব্যতীত যা পুণ্যবান ও পাপী সকলেই আদায় করে থাকে। লোকটি তখন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমি কি কখনো যাকাত থেকে কিছু গোপন করেছি অথবা যাকাত আদায়কারীকে কিছু কম দিয়েছি? রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) লোকটিকে বললেন, 'তুমি যাও নিশ্চয়ই আমি জানি যে, সে তোমার চেয়ে উত্তম' *(মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৮০৩, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত)*।

পরিশেষে বলব, প্রতিবেশীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা অতি যরূরী। আর কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উক্ত হাদীছের প্রতি আমল করার তাওফীক দিন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

www.at-tahreek.com

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায়

প্রত্যেক মানুষের দেহে যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা যরূরী। কেউ সামান্য ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে গেলে তার ইমিউন সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

১. নিয়মিত ঘুম : রাত জাগলে ধীরে ধীরে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। খুব সহজেই দেহে রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হয়। তাই রাতের ঘুমকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়।

২. রসুন খাওয়া : বেশী বেশী রসুন খেতে হবে। এর নানা স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। নিয়মিত রসুন খেলে ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. লেবু, মধু, আদা, হলুদ ও উষ্ণ পানি : এটা একটা দারুণ টনিক। হালকা উষ্ণ পানিতে লেবুর রস, মধু, আদা কুচি এবং হলুদ মিশিয়ে খেলে উপকার হবে। এসব খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান এবং ভিটামিন সি রয়েছে। এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪. চিকেন স্যুপ খাওয়া : চিকেন স্যুপে দেহের প্রদাহ দূরীকরণের উপাদান রয়েছে। মুরগীর সঙ্গে পেঁয়াজ, মিষ্টি আলু, গাঁজর, শালগম ইত্যাদি সবজি দিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। মুরগির স্যুপে আরো আছে কারনোসিন নামের এক ধরনের উপাদান যা ঠাণ্ডা প্রতিরোধে দারুণ কার্যকর।

৫. ব্যায়াম : অভ্যাস না থাকলেও সপ্তাহে অন্তত দুই-তিন দিন শরীরচর্চা করা উচিত। ব্যায়ামের ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এতে ফুসফুস থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর হয়। রক্তের শ্বেতকণিতা সুষ্ঠুভাবে প্রবাহিত হয়। ফলে এরা সহজে রোগ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে কাজ করে।

৬. সকালে এক কাপ চা : চায়ে উপস্থিত অ্যালকাইলামিনস নামের উপাদান দেহের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। সংক্রমণ প্রতিরোধে বেশ কাজ করে এই প্রাকৃতিক উপাদানটি। পিপারমিন্ট চায়ে হজম, আইবিএস ইত্যাদি সমস্যা উপশমে কাজ করে। তবে খালি পেটে চা পান করা উচিত নয়।

৭. সকালের নাশতায় দই : এতে আছে উপাকারী ব্যাকটেরিয়া। জার্নাল অব সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন-এ প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়, দইয়ে আছে প্রোবায়োটিক যা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন ডি। এসবই রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৮. সূর্যের রশ্মি : এ আলোতে আছে ভিটামিন ডি। ইমিউন সিস্টেমের সুপারচার্জার হিসাবে কাজ করে ভিটামিন ডি। তবে এর জন্যে খুব বেশী সূর্যরশ্মিতে বসে থাকার প্রয়োজন নেই।

হাত-পা ঘামছে?

Anti-Sweat যন্ত্র 'বাইবিটে' ঘরে বসেই চিকিৎসা সম্ভব। অতিরিক্ত হাত-পা ঘামের সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হচ্ছে বৈদ্যুতিক আয়োন্টোফোরেসিস পদ্ধতি, যার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু দু'এক মাস পরপর চিকিৎসা নিতে হয়। বাংলাদেশেও নিজস্ব প্রযুক্তিতে এর জন্য Anti-Sweat যন্ত্র তৈরী করে প্রায় দুই যুগ ধরে সফল চিকিৎসা দিয়ে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খন্দকার ছিদ্দীক-ই রব্বানীর নেতৃত্বে একটি দল। খুব অল্প মূল্যের এ যন্ত্রটি ঘরে ব্যবহার করে হাযারেরও বেশী রোগী নিজেই চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। ইদানীং এ যন্ত্রটির বহুল প্রসারে দেশীয় জনকল্যাণমূলক, অলাভজনক কোম্পানী বাইবিট এগিয়ে এসেছে। রোগী নিজেই বাইবিট থেকে সরাসরি বা কুরিয়ারের মাধ্যমে এ যন্ত্রটি সংগ্রহ করতে পারেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোও এ যন্ত্র ব্যবহার করে সেবা দিতে পারে। বাইবিট সারা দেশে আকর্ষণীয় কমিশনে ডিলার নিয়োগের কাজ শুরু করেছে। যন্ত্রটির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে <bbeat.com> ওয়েবসাইটে। বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে ফেসবুক @BiBeatup পেজে। সরাসরি যোগাযোগের ফোন নম্বর- ০১৬৭৭৪৩৭৮০৯, ০১৮৪৩৫৯০০৬৯।

॥ সংকলিত ॥

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালনায় : ১৩ বছরের অভিজ্ঞ মু'আল্লিম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

বিঃ দ্রঃ * ২০১৯/২০২০ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।
* রামাযান মাস ব্যতীত সারা বছরে ৭০/৮০ হাযার টাকায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**

০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।

(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪)

৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

মৌচাষে নীরব বিপ্লব

চলনবিল অঞ্চলে সরিষা ফুল থেকে মৌমাছি দিয়ে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌ চাষীরা। এ বছর সরিষা ফুল থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকার মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাঠে নেমেছেন তিন শতাধিক মৌ চাষী। চলনবিলের চারপাশের উপযেলাগুলোর মাঠে কৃষকের জমির পাশে মৌমাছির খামার নিয়ে তাঁবু টাঙ্গিয়ে বসতি গড়েছে অনেক আগেই। অল্প জমিতে সরিষা ফুল ফোটায় এখনও মধু সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরই শুরু হবে মধু সংগ্রহ। কৃষি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌমাছি দিয়ে প্রতি বছর মধু সংগ্রহ করে একদিকে যেমন মৌ চাষীরা সচ্ছল হচ্ছেন। অন্যদিকে মধু সংগ্রহের সময় মৌমাছির পরাগায়নের ফলে চাষীরা অধিক ফলন পাচ্ছেন।

দেশের শস্যভাণ্ডার খ্যাত চলনবিল অঞ্চলে জমির সরিষা ফুল থেকে মৌমাছি দিয়ে মধু সংগ্রহে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। মৌমাছি দিয়ে মধু সংগ্রহ করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে সচ্ছল হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে শত শত বেকার যুবক। দিনাজপুর সদরের যুবক মাহবুব আলম সরিষা ফুল থেকে মৌমাছি দিয়ে মধু সংগ্রহের জন্য এসেছেন চলনবিলের উল্লাপাড়া উপযেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠে। তিনি বলেন, আট বছর আগে সামান্য পুঁজি নিয়ে গড়ে তোলেন মৌমাছির খামার। কঠিন মনোবল আর নিজ পায়ে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞায় এখন সফল মৌ চাষী। তার খামারে ২১০টি মৌবাক্স রয়েছে। এই মৌসুমে সরিষা ফুল থেকে প্রায় ২০০ মন মধু উৎপাদন করবেন। খামারে উৎপাদিত মধু সংগ্রহ করে ছয় হাযার টাকা মন দরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করেন। তিনজন শ্রমিক নিয়ে সব খরচ বাদে প্রতি বছর ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা আয় হয়। সিরাজগঞ্জ মৌ চাষী সমবায় সমিতির সভাপতি আব্দুর রশীদ ২৬ বছর ধরে মৌ চাষের সাথে জড়িত। এক সময় হকারীসহ অন্যান্য কাজ করে চলতো তার সংসার। অভাবের কারণে পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে চলছিল তার জীবন। মাত্র চারটি মৌ বাক্স নিয়ে শুরু করেন খামার। মৌ চাষের মাধ্যমে পরিবারের অভাব দূর করে আব্দুর রশীদ এখন সচ্ছল স্বাবলম্বী। তিনি বলেন, সরকারীভাবে মধুর বাযার নিয়ন্ত্রণে কাজ না করায় মৌ চাষীরা ব্যবসায়ীদের কাছে ১৫০ টাকা দরে মধু বিক্রি করছে। অথচ একই মধু কিনে প্রক্রিয়াজাত করে দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলো ৭/৮ গুণ বেশী দামে দেশের বাযারে বিক্রি করছে। উত্তরাঞ্চলে কমপক্ষে ৮০০ মৌ খামারী রয়েছে। এই অঞ্চলে একটি মধু প্রক্রিয়াজাত প্লান্ট স্থাপন হ'লে মৌ চাষীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হ'ত।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ পদ্ধতি

টমেটো এক মূল্যবান সবজি। গ্রীষ্মকালীন টমেটো শীতের চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ গুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। শীতেও চাষ করে ভালো লাভ করা যেতে পারে যদি আগাম চাষ করা যায়। সেজন্য যেসব জাত আগাম ভালো ফল দেয় সেসব জাত চাষ করতে হবে। গরমকালে ফল ধরে এমন জাতও আগাম লাগানো যেতে পারে। বর্তমানে অধিক ফলন দেয় ও আকর্ষণীয় রঙ হয় এমন অনেক হাইব্রিড জাতের বীজ এ দেশে পাওয়া যাচ্ছে। সেসব জাতের বীজ কিনে চাষ করা যায় এখনই।

আগাম জাত : আগাম টমেটো চাষ করার জন্য প্রধান প্রধান জাত হচ্ছে বিনাটমেটো ৩, বিনাটমেটো ৪, বারিটমেটো ৪, বারিটমেটো ৫ ও বারিটমেটো ৬ (চৈতী)। গ্রীষ্মকালীন টমেটো পলিথিনের ছাউনিতে এসব জাত চাষ করা হয়। একটি ছাউনি ২০ মিটার ×২.৩ মিটার আকৃতির হ'লে ভালো। ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া ২টি বীজতলায় লম্বালম্বিভাবে ১টি করে ছাউনির ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ছাউনির খুঁটির উভয় পাশের উচ্চতা ১৫০ সেন্টিমিটার এবং মাঝখানের খুঁটির উচ্চতা ২১০ সেন্টিমিটার হ'তে হবে। জমি নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হয়। ২টি ছাউনির মাঝে ৭৫ সেন্টিমিটার চওড়া নিকাশ নালা রাখলে ভালো হয়। প্রতিটি ছাউনিতে ২টি বীজতলা রাখতে হবে।

বীজতলা : জমি থেকে বীজতলার উচ্চতা ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার রাখা দরকার। ২টি বীজতলার মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা রাখতে হয়। প্রতিটি ছাউনিতে ৪টি সারি রাখতে হবে।

চারা রোপণ : ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা প্রতি বেডে ২ সারিতে রোপণ করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০ সেন্টিমিটার রাখলে ভালো হবে।

আগাম ফসল : গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জন্য টমাটোটোন নামক হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। হ্যান্ড স্প্রেয়ারের সাহায্যে ৫ চা চামচ (প্রতি লিটার পানিতে) টমাটোটোন শুধু ফুটন্ত ফুলে ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হয়। এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সারা বছর টমেটো চাষ করা সম্ভব। টমাটোটোন দ্বারা উৎপাদিত ফলে বীজ হয় না।

পোকা দমন : শোষক পোকা এবং জাবপোকা গাছের রস শোষণ করে। শোষক পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন, সেভিন কিংবা নেক্সিয়ন এবং জাবপোকা দমনের জন্য এফিডান ডাস্টিং (৫%) কিংবা সেফস, নেক্সিয়ন ও ডাইব্রম ব্যবহার করতে হয়।

রোগ দমন : টমেটোর ৩টি রোগ গুরুত্বপূর্ণ। ঢলে পড়া রোগ, টমেটো মোজাইক ভাইরাস এবং ফিউজেরিয়াম উইল্ট। ঢলে পড়া রোগে গাছে ফুল আসার আগেই ঢলে পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করা, আক্রান্ত জমিতে পরবর্তী ৪-৫ বছর টমেটো, আলু, মরিচ ও বেগুন চাষ না করা এবং প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা উচিত। মোজাইক রোগে পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছ ও ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এজন্য আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করতে হয়। সুস্থ গাছে কীটনাশক ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা দ্বারা ভাইরাস বহনকারী পোকার আগমন প্রতিরোধ করতে হয়। ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগে গাছ ঢলে পড়ে। পাতা হলুদাভ হয় এবং পাতা ভেতরের দিকে বেঁকে আসে। এ রোগ মাটির মাধ্যমে ছড়ায়। এ রোগে আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করতে হয়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : রোপণের ২-৩ মাস পর থেকে ফল সংগ্রহ শুরু করা যায়। রঙিন নয় এরূপ টমেটো ১০ থেকে ১৫.৫০ সে. তাপে ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পাকা টমেটো ৫০০ সে. তাপে ১০ দিন পর্যন্ত রাখা যায়।

বাযার সম্ভাবনা : টমেটো হচ্ছে একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। কচি ও পাকা টমেটো সালাদ তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রান্নায় টমেটো ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টমেটো দিয়ে সুস্বাদু সস, কেচাপ ইত্যাদি তৈরী করা হয়। তাই টমেটোর চাহিদা সব সময়ই থাকে। টমেটো চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয় করা সম্ভব। এছাড়া দেশের চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিয়ে থাকে। টমেটো বিদেশে রপ্তানী করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রায় সারা বছরই টমেটোর ব্যাপক চাহিদা আমাদের দেশে রয়েছে এবং কখনই এর বাযারদর আহামরি উঠানামা করে না।

॥ সংকলিত ॥

www.at-tahreek.com

আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে বাড়ীছাড়া!

আমি মুহাম্মাদ ইবরাহীম। ফেনী যেলার দাগনভূঞা থানার এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্ম। একজন সাধারণ ছেলে যেভাবে বেড়ে উঠে আমারও সেভাবে বেড়ে উঠা। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন ছিল না আমার মধ্যে। পরিবারেও তেমন আমল ছিল না। ছিল না কুরআন-হাদীছের সঠিক জ্ঞান। এভাবেই ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করি। এসএসসি পরীক্ষার পরে হঠাৎ 'পিস টিভি' নযরে আসল। আলোচকদের বক্তব্যের সাথে আমাদের আচরিত আমল-আক্বীদার বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হ'ল। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। সঠিক পথের সন্ধান চেয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করলাম। একদিন দেখলাম মসজিদের এক ভাইয়ের ছালাত আমাদের থেকে ভিন্ন। ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, উনার ছালাত কি ঠিক হচ্ছে? ইমাম ছাহেব চট করে বলে দিলেন, না না, উনারটা ভুল হচ্ছে। এই পার্থক্যের কারণ ভাবতে লাগলাম। পরে একদিন ঐ ভাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তার ছালাত সম্পর্কে সরাসরি ছহীহ হাদীছ দেখালেন। ফলে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে আমি হক বুঝতে পারলাম এবং নিজে আমল শুরু করলাম। আমার সাথে আরো কয়েকজন যুবক ভাইও ছহীহ তরীকায় ছালাত শুরু করল। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

কিন্তু আামদের এই পরিবর্তন কোনভাবেই মসজিদের ইমাম, সমাজের মুরুব্বী, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও পীরভক্তরা মেনে নিতে পারল না। আমাদের সাথে অযথাই তারা বিতর্কে লিপ্ত হ'ত এবং নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিত। আমরা শত প্রতিকূলতায়ও হকের উপরেই দৃঢ় থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। পাশাপাশি তাদেরকেও বুঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা বুঝতে চাইলেন না। এভাবেই চলতে থাকলো।

পরবর্তীতে বিষয়টি আমার পরিবারে জানাজানি হলে আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন আমার উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু তাদের কথায় আমি সাড়া দিলাম না। কিছুদিন পরে আমি কাতার চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আরো চর্চা করতে লাগলাম। জানতে পারলাম, দাড়ি রাখা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। ফলে দাড়ি ছেড়ে দিলাম। দাড়ি রাখার কারণে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'লেন। পরবর্তীতে প্রবাসে ভাল রূযীর সন্ধান না পেয়ে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরে আসলাম।

দেশে আসার পর নানা অজুহাতে আমার উপরে চলে মানসিক নির্যাতন। মা অসুস্থ হওয়ার কারণে পরিবার থেকে আমাকে বিয়ে করতে বলে। কারণ আমি বড় ছেলে। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি বিয়ে করি। বিয়ের সময় পরিবারের পক্ষ থেকে এই প্রতিজ্ঞা নেই যে, তারা কোনপ্রকার যৌতুক চাইবে না এবং আমার স্ত্রীকে পর্দার সাথে থাকতে দিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাকে না জানিয়ে তারা আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে যৌতুক আদায় করে। স্ত্রী পর্দার সাথে চলতে গেলে তাকে বাধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে বাবা আমার নিকট থেকে পরিবারের সবার খরচ দাবী করে। যদিও তার কোন অভাব নেই। আর দেশে আয়-রোজগার কম হওয়ায় এই দাবী পূরণ করাও আমার পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত। একদিন আমার পিতা আমাকে মারতে উদ্যত হন। আমার স্ত্রী দরজা বন্ধ করে দিলে রক্ষা হয়। অতঃপর আমাদের খাবার বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আম্মাকে নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে সেই রাতে আর খাওয়া হল না। পরদিন সকালে ওনারা নাশতা করেন, কিন্তু আমাদের ডাকেন না। অপেক্ষা করে বেলা ১০-টার দিকে দোকান থেকে কলা-পাউরুটি কিনে খাই। দুপুরের অবস্থাও একই। পরিবারের সবাই খেয়ে নিল, কিন্তু আমাদের কোন খোঁজ-খবর নিল না। ওনাদের খাবার শেষ হ'লে বেলা আড়াইটার দিকে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বা কি আমাদের খেতে দিতে নিষেধ করেছেন? মা বললেন, 'তোদের খাবার দিতে নিষেধ করেছেন এবং তোদেরকে বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতে বলেছেন'। অতঃপর সকালের ন্যায় আবারো পাউরুটি খেয়ে থেকে গেলাম। রাতে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরবর্তী হোটেল থেকে রুটি-ডাল এনে খেয়ে রাত কাটালাম। এভাবে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ২-দিন তারা আমার, আমার স্ত্রী ও আমার ৫ মাসের সন্তানের খাবার বন্ধ করে রাখে।

অতঃপর পরদিন সকালে ফজরের ছালাতের কিছু পরে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। হঠাৎ দরজায় আম্মার কড়া নাড়ার শব্দ। ইতিবাচক মনে কেন যেন ভাবনা হ'ল- এই বুঝি আমাদেরকে নাশতার জন্য ডাকতে এসেছেন। প্রচণ্ড আশা নিয়ে দরজা খুলতেই বিধি বাম। আম্মা বলছেন, 'কিরে তোরা এখনও বাড়ী থেকে বের হসনি'। আম্মার এই কথা শুনে হতচকিত হয়ে গেলাম। ফলে আর বিলম্ব না করে সকাল ৯-টার দিকে স্ত্রী ও ৫ মাসের বাচ্চা নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাই। প্রাথমিকভাবে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নেই।

অতঃপর সহযোগী দ্বীনী ভাইদের সাথে যোগাযোগ করি। বিশেষ করে কাতারে থাকাবস্থায় পরিচিত দ্বীনী ভাই নোয়াখালী যেলার মাইজদী থানার মুহাম্মাদ ইসমাঈল ভাইকে সবকিছু জানাই। তিনি আমাকে নিয়ে গত ৩০শে নভেম্বর ঢাকা বংশালের যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সহ আরো অনেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সেদিন আমি আমার মনের খোরাক পাই। সেই সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কে ইতিপূর্বেকার ভুল ধারণাও ভেঙ্গে যায়। উল্লেখ্য, কাতার থাকাবস্থা পাবনার আব্দুল কাবীর ভাইয়ের মাধ্যমে এই আন্দোলনের দাওয়াত পেলেও গ্রহণ করিনি। কারণ এটিকে একটি ফিরক্বা মনে করতাম। এক্ষণে ভুল ভাঙ্গার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে 'প্রাথমিক সদস্য' ফরম পূরণ করে এই 'আন্দোলনে'র সদস্য হয়ে যাই। অতঃপর ২রা ডিসেম্বর ইসমাঈল ভাইয়ের সাথে রাজশাহী গমন করে আমীরে জামা'আতের সাক্ষাত লাভ করি এবং তার নিকট থেকে দো'আ নেই।

বর্তমানে আমি বাড়ী ছাড়া। আমি ড্রাইভিং জানি। মহান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে হালাল রূযীর সন্ধান করছি। তাই সকল দ্বীনী ভাইয়ের নিকটে আমরা দো'আ প্রার্থী। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ছহীহ দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন এবং আমার পিতা-মাতাকে হেদায়াত দান করেন- আমীন!

-মুহাম্মাদ ইবরাহীম, দাগনভূঞা, ফেনী।

কবিতা

নৈতিকতার শিক্ষা

হাসান আলী
পি-এইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সন্তানেরা পাচ্ছে নাকো নৈতিকতার জ্ঞান,
ঊর্ধ্বমুখী শিক্ষিতের হার নিম্নমুখী মান।
চাকরি পেলে ভাবতে থাকে শুরু হ'ল সুখ,
ইচ্ছা সবার পূরণ হবে থাকবে না আর দুখ।
অগাধ টাকা অট্টালিকার মরণ নেশায় পড়ে,
মত্ত হয়ে কাটায় জীবন সম্পদ গড়ার তরে।
ঘোরের মধ্যে সময় যত হয়ে যায় পার,
সম্বিত ফিরলে শরীর-মনে থাকে না হাল আর।
কষ্ট বিনে প্রতিপত্তির মালিক হবে যারা,
হাশর মাঠে বিপদ দেখে পালাবে যে তারা!
শিক্ষিতের হার বাড়ছে ঠিকই কমছে নৈতিক জ্ঞান,
এমনিভাবে চলতে থাকলে ডুববে দেশের মান।
শ্রেণীকক্ষে নৈতিক পাঠ বেশী বেশী চাই,
নীতিবোধেই দেশ এগোবে সংশয় তাতে নাই।

রূহ

অতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

রূহ তোমার রূপটি কেমন
কোথায় তোমার ঠিক নিবাস?
থাকো কোথায় ঘাপটি মেরে
কোথায় তুমি করছ বাস?
তুমি কি গো থাকছো কাছে
আমি যখন ঘুম পাড়ি?
জিয়ন কাঠির পরশ বুলায়ে
জীবন নদী যে দেই পাড়ি।
স্বপ্ন দেখি যখন আমি
অঘোর ঘুমে শয্যা পর,
তখন তুমি কোথায় থাকো
আমায় রেখে রুদ্ধ দ্বার?
তোমায় আমি করি অনুভব
ঘুমের ঘোরে দিন-রাতি,
তখন কি গো সঙ্গে থাকি
নিবিড়ভাবে হও সাথী।
রূহ আমায় বলছে ডেকে
শুনবে আমি কোথায় রই?
আল্লাহ্‌র আদেশ করতে পালন
দিন-রজনী ব্যস্ত রই।
আমি তো আল্লাহ্‌র আদেশ মাত্র
তাছাড়া আর কিচ্ছু না,
শুনতে তোমার দিন ফুরাবে
বসে কেবল দিন গুণা।

দাঈ

মাকবুল আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা-পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

কি হবে বসে থেকে,
অযথা বিপদ দেখে;
এগিয়ে এসো, পথ ভোলাদের
ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিতে।
আল্লাহ বলেন, কঠোরভাবে
কেমনে তোমরা ভাবলে সবে
চুপে চুপে ঈমান নিয়ে
বিনা দাওয়াতে জান্নাতে যাবে?
এসো মুমিন করি পণ,
দাঈ হয়ে আজীবন;
শিরক-বিদ'আত ও জঙ্গী-নীতি
করব নির্মূল, রাখব কীর্তি।
কুরআন-সুন্নাহ জীবন-সাথী
বিশ্ব মুসলিম হবে এক জাতি;
স্ব স্ব মাতৃভাষায় বিশ্বময়
হয়েছে অনুবাদ কিতাবদ্বয়।
কিসের ভয়, নাই সংশয়,
এনেছি ঈমান মূল কালেমায়;
এক বাঁধনে আবদ্ধ মোরা
ছহীহ দলীলে সবার সেরা।
দ্বন্দ্ব ভুলে বন্ধুর বেশে
তল্লাশিব কুরআন হাদীছে;
নির্ভেজাল দাঈর বেশে
পথ দেখাব ফিরদাউসে।
নির্ভেজাল দাঈ-র সূতিকাগার,
নির্ভেজাল সংগঠন;
'আহলেহাদীছ আন্দোলন'।

আত-তাহরীকের সন্ধানে

আব্দুল ক্বাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

আত-তাহরীক! কত মানুষ তোমার সন্ধানে
মাস শেষ হ'তে না হ'তেই খোঁজে তোমায়
তোমার তরে ব্যাকুল সবে, আছ তুমি কোনখানে?
কত পথহারা পেয়েছে দিশা
তোমার জ্ঞানের কল্যাণে।
তোমার মাধ্যমে নিয়েছে কত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান
তোমার কারণে বন্ধ হয়েছে কত বিদ'আতী অনুষ্ঠান!
আত-তাহরীক! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত তুমি
সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
আজি কুসংস্কার মুক্ত সমাজ তোমার শ্রেষ্ঠ উপহার।
আত-তাহরীক! তুমি মাঠে ময়দানে বিশ্ব ভুবনে
তোমায় পড়তে আগ্রহী-উৎসাহী অসংখ্য জনগণে
আল্লাহ্‌র রাহে মানুষ করে তোমার প্রচার-প্রসার
তুমি দিশারী তাই তোমার বেড়েছে কদর।
জানা-অজানা কত মানুষ দৈনন্দিন জীবনে
প্রবন্ধ-নিবন্ধ আর মাসআলার সন্ধানে
হে প্রিয় আত-তাহরীক!
আমিও দিবা-নিশি তোমার সন্ধানে॥

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা নূর, আয়াত নং ৩০-৩১।
২. সূরা নিসা, আয়াত নং ১১-১২ ও ১৭৬।
৩. সূরা নিসা, আয়াত নং ২৩-২৪।
৪. সূরা তওবা, আয়াত নং ৬০।
৫. সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং ১৮৩-১৮৭।
৬. সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ১৩।
৭. সূরা আহযাব, আয়াত নং ৫৬।
৮. সূরা তওবা, আয়াত নং ২৫-২৬।
৯. সূরা আনফাল (আয়াত নং ৫-১৯, ৪১-৪৮, ৬৭-৬৯)।
১০. সূরা হাশর (আয়াত নং ২-১৪)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. যুক্তরাষ্ট্র ২. তৈরী পোষাক ৩. চামড়াজাত দ্রব্য ৪. ৩য়
৫. ১ম- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ২য়- পেট্রোলিয়াম
৬. ১ম- তৈরী পোষাক ও ২য়- চামড়া
৭. ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৮. সঊদী আরবে (১৯৭৬ সালে)
৯. ওমানে ১০. সঊদী আরব।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরায় খন্দক যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
২. কোন সূরায় তাবূক যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৩. কোন সূরায় নবী করীম (ছাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
৪. কোন সূরার কোন আয়াতে হারূত-মারূতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
৫. কোন সূরার কোন আয়াতে কারূনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে?
৬. কোন সূরার কোন আয়াতে সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে হুদহুদ পাখীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
৭. কোন সূরার কোন আয়াতে ক্বিবলা পরিবর্তনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
৮. কোন সূরায় নবী করীম (ছাঃ)-এর ইসরা-মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
৯. কোন সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
১০. কোন সূরার কোন আয়াতে যুল ক্বারানাইন বাদশাহর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?
২. বাঙালী জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত?
৩. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কি?
৪. ঢাকার লালবাগের দূর্গ কে নির্মাণ করেন?
৫. বাংলার ছিয়াত্তরের মনন্তর কখন হয়?
৬. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানে কোন আন্দোলন চলছিল?
৭. বাংলাদেশ ও ভাষা নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে লিখিত আছে?
৮. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?
৯. ঢাকার ধোলাই খাল কে খনন করেন?
১০. বাংলাদেশের বৃহত্তর যেলা কয়টি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামাণি সম্মেলন ২০১৮

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৯ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৮'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী রাজশাহী যেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ মনযূর কাদের। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে এই সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও বালক-বালিকাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমরা ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'সোনামণি' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। কেননা সোনামণিরাই আগামী দিনে সমাজ পরিচালনা করবে। আজকের 'সোনামণি' ছেলে-মেয়েরাই আগামী দিনে আদর্শ পিতা-মাতা হবে এবং সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেকারণ মা যদি দ্বীনদার হয় তাহ'লে তার কাছ থেকে সুসন্তান আশা করা যায়। কিন্তু মা বেদ্বীন হ'লে আর দুনিয়াবী সমস্ত বিদ্যা শিখলেও তার কাছ থেকে আদর্শ সন্তান আশা করা যায় না। এজন্য সোনামণিদেরকে সাত বছর বয়স থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করতে হবে। অতঃপর তিনি সোনামণিদের আক্বীদা বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর নিকটেই চাইবে। তিনি না চাইলে দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়েও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(তিরমিযী হা/২৫১৬)*। অতএব আমাদেরকে সার্বিক জীবনে আল্লাহর প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখতে হবে এবং তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হ'তে হবে। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। উল্লেখ্য, সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র জনাব খায়রুজ্জামান লিটনের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হ'তে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করে ফোন করেন। তিনি তার প্রতিনিধি হিসাবে ১৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব শাহাদত আলী শাহুকে পাঠান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মুহাম্মাদ শাহাদত আলী শাহু, নওহাটা পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মুহাম্মাদ মোকছেদ আলী, কুমিল্লা যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আতীকুর রহমান, সিরাজগঞ্জ যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৩টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। সম্মেলনে 'ভেজাল' বিষয়ে মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করা হয়। সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১১০ জন বালক ও ৯৫ জন বালিকা সহ মোট ২০৫ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের

www.at-tahreek.com

Contents

উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭ তম পারা :

বালক গ্রুপ : ১ম : আল-আমীন (গাযীপুর), **২য় :** আব্দুল্লাহ শাকির (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুর রহমান (রাঙ্গামাটি)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাদিয়া (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** ফারিহা (ফরিদপুর), **৩য় :** জান্নাতী খাতুন (বগুড়া)।

২. হিফযুল কুরআন মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ অর্থসহ (সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত এবং ১০টি হাদীছ):

বালক গ্রুপ : ১ম : সামিউল ইসলাম (বগুড়া), **২য় :** আব্দুল্লাহ (বগুড়া), **৩য় :** আমীনুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : খাদীজা আখতার (কুমিল্লা), **২য় :** আয়েশা ছিদ্দীকা (দিনাজপুর), **৩য় :** যয়নাব খাতুন (বি-বাড়িয়া)

৩. দো'আ :

বালক গ্রুপ : ১ম : ছাদিক হাসান (বগুড়া), **২য় :** নাজমুল হুদা (ঠাকুরগাঁও), **৩য় :** জাহিদুল ইসলাম (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সুমাইয়া (কুমিল্লা), **২য় :** লামিয়া সুলতানা (সাতক্ষীরা), **৩য় :** মারযিয়া (কুমিল্লা)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

বালক গ্রুপ : ১ম : আবুবকর ছিদ্দীক (নওগাঁ), **২য় :** মুবতাসিম ফুয়াদ (বগুড়া), **৩য় :** তামীম (যশোর)

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মমি খাতুন (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** জান্নাত আরা (সিরাজগঞ্জ), **৩য় :** আয়েশা ছিদ্দীকা (নওগাঁ)

৫. জাগরণী :

বালক গ্রুপ : ১ম : রিযওয়ান হোসাইন (রাজশাহী), **২য় :** মানিক (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুল ওয়াহহাব (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : উম্মে মাহিরাতুন নেসা (নাটোর), **২য় :** সাজেদা আখতার (কুমিল্লা), **৩য় :** আনিকা তাবাসসুম (পঞ্চগড়)।

৬. হস্তাক্ষর (আরবী ও বাংলা) :

বালকগ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), **২য় :** আরীফুয্যামান (সাতক্ষীরা), **৩য় :** মুহাম্মাদ কাওছার হোসাইন (মেহেরপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : কারীমা খাতুন (সাতক্ষীরা), **২য় :** সুমাইয়া খাতুন (সাতক্ষীরা), **৩য় :** উম্মে হাবীবা (সাতক্ষীরা)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) : বিষয়- শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

১ম : মাঈনুল ইসলাম (রাজশাহী), **২য় :** আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (সাতক্ষীরা), **৩য় :** রায়হানুদ্দীন (দিনাজপুর)।

প্রশিক্ষণ

পবা, রাজশাহী ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদরাসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আছীফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাঈশা খাতুন।

সোনারপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৯ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আছিফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মায়েশা খাতুন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী এলাকা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা ও মাকাযের হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আল-আমীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিযওয়ান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আলাউদ্দীন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা ও মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকায-এর মক্তব বিভাগের শিক্ষক আব্দুল আউয়াল ও নিযামুদ্দীন। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আল-আমীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিযওয়ান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আলাউদ্দীন।

রাজপাড়া, রাজশাহী ২৪শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাজপাড়া থানাধীন হাড়ুপুর-গোবিন্দপুর মারকাযুদ দাওয়াহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তাওছীকুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠান শেষে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি শাখা পরিচালনা পরিষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স-এ কুমিল্লা যেলা 'সোনামণি'-এর উদ্যোগে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যেলা পর্যায়ে বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাহিম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মিশকাত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ। যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

www.at-tahreek.com

Contents

স্বদেশ

সূদের ফাঁদে নিঃস্ব

নওগাঁয় সূদখোর বা দাদন ব্যবসায়ীদের চড়া সূদের ফাঁদে পড়ে একের পর এক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এমনকি সূদ ব্যবসায়ীদের চড়া সূদের টাকা দিতে না পেরে নওগাঁ সদর উপযেলার বলিহার ইউনিয়নেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন ৪ জন। এছাড়া এলাকার অনেকেই সূদ ব্যবসায়ীদের চড়া সূদের টাকা দিতে না পেরে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সূদ ব্যবসায়ীদের চাহিদামত টাকা দিতে না পারায় অনেকের বিরুদ্ধেই চেকের মামলা দেয়ায় একদিকে মামলার কারণে হচ্ছে হয়রানির শিকার ও জায়গা-জমি হারিয়ে সম্বলহীন হয়ে পড়ছে একের পর এক পরিবার। অর্থ সঙ্কটে থাকা বিপদগ্রস্ত লোকজনের অভাব ও সরলতার সুযোগ নিয়ে টাকা দেয়ার সময়ই টাকা গ্রহীতার কাছ থেকে (টাকা ও তারিখের স্থান ফাঁকা) রেখে ব্যাংকের চেকে শুধুমাত্র স্বাক্ষর নেয়াসহ টাকা গ্রহীতার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি ও সুযোগ পেলে ফাঁকা ষ্ট্যাম্পেও স্বাক্ষর নিয়ে রাখে সূদখোররা।

বর্তমানে নয়া কৌশল হিসাবে উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের বিশেষ করে সমবায়-এর নিবন্ধন নিয়ে (সমবায় সমিতির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে) অন্তরালে (সমিতির বাইরে) প্রতি ১০ হাযার টাকার বিপরীতে প্রতি সপ্তাহে ১ হাযার টাকা সূদ নিচ্ছে তারা। এতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ১০ হাযার টাকা সূদের উপর লাগিয়ে বছরে ৫২ সপ্তাহে ৫২ হাযার টাকা সূদ আদায় করার পর আসল ১০ হাযার টাকাও আদায় করছে। সূদ ব্যবসায়ী ও তাদের লেলিয়ে দেয়া লোকজনের ভয়ে ও চাপের মুখে গলায় দড়ির ফাঁস ও গ্যাস বড়ি খেয়ে গত বছর থেকে চলতি বছরের এখন পর্যন্ত ৪ জন আত্মহত্যা করেছে এবং একজন বিধবা নারীসহ ৯টি পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়াও দু'টি পরিবার ভারতে পাড়ি জমিয়েছে বলেও জানা গেছে।

সূদী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় নওগাঁর বিভিন্ন এলাকায় দিনদিন সূদ ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ফলে সাধারণ লোকজন একের পর এক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে।

[সূদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা প্রশাসনের আশু পদক্ষেপ কামনা করছি। সেই সাথে সূদ রাষ্ট্রের সর্বস্তর থেকে নিষিদ্ধ করার দাবী জানাচ্ছি এবং সর্বত্র 'করযে হাসানা' প্রকল্প চালু করার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

ভারতের বন্ধুত্ব চাই দাসত্ব নয়

'শাপলার রক্ত আল্লামা শফি ভুলে গেলেও জনগণ ভোলেনি'

-বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা 'কৃষক শ্রমিক জনতা লীগে'র সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) বলেছেন, বাংলাদেশের বিগত ২০১৪ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচনে ভারত সুজাতা সিংয়ের মাধ্যমে উলঙ্গ হস্তক্ষেপ করে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করেছে। বাংলাদেশের জনগণ এবং ভারতের জনগণ কেউই এই বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। এতে বেশী ক্ষতি হয়েছে তৎকালীন ভারতের কংগ্রেস সরকারেরই। আমরা ভারতের সাথে বন্ধুত্ব চাই, দাসত্ব নয় এবং দুই দেশের মধ্যে এই বন্ধুত্বও হ'তে হবে অবশ্যই সমমর্যাদার ভিত্তিতে এবং সেটা কোনভাবেই আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে নয়। ১৪ই নভেম্বর বুধবার দৈনিক ইনকিলাবকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে হেফাজতে ইসলাম, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতেও বিভিন্ন প্রশ্নের অত্যন্ত খোলামেলা জবাব দিয়েছেন তিনি। ২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশে পুলিশের হামলায় অগণিত হেফাজত কর্মীর নিহত হওয়ার বিষয়টি বেমালুম ভুলে গিয়ে কওমী সনদের স্বীকৃতি পেয়ে গত ৪ঠা নভেম্বর ঢাকায় শোকরানা মহফিল ডাকা এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে 'কওমী জননী' উপাধি দেওয়া বিষয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, শাপলার রক্ত আল্লামা শফি ভুলে গেলেও জনগণ তা ভোলেনি।

[দুনিয়া লাভের জন্য দ্বীন বিক্রি করা আলেমদের চরিত্র হওয়া ঠিক নয়। এতে পুরা আলেম সমাজকে তারা অপমান করেছেন। এর তিক্ত ফল তারা দুনিয়াতেই আস্বাদন করবেন। আমরা আলেম সমাজকে স্ব মর্যাদায় অবিচল থাকার আহ্বান জানাই (স.স.)]

ময়মনসিংহে প্রকাশ্যে গলা কেটে যুবক খুন

ময়মনসিংহ নগরীর প্রাণকেন্দ্রে প্রকাশ্য জনসম্মুখে রাব্বী (২৬) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে ৬-টার দিকে নগরীর গাঙ্গিনাপাড় ট্রাফিক মোড় এলাকার স্যাভোরী কনফেকশনারী সংলগ্ন নির্মানাধীন বর্ণালী সিটি সেন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সে নগরীর আকুয়া নন্দিবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। সে পেশায় অটো চালক। নিহত রাব্বীর বড় বোন দাবী করেন, গত রামাযান মাসে রাব্বীর সাথে মনির নামের একজনের একশত টাকা নিয়ে বিরোধ হয়। মূলত ঐ বিরোধের জের ধরে মনিরের পুত্র ও তার সহযোগী সন্ত্রাসীরা রাব্বীকে গলা কেটে হত্যা করেছে। ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা জানায়, সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে হঠাৎ চিৎকার শুনে দেখে ৫/৭ জন যুবক দৌঁড়ে পালাচ্ছে। পরে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে পাঠায়। তারা জানায়, প্রকাশ্যে দিবালোকে জনসম্মুখে নগরীর ব্যস্ততম সড়কে এমন ঘটনা নযীর বিহীন।

[দেশে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষ প্রশাসন না থাকার বাস্তব কুফল এগুলি। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের মন্দ ফল তৃণমূল পর্যায়ে চলে গেছে। এর বিপরীতে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নির্বাচন নীতি যতদিন দেশে চালু না হবে, ততদিন নিরপেক্ষ প্রশাসন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা আশা করা বৃথা মাত্র। অতএব দ্রুত দেশের সর্বস্তরে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক (স.স.)]

জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পিতা

সম্পত্তির লোভে সন্তানদের হুমকি

সম্পত্তির লোভে সন্তানদের মারধরের শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকিতে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে আবুল কালাম বাবুল (৬৫) নামের এক অসহায় পিতাকে। গত ১১ই ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন অসহায়ত্বের কথা বলছিলেন ঐ হতভাগা পিতা। তিনি বলেন, অনেক কষ্ট করে সন্তানদের বড় করেছি। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছি। সেই আদরের সন্তানদের হাতে বেধড়ক মার খেতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। কান্নারত অবস্থায় তিনি বলেন, একটি কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে জন্মদাতা পিতাকে পিটিয়ে আহত করতে দ্বিধাবোধ করেনি তারা। শুধু তাই নয়, পিটিয়ে কাজ না হওয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ পিতাকে জোর করে পাগল সাজিয়ে ভর্তি করা হয় মানসিক হাসপাতালে। আর এখন দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকিসহ নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তারা। তিনি বলেন, কখনো ভাবিনি নিজের সন্তানদের বিরুদ্ধে এভাবে সংবাদ সম্মেলন করতে হবে। কিন্তু এখন তাদের হাত থেকে বাঁচার তাকীদে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের সহায়তা কামনা করছি। বাবুল বলেন, তিনি আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। অনেক কষ্ট করে পিতার রেখে যাওয়া ব্যবসা ও সম্পত্তি রক্ষা করেছেন। ভাই-বোনদের মধ্যে পিতার সম্পত্তি ভাগ হওয়ার পর নিজের অংশ নিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল তার। বড় ছেলে একজন কেমিস্ট। মেয়েকে লণ্ডনে লেখা-পড়া করিয়েছেন। ছোট ছেলেও দেশের একটি নামী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। তিনি বলেন, সন্তানরা তাদের মা ও মামাদের

www.at-tahreek.com

প্ররোচনায় পিতার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পিতার স্থাবর-অস্থাবর পুরো সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য দাবী করে। তারা ঐ সম্পত্তি বিক্রি করে লন্ডনে বাড়ি কিনবে। বাবুল বলেন, আমার কষ্টে গড়া ব্যবসা ও পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করতে রাযী না হওয়ায় সন্তানরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে চললেও সমাজিক সম্মান ও লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কখনো বলিনি। কিন্তু বাধ্য হয়ে সবকিছু বলতে হচ্ছে। তিনি বলেন, গত ১৮ই অক্টোবর রাতে আমার ১৩ নম্বর পরীবাগের বাসায় বড় ছেলে, তার মা ও দুই মামা সম্পত্তি লিখে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। আমি রাযী না হওয়ায় তারা বেধড়ক কিলঘুষি মারতে শুরু করে। একপর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। যখন জ্ঞান ফেরে তখন নিজেকে তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি মানসিক হাসপাতালের সামনে দেখতে পাই। ঐ সময় ছেলে ও তার সহযোগীরা কিছু সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করতে বলে। কিন্তু না করায় পুনরায় বেধড়ক মারধর করে কয়েকটি লেখা ও সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে ঐ হসপিটালে ভর্তি করে রেখে আসে।

বাবুল আরও বলেন, ঐ হসপিটালে ৩৩ দিন ধরে বন্দী ছিলাম। একপর্যায়ে আমার ভাই-বোন ও ব্যবসায়িক ম্যানেজার আমার খোঁজ পেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়। পরবর্তীতে আদালত আমাকে সুস্থ সাব্যস্ত করে নিজ যিম্মায় থাকার অনুমতি দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে আমি মুক্ত অবস্থায় থাকলেও সন্তান এবং তাদের মা ও মামাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তারা প্রতিনিয়ত আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এবার ধরতে পারলে তারা আর বাঁচিয়ে রাখবে না এমন কথা বলে।

[বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার হাযারো কুফলের এটি অন্যতম। এছাড়াও প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতন, সন্তান কর্তৃক মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যার খবর আসছে মিডিয়াতে। অতএব অনতিবিলম্বে শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী নীতিমালা অপরিহার্য করুন (স.স.)]

বিদেশ

স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য কামনা উইঘুরদের

চীনে জিংজিয়াং প্রদেশে নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মিছিল করেছে। ১২ই নভেম্বর ছিল উইঘুরদের ৭৪ ও ৮৫তম স্বাধীনতা দিবস। ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পূর্ব তুর্কিস্তান নামে স্বাধীন দেশ পেয়েছিল উইঘুররা। পরে তা চীনের অংশ হয়ে যায়। জাতিসংঘের দাবী অনুসারে চীনের বন্দিশালায় বর্তমানে নারীসহ ১০ লাখ উইঘুর মুসলমান আটক আছেন। স্থানীয় সময় ১৩ই নভেম্বর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের সামনে যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব তুর্কিস্তানের পতাকা হাতে বিশাল মিছিল বের করে উইঘুররা। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রেবিয়া কাদির ঐ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ইস্ট তুর্কিস্তান ন্যাশনাল অ্যাওয়েকেনিং মুভমেন্ট। মিছিল শেষে তারা এক সমাবেশে মিলিত হন। সেখানে বক্তারা উইঘুর মুসলিমদের গণগ্রেফতার ও নির্যাতন বন্ধে এবং স্বাধীনতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য কামনা করেন।

[আমরা নির্যাতিত উইঘুর মুসলমানদের মনস্কামনা পূরণের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করি (স.স.)]

বর্বর নির্যাতনের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছেন সুচি

-মাহাথির

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির কঠোর সমালোচনা করে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রোহিঙ্গাদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে, তার বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছেন শান্তিতে নোবেল জয়ী সুচি। সিঙ্গাপুরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোটের (আসিয়ান) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। সুচি প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার ৯৩ বছর বয়স্ক বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মাহাথির বলেন, দেশের স্বার্থের জন্য 'মঙ্গলজনক' আখ্যায়িত করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এসব লোকদের (রোহিঙ্গা) ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, হত্যা করছে- গণহারে হত্যা, লাশগুলো গণকবরে শায়িত করা হচ্ছে- এ রকম আর কত কী! তারা যা করছে তাকে শুধু প্রাচীন যুগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে, বর্তমান যুগে নয়। আমরা এটা প্রত্যাশা করি না। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'রাজনীতির কারণে কারাবরণ করেছেন এই নেত্রী। অতএব এদিক দিয়ে হ'লেও তাকে রোহিঙ্গাদের দুর্ভোগ বোঝা উচিত'।

[সুচির রাজনীতি ছিল দুনিয়া পাওয়ার জন্য। সেটা তিনি পেয়েছেন। এইসব স্বার্থপরদের মাধ্যমে নির্যাতিত মানবতার কোন কল্যাণ কখনো হয়নি, আজও হবে না। অতএব এদেরকে বয়কট করুন ও চাপ সৃষ্টি করুন (স.স.)]

রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতা ক্ষমার অযোগ্য : পেন্স

মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। তিনি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতা ক্ষমার অযোগ্য। ১৪ই নভেম্বর বুধবার সিঙ্গাপুরে তাদের মধ্যে বৈঠকে এমনটা জানান মাইক পেন্স। তিনি বলেন, তার দেশের সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে সহিংসতা ও নৃশংসতার শিকার হয়ে কমপক্ষে ৭ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এই নৃশংসতা ক্ষমার অযোগ্য। সিঙ্গাপুরে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের পাশাপাশি এ দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। এ সময় মাইক পেন্স রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার অবস্থান জানিয়ে দেন সুচিকে। তিনি সুচিকে বলেন, রোহিঙ্গা সঙ্কটের জন্য যারা দায়ী তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন।

[উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই। কার্যকর কিছু করুন। চীন-ভারত ও রাশিয়ার সমর্থনে মিয়ানমার এই নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করুন (স.স.)]

প্রভুর শোকে সড়কে কুকুরের ৮০ দিন

কুকুরের প্রভুভক্তি নিয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চীনে একটি কুকুর যা করেছে, তা অনেকেরই হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। তার প্রভু যে জায়গায় নিহত হয়েছে, সেখানে টানা ৮০ দিন শোকে কাটিয়ে দিয়েছে কুকুরটি। ঘটনাটি চীনের উত্তরাঞ্চলীয় হুশি শহরের। চীনের ভিডিওবিষয়ক ওয়েবসাইট পিয়ার ভিডিওর তথ্য মতে, গত ২১শে আগস্ট হুশি শহরের একটি সড়কে এক নারী নিহত হন। এরপর থেকে টানা ৮০ দিন ঐ জায়গায়ই কাটিয়ে দিয়েছে ঐ নারীর পোষা কুকুরটি। তবে ঐ নারী কিভাবে নিহত হয়েছেন এবং তাঁর নাম-পরিচয় জানায়নি ওয়েবসাইটটি। মৃত প্রভুর অপেক্ষায়, নাকি তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে কুকুরটির সড়কে অবস্থান, তা-ও কেউ বুঝতে পারছে না। কুকুরটির একটি ভিডিও চীনের অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ওয়েইবোতে ১৪ লাখ বার দেখা হয়েছে ভিডিওটি। ১০ই নভেম্বর ভিডিওটি ধারণ করা হয়। এর আগে চলতি বছরের গোড়ার দিকে সিয়ংসিয়ং নামে একটি বয়স্ক কুকুর চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে বেশ আলোড়ন তোলে। কুকুরটি প্রতিদিন প্রভুর ফেরার অপেক্ষায় একটি রেলস্টেশনের বাইরে শান্তভাবে অপেক্ষা করত। এছাড়া ১৯২০ সালের দিকে জাপানে হাচিকো দ্য আকিতা নামে একটি কুকুর বেশ খ্যাতি অর্জন করে। এটি প্রতিদিন রেলস্টেশনে যেত প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। এমনকি প্রভুর মৃত্যুর নয় বছর পরও কুকুরটিকে নিয়মিত রেলস্টেশনে যেতে দেখা গেছে।

[পক্ষান্তরে অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ। এমনকি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতিও তারা অকৃতজ্ঞ। যিনি তাদের খাদ্য, পানি, আলো ও বায়ু দিয়ে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। হে মানুষ! সামান্য কুকুরের মত কি কৃতজ্ঞ হ'তে পার না? (স.স.)]

বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুবিধা লুক্সেমবার্গ

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে বিনামূল্যে পরিবহন সেবা পাবে ইউরোপিয়ান দেশ লুক্সেমবার্গের জনগণ। গত ৫ই ডিসেম্বর বুধবার দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এখন থেকে কোন খরচ ছাড়াই গণপরিবহনে যাতায়াত করতে পারবে লুক্সেমবার্গবাসীগণ। জানানো হয়েছে, আগামী গ্রীষ্ম থেকে বাস, ট্রেন ও ট্রাম থেকে ভাড়া নেয়ার পদ্ধতি প্রত্যাহার করবে সরকার।

[ধন্যবাদ ঐ দেশের সরকারকে। সেই সাথে স্বাস্থ্যসেবা ফ্রি হওয়া আবশ্যক (স.স.)]

নিউমোনিয়ায় ১ কোটি ১০ লাখ শিশু প্রাণ হারাবে

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ শিশু মারা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। বিশ্বব্যাপী নিউমোনিয়ার ওপর সচেতনতা বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক দিবস উপলক্ষে ১২ই নভেম্বর সোমবার বিশেষজ্ঞরা রোগটির ব্যাপারে সতর্ক করেন। তারা বলেন, উন্নত দেশগুলোতে মারাত্মক ধরনের ফুসফুস সংক্রমণ মূলত বয়স্কদের আক্রান্ত করে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লাখ লাখ শিশু প্রাণঘাতী নিউমোনিয়ায় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অথচ সহজেই এই রোগটিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। ২০১৬ সালে নিউমোনিয়ায় বিশ্বে ৮ লাখ ৮০ হাযার শিশু মারা যায়। এদের অধিকাংশই দুই বছরের কম বয়সী। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও সেভ দ্য চিলড্রেন যৌথভাবে একটি নতুন গবেষণার ভিত্তিতে আশঙ্কা করেছে যে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী দশকের শেষ নাগাদ ১০ কোটি ৮ লাখের বেশি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে সবচেয়ে বেশি শিশু মৃত্যু হবে। বিশেষ করে নাইজেরিয়া ও ভারতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৭ লাখ শিশু, পাকিস্তানে ৭ লাখ এবং কঙ্গোতে ৬ লাখ ৩৫ হাযার শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মোজাম্বিকে ৩০ হাযার 'ভুতুড়ে' সরকারী কর্মচারী

পূর্ব আফ্রিকার দরিদ্র দেশ মোজাম্বিকে ৩০ হাযার ভুতুড়ে সরকারী কর্মচারী শনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আদতে তাদের কেউই স্বপদে নেই। কেউ মারা গেছে, কেউ চলে গেছে অবসরে, কেউবা দায়িত্বেই নেই। আবার এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামও পাওয়া গেছে, যারা কখনো সরকারী দায়িত্ব পালনই করেননি। মোজাম্বিকের সরকার গত ১১ই ডিসেম্বর সোমবার জানায়, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভুতুড়ে ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারী কোষাগার থেকে খরচ হয়েছে ২৫ কোটি মার্কিন ডলার। মোজাম্বিকের রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ৫৫ শতাংশই সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ খরচ হয়। মোজাম্বিকের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থাকে দেশটির জনপ্রশাসনমন্ত্রী কারমেলিটা নামাশুলুয়া বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়েছে। প্রতি দুই বছর অন্তর এই মূল্যায়ন করা হয়। মন্ত্রী জানান, মোজাম্বিকে বর্তমানে প্রায় ৩ লাখ ৪৮ হাযার সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

[বাংলাদেশে 'গায়েবী' মামলা হয়। হয়তবা সত্বর দল পোষণের জন্য এরূপ ভুতুড়ে সরকারী কর্মকর্তাও নিয়োগ হ'তে পারে। এইসব স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটাতে গেলে দল ও প্রার্থীভিত্তিক মেয়াদী নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং প্রশাসনকে একাগ্রচিত্তে প্রশাসন চালনায় মনোযোগী হ'তে হবে (স.স.)]

দূষণে ভারতে সাড়ে ১২ লাখ মানুষের মৃত্যু ২০১৭ সালে

২০১৭ সালে বাতাস দূষণের শিকার হয়ে ভারতে প্রায় ১২ লাখ ৪০ হাযার মানুষের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক জার্নাল ল্যানচেট প্লানেটারি হেলথ। ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রকাশিত জরিপে বলা হয়েছে, ওই বছরে মারা যাওয়া মোট মানুষের মধ্যে ১২ দশমিক ৫ শতাংশের মৃত্যুর কারণ বায়ু দূষণ। দূষিত বায়ুর কারণে মারা যাওয়া ৫১ শতাংশ মানুষের বয়স ৭০ বছরের নিচে। এই দূষণের কারণে ভারতের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু দেড় বছরেরও বেশি কমেছে বলে জানিয়েছে ওই জরিপ। জরিপে বলা হয়েছে, ভারতের রাজধানী দিল্লির বাতাসে পিএম ২ দশমিক ৫ নামে পরিচিত ক্ষুদ্র কণার উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই কণা ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হ'তে পারে। ঐ জরিপে বলা হয়েছে, বাতাসের মান স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে থাকলে ২০১৭ সালে ভারতের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১ দশমিক ৭ বছর বেড়ে যেত। তবে সম্প্রতি শিকাগো ইউনিভার্সিটির এক প্রতিবেদনে এর চেয়েও আশঙ্কাজনক তথ্য দেওয়া হয়েছে যে, দূষণের ফলে ভারতীয়দের প্রত্যাশিত গড় আয়ু চার বছরেরও বেশি কমে যাচ্ছে। এছাড়া চলতি বছরের শুরুর দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ১৪টি শহরের অবস্থান ভারতে।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে পেটের দায়ে কন্যা সন্তান বিক্রি

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে খাদ্যের অভাবে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া মামারিন নামের এক নারী বাধ্য হয়ে বিক্রি করেছেন তার ৬ বছরের কন্যাসন্তানকে। যুদ্ধে তিনি স্বামী-সংসার হারিয়েছেন। এরপর দু'মুঠো খাবারের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। কিন্তু কোথাও ঠাঁই মেলেনি। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেন একটি শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে হাহাকার করেও ক্ষুধার্ত সন্তানদের জন্য জোটাতে পারেন না একটু খাবার। অবশেষে নিজের ছয় বছরের ফুটফুটে কন্যা আকীলাকে তিন হাযার ডলারে বিক্রি করেছেন শরণার্থী শিবিরের নাজমুদ্দীনের কাছে। নাজমুদ্দীন নিজের দশ বছরের ছেলের সঙ্গে আকীলার বিয়ে দেবেন বলেও মামারিনকে আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ওযনে হালকা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী

পৃথিবীতে যেসব কারণে প্রাণের অস্তিত্ব আছে তার অন্যতম একটি হ'ল অক্সিজেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী থেকে দ্রুত কমে যাচ্ছে অক্সিজেন। এতে ওযনে হালকা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী; যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। পৃথিবী থেকে যে হারে অক্সিজেন কমছে সেই হারে কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড কমছে না। আবার বাতাসের নাইট্রোজেন ও মিথেনও সেই হারে কমছে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বহু কোটি বছর আগে এই একই অবস্থা হয়েছিল আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহের। ঠিক কি কারণে পৃথিবী থেকে এত দ্রুত হারে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে তা জানার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এ লক্ষ্যে নরওয়ের উত্তর উপকূল থেকে সম্প্রতি পাঠানো হয় ভিশন্স-২ নামে একটি অভিনব সাউন্ডিং রকেট। শুধু রকেট পাঠিয়েই তাদের কাজ শেষ করেননি বিজ্ঞানীরা। একটি গবেষকদল পৌঁছে গিয়েছে নরওয়ের উত্তর উপকূলে। ঐ গবেষকদের এক সদস্য বলছেন, অরোরা বোরিয়ালিসের সৌন্দর্য দেখতে আসিনি আমরা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পাতলা হয়ে যাওয়া, শ্বাসের বাতাস অক্সিজেনের মহাকাশে দ্রুত চলে যাওয়ার পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে অরোরা বোরিয়ালিসের। আমরা সেটাই দেখতে এসেছি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উত্তরোত্তর পাতলা হয়ে যাওয়ার ধারণার কথা প্রথম বলেছিলেন স্যার জেমস জিনস। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এক দিন আমাদের ছেড়ে মহাকাশে হারিয়ে যাবে। সেই দিন পৃথিবীরতে আর কোন বায়ুমণ্ডল থাকবে না। ফলে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান উপকরণটি আর পাবে না এই নীলাভ গ্রহের জীবজগৎ। তবে সেটা হতে সময় লাগবে আরও

Contents

অন্তত ১০০ কোটি বছর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, ঘটনাটি অত ধীরে ঘটছে না। অর্থাৎ দ্রুতই সেটা হতে পারে।

[অদূরদর্শী বিশ্বনেতাদের কারণেই দ্রুত পৃথিবীর ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। তাদেরকে থামাবে কে? ওরা তো কেবল নগদটাই চায়। আল্লাহ বলেন, 'তারা ক্বিয়ামতকে দূরে মনে করে। অথচ আমরা নিকটে মনে করি' (মা'আরেজ ৭০/৬-৭)। বিশ্বনেতারা সাবধান হও (স.স.)]

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার

জীবাণু-প্রতিরোধী কাগজ উদ্ভাবন

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা নতুন এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা ব্যবহার করে কাগজে কোন জীবাণুর আক্রমণ ও বিস্তার ঠেকানো যাবে। জীবাণু-প্রতিরোধী এই কাগজ খাদ্য বা পণ্যের মোড়ক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। গুরুত্বপূর্ণ নথি ও বই প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই কাগজের ব্যবহার হ'তে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক ও বিজ্ঞানী শফিউল আযমের নেতৃত্বে জীবাণু-প্রতিরোধী এই কাগজ উদ্ভাবিত হয়েছে। কাগজের সঙ্গে সিলভার ন্যানো কণা স্প্রে করে মিশিয়ে দেওয়ার এই প্রযুক্তির ফলাফল গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক সমিতির জার্নাল এসিএস সাসটেইনেবল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড টেকনোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। কাগজ ও কাগজের তৈরি প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে এক দেশ থেকে বিরল প্রজাতির কোন জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্য দেশে। বিশেষ এই কাগজ উদ্ভাবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার একটি ও চীনের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনে করা হচ্ছে। শফিউল আযম বলেন, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে এ ধরনের কাগজ উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছিল। আমরা সফল হয়েছি। এটি একটি মৌলিক উদ্ভাবন। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ঐ গবেষণা হয়। গবেষণার বেশির ভাগ কাজ বুয়েটে হয়। তবে বেশ কিছু রাসায়নিক পরীক্ষা কানাডার সায়েন্স অ্যান্ড একাডেমিক রিসার্চ কাউন্সিলের ল্যাবরেটরিতে হয়েছে।

কিভাবে সম্ভব হ'ল : প্রযুক্তিটি উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীরা বলছেন, জীবাণু-প্রতিরোধী কাগজ উদ্ভাবনের জন্য তাঁরা সামুদ্রিক ঝিনুক ও শামুকের একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেছেন। ঝিনুক ও শামুকের মধ্যে পলিডোপামিন নামক একটি বিশেষ যৌগের উপস্থিতি থাকে, যে কারণে এরা সমুদ্রের প্রবল ঢেউ উপেক্ষা করেও পাথর ও সমুদ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখতে পারে। একইভাবে এই গবেষণায় কাগজের মধ্যে প্রথমে পলিডোপামিন সংযোজন করা হয়েছে, যা পরে প্রতিকূল পরিবেশেও সিলভার ন্যানো কণাদের কাগজের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে রাখতে সক্ষম হয়, যা দীর্ঘদিন এই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখবে। বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন, পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিভিন্ন মাছ ও চিংড়িতে সংক্রমিত হয়, এ ধরনের প্রায় সব জীবাণুর বিস্তার ঐ কাগজ প্রতিহত করতে পারে। ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও এই কাগজ বেশ কিছু ছত্রাকের আক্রমণ সমানভাবে প্রতিরোধ করতে পারে বলে পরীক্ষায় দেখা গেছে। এই কাগজের তৈরি প্যাকেজিংয়ে মূল্যবান পণ্য, ওষুধ, খাদ্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যাবে। গবেষণাটিতে সহায়তা করেছে বুয়েট, বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞানীদের বৈশ্বিক সংগঠন দ্য ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স এবং কানাডার সায়েন্স অ্যান্ড একাডেমিক রিসার্চ কাউন্সিল।

[আমরা বিজ্ঞানীদের প্রতি অভিনন্দন জানাই এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। যিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এই আবিষ্কার পৌঁছে দিলেন (স.স.)]

চীনা কৃষক তৈরি করলেন বিমান

চীনের একজন রসুন চাষীর স্বপ্ন ছিল তিনি কোন একটি বিমান ওড়াবেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন যে, তার সেই স্বপ্ন পূরণ হবার নয়, তখন নিজেই একটি বিমান বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। ঝু উয়ে নামের ঐ চাষীর বিমান নির্মাণকাজ প্রায় শেষের পথে। এয়ারবাস এ-৩২০ মডেলের বিমানের পুরো রেপ্লিকা নির্মাণের কাজ অল্প বাকী আছে। মাধ্যমিক গণ্ডিও পার হ'তে পারেননি ঝু। এর আগেই পেঁয়াজ ও রসুনের চাষাবাদ শুরু করেন। পরে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, বিমান ওড়ানো তার স্বপ্ন হয়তো কখনই পূরণ হবে না। আমি এখন মাঝবয়সী এবং বুঝতে পারি আমি একটি বিমান কিনতেও পারবো না। কিন্তু আমি বিমান বানাতে পারবো। তার সঞ্চয়ের ২৬ লাখ ইউয়ানের বেশী অর্থ (৩১ কোটি তিন লাখ ৮৬ হাযার ৪৮০ টাকা) বিমান নির্মাণে বিনিয়োগ করেন।

[বড় স্বপ্ন মানুষকে বড় কাজে সাফল্য এনে দেয়। সংকল্প দৃঢ় থাকলে আল্লাহ তাতে বরকত দেন। আমরা মানুষকে সৎকর্মে দৃঢ় সংকল্প করার আহ্বান জানাই (স.স.)]

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা

আবাসিক/অনাবাসিক

প্রথম শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১০ই ডিসেম্বর'১৮ হ'তে ৮ই জানুয়ারী'১৯ পর্যন্ত
ভর্তি পরীক্ষা : ৯ই জানুয়ারী'১৯, বুধবার।
ক্লাস শুরু : ১০ই জানুয়ারী'১৯, বৃহস্পতিবার।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- শিরক-বিদ'আত, ব্যক্তি ও প্রচলিত রাজনীতি মুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- মেধা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের ব্যবস্থা।
- কম্পিউটার শেখার সু-ব্যবস্থা।
- ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান।

বি.দ্র. দুস্থ ও ইয়াতীম ছাত্রদের ফ্রি থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। পেইড বোর্ডিং ছাত্রদের মাসিক খরচ ২৫০০/- টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা
আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা
কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাট।
মোবাইল: ০১৭১৬-৯৫৪১৫৯, ০১৭১৭-২৫১১২১।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালনায় : ১৩ বছরের অভিজ্ঞ মু'আল্লিম
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

বিঃ দ্রঃ * ২০১৯/২০২০ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।
* রামাযান মাস ব্যতীত সারা বছরে ৭০/৮০ হাযার টাকায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।
(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

www.at-tahreek.com

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২১শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে দিনব্যাপী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনের ৩য় তলার হলরুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম।

বংশাল, ঢাকা ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকা হ'তে দিনব্যাপী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আগের দিন বৃহস্পতিবার যেলা 'আন্দোলন'-এর বিগত বছরের অডিট সম্পন্ন হয়।

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১লা ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এরশাদুদ্দীন। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর বিগত বছরের অডিট সম্পন্ন হয়।

এলাকা সম্মেলন

ফুলশো, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার কেশরহাট এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় ফুলশো উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ূব আলী সরকার, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও বালানগর ফাযিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

মাসিক ইজতেমা

সন্তোষপুর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ১০ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও বর্তমান পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা। সদর-পূর্ব উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মকবূল হোসাইন প্রমুখ।

বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন বানেশ্বর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পুঠিয়া উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইলিয়াসুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলাম।

উত্তর নওদাপাড়া (কালুর মোড়), রাজশাহী ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহানগরীর উত্তর নওদাপাড়া কালুর মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম ও সদর-পূর্ব উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন সদর-পশ্চিম উপযেলার প্রচার সম্পাদক রকীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা।

বায়া, রাজশাহী ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার পবা উপযেলাধীন বায়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র মসজিদের মুওয়াযযিন হাফেয আব্দুল আলীম। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা সদর-পশ্চিম উপযেলার প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খত্বীব ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

Contents

নওদাপাড়ার শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

মসজিদ উদ্বোধন

উযীরপুর, বরিশাল ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য শুক্রবার জুম'আর ছালাতের মধ্য দিয়ে বরিশাল যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক বাজার সংলগ্ন নবনির্মিত আল-মদীনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে বেলা সাড়ে ১১-টা থেকে অত্র মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অতঃপর জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বাদ জুম'আ বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। কেন্দ্রীয় মেহমানগণ তাদের বক্তব্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ছহীহ আক্বীদা ও আমলের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে নবনির্মিত এই মসজিদটির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অত্রাঞ্চলে সমাজ সংস্কারে ভূমিকা পালন করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, **প্রতিদিন বাদ ফজর** তাফসীরুল কুরআন, নবীদের কাহিনী ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) থেকে ক্রমানুযায়ী পাঠ, **দৈনিক বাদ এশা** অর্থসহ একটি হাদীছ পাঠ, **নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক** এবং **মাসিক তাবলীগী ইজতেমা** ইত্যাদি কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে চালু রাখার মাধ্যমে এই মসজিদটি একটি সংস্কারবাদী মসজিদে পরিণত হবে। এখান থেকে অত্রাঞ্চলে দ্বীনে হক-এর আলো ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ। তারা সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, বিগত এক বছর পূর্বেই স্থানীয় চেয়ারম্যান মৃত আব্দুর রব খাঁনের ওয়ারিছগণের দানকৃত উক্ত জমিতে প্রথমে টিন দিয়ে মসজিদটি নির্মিত হয়। অতঃপর স্থানীয়, প্রবাসী ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সহযোগিতায় তিন তলা ফাউণ্ডেশন দিয়ে এই পাকা মসজিদটি নির্মিত হ'ল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে সদর উপযেলাসহ পার্শ্ববর্তী আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, মূলাদী, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া প্রভৃতি উপযেলা থেকেও কর্মী ও সুধীগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত সমাবেশে ও জুম'আর ছালাতে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

ধামরাই, ঢাকা ৯-১১ই নভেম্বর শুক্র-রবিবার : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ৯ হ'তে ১১ই নভেম্বর তিনদিন ব্যাপী ঢাকা যেলার ধামরাই উপযেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। ৯ই নভেম্বর শুক্রবার বাদ মাগরিব তিনি তেঁতুলিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে, বাদ এশা তেঁতুলিয়া বড়পাড়া জামে মসজিদে; ১০শে নভেম্বর শনিবার বাদ ফজর ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে, একই দিন বাদ যোহর আশুলিয়া জামে মসজিদে, বাদ আছর তিনআনী পাড়া, বাদ মাগরিব আশুলিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা মসজিদে, বাদ এশা চন্দ্রপাড়া জামে মসজিদে এবং ১১ই নভেম্বর রবিবার বাদ ফজর ইকুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদে, বাদ যোহর শরীফবাগ উত্তর-পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে, বাদ আছর ইকুরিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নলাম পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে এবং বাদ এশা পাথালিয়া জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। তিনদিনের এই তাবলীগী সফরে বিভিন্ন সময়ে তার সফরসঙ্গী ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ধামরাই উপযেলা কমিটির দায়িত্বশীল তানভীর আহমাদ, জামীল আহমাদ, আকরাম হোসাইন, পাথালিয়া জামে মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মুহাম্মাদ নাছরুল্লাহ, শরীফবাগ পশ্চিমপাড়া মাদরাসার ইমাম হাফেয মীযানুর রহমান প্রমুখ।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ১২-১৪ই নভেম্বর সোমবার-বুধবার : ১২ই নভেম্বর সোমবার বাদ এশা কাঞ্চন বাজার নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৩ই নভেম্বর মঙ্গলবার বাদ আছর পূর্ব কাঞ্চন ভূঁইয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, একই দিন বাদ মাগরিব শিমুলিয়া ও বাদ এশা পূর্বাচল উপশহর জামে মসজিদে এবং ১৪ই নভেম্বর বুধবার বাদ আছর রাণীপুরা মহিলা মাদ্রাসা মসজিদে ও বাদ মাগরিব কলাতলী দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী সভাসমূহে তাঁর সাথে বিভিন্ন সময়ে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ছফিউল্লাহ খাঁন, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসমাঈল, 'আন্দোলন'-এর একনিষ্ঠ কর্মী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ।

খিলগাঁও, ঢাকা ১৫-১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : ১৫ই নভেম্বর বাদ যোহর যেলার খিলগাঁও থানাধীন ভাইগদিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে, বাদ আছর নাছিরাবাদ আদর্শপাড়া জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব খিলগাঁও থানার ত্রিমোহনীতে হাজী রুস্তম আলী মাষ্টার জামে মসজিদে, বাদ এশা নাছিরাবাদ গোলপাড়া জামে মসজিদে এবং ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার বাদ ফজর ত্রিমোহনী জামে মসজিদে তাবলীগী সভাসমূহে তিনি বক্তব্য রাখেন।

কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ১৮ই নভেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার সদর থানাধীন মাহিন্দ গালিম গাযী হাফেযিয়া মাদরাসা মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পাকুন্দিয়া সরকারী কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক জনাব নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল্লাহ, স্থানীয় সুধী শফীকুল ইসলাম, রায়হানুল আলম, নযরুল ইসলাম ও মাসঊদুর রহমান প্রমুখ।

কাট বাওলা বাজার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মুক্তাগাছা থানাধীন কাট বাওলা বাজারের ফরহাদ মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। টেলকী বাসস্ট্যাণ্ড জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা একরামুল হক (হরিপুর, ঠাকুরগাঁও)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

যুবসংঘ

যেলাসমূহ পুনর্গঠন

২১. ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড় ১৩ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শামীম প্রধানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুযাহার আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

www.at-tahreek.com

Contents

২২. বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ১৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় বিরামপুর থানা সদরের চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে রায়হানুল ইসলামকে সভাপতি ও সাইফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি এণ্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিতেত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আওনুল মা'বূদ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সভাপতি ও আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. পাঁচদোনা, নরসিংদী ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ২৬শে অক্টোবর রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব অলহরী ফরাযী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। উক্ত বৈঠকে হাফেয আব্দুল্লাহকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আরীফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানে আহমাদুল্লাহকে সভাপতি ও রূহুল আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. খামার মুসলিম পাড়া, রংপুর ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে শহরের মুসলিমপাড়ায় শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর হেলালুদ্দীন ও দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান। অনুষ্ঠানে আব্দুর নূর সরকারকে সভাপতি ও নাজমুছ ছাকিবকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. ইসলামপুর, জামালপুর-উত্তর ২৭শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় আমতলা বাজার হাফেযিয়া মাদরাসায় জামালপুর-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে এস.এম এরশাদ আলমকে সভাপতি এবং মুস্তাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ২৭শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাঞ্চন বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। উক্ত অনুষ্ঠানে জালালুল কবীরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. পাঁচপীর, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ২৭শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

প্রবাসী সংবাদ

তাবলীগী সভা

সুলাই, রিয়াদ, সঊদী আরব ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রিয়াদস্থ সুলাই-১৭ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জামালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক রহমাতুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা। কুরআন তেলাওয়াত করেন সুলাই-১৭ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঊদী আরব শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক

www.at-tahreek.com

Contents

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, শাখা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রধান অতিথি শাখা দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে আগামী একমাসের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

হারা, রিয়াদ, সঊদী আরব ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরবের রিয়াদস্থ হারা-উত্তর ও দক্ষিণ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। হারা-উত্তর শাখার সভাপতি ও সঊদী আরব শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী রিয়াযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল বারী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা।

আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম

রিয়াদ, সঊদী আরব ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ, সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে এক পারিবারিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার সভাপতি জনাব মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ও আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুল হাই। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হারা-দক্ষিণ শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ লিয়াকত হোসাইন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত পারিবারিক সম্মেলনে ৫০টি পরিবারের প্রায় ২০০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পুরো অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক ও পাঠক ফোরামের প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা।

[আমরা প্রবাসী ভাইদের এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং সেদেশের ও অন্যান্য দেশের প্রবাসী ভাইদের প্রতি এর অনুকরণের আহ্বান জানাই (স.স.)]

আল-'আওন

মাদারবাড়িয়া, দোগাছী, পাবনা সদর ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মাদারবাড়িয়ায় পাবনা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে পাবনা যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম, দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। আরও উপস্থিত ছিলেন পাবনা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক শাহীনুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ডা. ইকবাল বিন জিন্নাহকে সভাপতি ও ডা. শামীম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট পাবনা যেলা 'আল-'আওন'-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৬৫ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

পিরুজালী, গাযীপুর সদর ১৯শে নভেম্বর সোমবার : অদ্য সন্ধ্যা ৬-টায় গাযীপুর যেলার সদর থানার অন্তর্গত পিরুজালী শিকদারবাড়ী মার্কেট সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে সম্মেলনের পাশাপাশি যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলন ও আল-'আওন এর ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম। সম্মেলনে প্রধান আলোচক ছিলেন 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র সহ-সভাপতি ও ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অনুষ্ঠানে ডা. জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি ও শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন গাযীপুর যেলার ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৪৩ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ সহ যেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফুলবাড়ী, পঞ্চগড় ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ফুলতলায় পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে পঞ্চগড় যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যয়নুল ইসলামকে সভাপতি ও মনছুর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-'আওন'-এর পঞ্চগড় যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৭১ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

আল-'আওনের কেন্দ্রীয় রিপোর্ট

নভেম্বর'১৮-তে প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী আল-'আওনের এযাবৎ মোট রক্তদাতা সদস্য বা ডোনর সংখ্যা ১৮৭৪ জন। সর্বমোট ব্লাড গ্রুপিং হয়েছে ১৮৫০ জনের। সর্বমোট রক্তের আবেদনকারী সংখ্যা ৯৭৭ জন। সর্বমোট রক্তগ্রহীতার সংখ্যা ৩২৫ জন।

[মাদকমুক্ত নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন ২০১৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা ইতিমধ্যে সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। আমরা সবাইকে অত্র মহতী কাজে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আবেদন জানাই।- সম্পাদক]

মহিলা সংস্থা

মাসিক ইজতেমা

বংশাল, ঢাকা ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র নব মনোনীত সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। উল্লেখ্য, উক্ত ইজতেমায় স্থানীয় পঞ্চাশের অধিক মা-বোন উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা সমাবেশ

নূরপুর বোয়ালী, খালিয়াজুড়ী, নেত্রকোনা, ১৭ই নভেম্বর, শনিবার : অদ্য রাত ৮-টায় যেলার খালিয়াজুড়ি উপযেলার নূরপুর বোয়ালী গ্রামে 'আন্দোলন'-এর শুভাকাঙ্ক্ষী আবুল মনছুর চৌধুরী (জুয়েল)-এর বাসভবনে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সমাবেশে উপস্থিত মহিলাগণ ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক দ্বীনী জ্ঞান লাভ করেন।

www.at-tahreek.com

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : কয়েক বছর আগে আমার মামার পরিবারের সাথে আমাদের কোন এক বিষয়ে খুব ঝগড়া হয়। এই কারণে তাদের সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু আমি যখন আমার মাকে বুঝালাম যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবে না, তখন আমার মা তার ভুল বুঝতে পারেন এবং আমার পিতা আমার মাকে নিয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে যান। কিন্তু তারা আমার মাকে গ্রামের সকল মানুষের সামনে মারধর করে অপমান করে। এই অবস্থায় আমরা কি করব? আমরা কি আল্লাহ্র কাছে দায়ী থাকব? জানালে খুব উপকৃত হব।

-ছিয়াম আলী, বাদুড়তলা, বগুড়া।

উত্তর : মামার পরিবার এই মন্দ আচরণের মাধ্যমে কবীরা গুনাহগার হয়েছে। এর বিপরীতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে যারা অপমানিত হয়েছে তারা অশেষ নেকীর অধিকারী হয়েছে। জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে। আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে। তখন তিনি বললেন, তুমি যা বললে, এটিই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহ'লে তুমি যেন তাদের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ তারা এই আচরণের মাধ্যমে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে)। আর সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহ্র তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে, যতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় বহাল থাকবে' *(মুসলিম হা/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪; ছহীহাহ হা/২৫৯৭)*। সুতরাং প্রশ্নোল্লেখিত সম্পর্কছিন্নকারী আত্মীয়দের উপর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, আত্মীয়দের সাথে ন্যূনতম হ'লেও যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সালাম প্রদানের মাধ্যমে হ'লেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৬০২; ছহীহাহ হা/১৭৭৭)*। তিনি আরো বলেন, 'প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হ'লে যে ব্যক্তি তা যুক্ত করে সেই হ'ল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী' *(বুখারী হা/৫৯৯১; আবূদাঊদ হা/১৪৮৯)*। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মানুষের আমলসমূহ জমা করে আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল করা হয় না *(আহমাদ হা/১০২৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৩৮)*। সুতরাং কোনভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না।

প্রশ্ন (২/১২২) : গরু দিয়ে আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : আক্বীক্বার সুন্নাতী নিয়ম হ'ল ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা দুম্বা আক্বীক্বা দেওয়া *(আবূদাঊদ হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৪১৫২; ছহীহাহ হা/১৬৫৫)*। গরু ও উট দিয়ে আক্বীক্বা করার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল। আয়েশা (রাঃ)-এর ভাতিজা জন্মগ্রহণ করলে তাকে উট দ্বারা আক্বীক্বা করতে বলা হ'ল। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। রাসূল (ছাঃ) দু'টি সমপর্যায়ের ছাগল দ্বারা আক্বীক্বা করতে বলেছেন *(বায়হাক্বী হা/১৯০৬৩; ইরওয়া হা/১১৬৬-এর আলোচনা ৪/৩৯০ পৃ.)*। জনৈক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বলল, অমুকের স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে তার পক্ষ থেকে একটি উট আক্বীক্বা করব। তখন আয়েশা (রাঃ) প্রতিবাদ করে বলেন, না, বরং সুন্নাত হ'ল ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা করা *(মুসনাদে ইবনু রাহওয়াইহ হা/১০৩৩; ছহীহাহ হা/২৭২০)*। অতএব সুন্নাতের অনুসরণ করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : ব্যাংক থেকে সূদে ঋণ নিয়ে বাড়ি করলে উক্ত বাড়ির ভাড়া ভোগ করা মালিকের জন্য বৈধ হবে কি?

-মামূন, কানাসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমতঃ সূদের উপর ঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম এবং সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত *(বাক্বারাহ ২/২৭৫৮)*। অতএব উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে খালেছ তওবা করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত ঋণ দ্বারা নির্মিত বাড়ীর মালিকানা লাভ করা বা ভাড়া ভোগ করা নাজায়েয হবে না। কেননা সূদ অবৈধ হ'লেও ঋণ বৈধ। তাছাড়া ঋণদাতা সূদ নিয়ে থাকে, ঋণ গ্রহীতা নয়। অতএব তিনি উক্ত গৃহে বসবাস ও প্রাপ্ত অর্থ ভোগ করতে পারবেন *(ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়াহ ১২/৬৯২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৪১১)*। সর্বোপরি এই সূদী লেনদেনের জন্য গ্রহীতাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি পাপমুক্ত ব্যক্তির ন্যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : রুকূ ও সিজদায় কুরআনে বর্ণিত দো'আগুলি পাঠ করা যাবে কি?

-আলতাফ হোসাইন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : রুকূ ও সিজদায় কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! আমাকে রুকূ-সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের মহিমা বর্ণনা কর। আর সিজদায় অতি মনোযোগের সাথে দো'আ

কর। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবূল করা হবে' *(মুসলিম হা/৪৭৯-৪৮০; মিশকাত হা/৮৭৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, এটা এজন্য হ'তে পারে যে, রুকূ ও সিজদায় বান্দার মস্তক অবনত থাকে। এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা আদবের খেলাফ *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৫/৩৩৮)*। তবে মর্ম ঠিক রেখে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে পড়া যাবে। যেমন *রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া... (বাক্বারাহ ২০১)*-এর স্থলে *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা* পাঠ করা *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩৪-১৩৫ পৃ.)*। একদল বিদ্বানের মতে, কেবল দো'আর উদ্দেশ্যে পাঠ করলে তা জায়েয হবে, তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৪৪৩, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/১৩৩)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : ব্যাংক, রেডিও ও টেলিভিশনে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরী করা যাবে কি?

-তাহসীন, অচিনতলা, রাজশাহী।

উত্তর : সূদী ব্যাংকে প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করা যাবে না। কারণ তাতে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/৪১; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৮৭১)*। অনুরূপভাবে রেডিও ও টেলিভিশনে যদি অশ্লীলতা, গান-বাজনা প্রচার করা হয়, তবে সেখানেও চাকুরী করা জায়েয হবে না। কেননা এতে এসব অন্যায় কর্ম ও অশ্লীলতা প্রচারে সহযোগিতা করা হয়, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদা ৫/২)*। এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল, এতে চলমান গুনাহে জড়িত হ'তে হয়, যাতে ব্যক্তি নিজে সরাসরি পাপে যুক্ত না থেকেও অন্যের পাপের বোঝা বহন করে *(নাহল ১৬/২৫; মুসলিম হা/২৬৭৪)*। তবে স্রেফ ইসলামী অনুষ্ঠান বা সংবাদ প্রচারের জন্য হ'লে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে বাধা নেই।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমাম তৃতীয় রাক'আতে বৈঠক করেন। আবার পঞ্চম রাক'আতে বৈঠক করে সালাম ফিরান। লোকমা দেওয়া হ'লেও সহো সিজদা না দিয়ে ছালাত শেষ করেন। এক্ষণে আমাদের ছালাত হয়েছে কি?

-যাকির মোল্লা, বরগুনা।

উত্তর : মুক্তাদীসহ ইমামকে সহো সিজদা দেওয়া আবশ্যক ছিল। তবে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ ইমাম ভুলক্রমে এটি করেছেন। ফলে ইমাম যে কয় রাক'আত পড়েন, মুক্তাদী তাই পড়বেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম নিযুক্ত হন তাকে অনুসরণ করার জন্য *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৯)*। উল্লেখ্য যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমাম পঞ্চম রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে এবং লোকমা দেওয়া সত্ত্বেও সতর্ক না হ'লে সালাম ফিরানোর পূর্বে কিংবা পরে তিনি সহো সিজদা দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ২য় বা ৩য় রাক'আতে এসে যোগদান করেন, তবে তিনি ইমামের কৃত অতিরিক্ত রাক'আতকে নিজের জন্য গণনা করবেন এবং সেই মোতাবেক তার ছালাত শেষ করবেন।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : রাসূল (ছাঃ)-এর জানাযা কিভাবে হয়েছিল? কারা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন?

-রুবেল, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*

**[ইসলামী নাম রাখুন! (স.স.)]*

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর জানাযা এককভাবে হয়েছিল। জায়গার সংকীর্ণতার কারণে জামা'আত করা সম্ভব হয়নি *(আহমাদ হা/২০৭৮৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৪২৭৩)*। ঘরের মধ্যে খননকৃত কবরের পাশেই তাঁর লাশ রাখা হয়। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা পড়েন। জানাযায় নির্দিষ্ট কোন ইমাম ছিল না। তারা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে জানাযা পড়ে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনছারগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা পড়েন। জানাযার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া মঙ্গলবার সারা দিন ও রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে বুধবারের মধ্যরাতে দাফনকার্য সম্পন্ন হয় *(সীরাতু ইবনে হিশাম ২/৬৬৪)*। মানছূরপুরী বলেন, ইসলামী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সন্ধ্যার পরেই দিন শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী দিন শুরু হয়। সেকারণ মঙ্গলবার ও বুধবারের মতভেদ দূর করার জন্য আমরা ঘণ্টার আশ্রয় নিয়েছি। সে হিসাবে মৃত্যুর প্রায় ৩২ ঘণ্টা পরে রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয় *(মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৫৩, ২/৩৬৮; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : জনৈক কলামিস্ট একটি পত্রিকায় লিখেছেন যে, মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ধর্মের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে তার ব্যবহারিক দিকগুলো অবশ্যই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংশোধন ও পরিবর্তন করবে'। উক্ত মর্মে সত্যিই কোন হাদীছ আছে কি?

-এ্যাডভোকেট এস এম আব্দুর রশীদ,
সিরাজগঞ্জ জজকোর্ট, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া শরী'আতের কোন স্পষ্ট বিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করার কোন সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের কালেমা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। যার পরিবর্তনকারী কেউ নেই' *(আন'আম ৬/১১৫)*। কারণ ইসলামী শরী'আত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা *(মায়েদাহ ৫/৩)*, যা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। তবে মু'আমালাত বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মূল বিধান ঠিক রেখে ধরণ, উপলক্ষ্য বা উপকরণের পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত রাখতে বলেছেন *(আনফাল ৮/৬০)*। তৎকালীন যুগে তা ছিল ঘোড়া, তরবারী, তীর-বর্শা ইত্যাদি। আজকের যুগে সেটি পরিবর্তিত হ'তে পারে আধুনিক অস্ত্র সমূহ দ্বারা। সুতরাং যুগের সাথে তাল মিলানোর নামে আধুনিক যুগে কতিপয় বুদ্ধিজীবী সূদ, জিহাদ, মহিলাদের পর্দা, ইসলামের হুদূদ, পারিবারিক আইন প্রভৃতি শারঈ বিধান সমূহ পরিবর্তনের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করে থাকেন তা একান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত এবং কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। কোন ঈমানদার মুসলমানদের জন্য এরূপ চিন্তাধারা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : কোন ব্যক্তি হাজীকে ইহরামের কাপড় উপহার দিলে তা দ্বারা হজ্জ করা জায়েয হবে কি?

-ছফীউদ্দীন, সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : হাদিয়ার কাপড় ইহরামে পরা জায়েয। এমনকি কেউ হজ্জের পুরো অর্থ হাদিয়া হিসাবে দিলে তা দ্বারাও হজ্জ করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৩৪-৪০)*। এতে সহযোগিতাকারী পূর্ণ ছওয়াব পাবেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়)*। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন' *(বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? জনৈক ব্যক্তি বলেন, তিনি হাম্বলী মাযহাবকেই ফৎওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতেন। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল বাসেত, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একজন মুজতাহিদে মুত্বলাক ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে যে বিষয়টি সঠিক মনে হ'ত তিনি সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে মুজতাহিদ বলে বিশেষিত করেছেন *(ত্বাবাকতুল হুফফায ৫১৬-১৭ পৃঃ)*। আল্লামা ইবনু রজব তাকে মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন *(যায়লু ত্বাবাক্বাতিল হানাবিলা ২/৩০৭)*। শাওকানী তাকে মুজতাহিদে মুত্বলাক্ব বলে অভিহিত করেছেন *(আল-বাদরুত ত্বালে' ১/৫৭)*। এক্ষণে তাঁর অধিকাংশ মাসআলা হাম্বলী মাযহাবের সাথে মিলে যাওয়ার কারণ হ'ল তিনি হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া দিতেন। আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া দিতেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ অন্য তিন ইমামের তুলনায় হাদীছ বেশী জানতেন; যার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর সংকলিত ত্রিশ হাযার হাদীছ সম্বলিত মুসনাদ গ্রন্থটি। সুতরাং এই কারণে ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.)-কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী মনে করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : ক্বিয়ামতের দিন মসজিদ, মাদরাসা, কা'বাঘর ও কুরআন মাজীদ ইত্যাদি অক্ষত থাকবে। এমর্মে বর্ণিত হাদীছের কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল আহাদ, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টজীব ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল। কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা *(রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। এছাড়া ক্বিয়ামতের পূর্বে কা'বা ধ্বংস হয়ে যাবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বা ঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূলোৎপাটন করছে' *(বুখারী হা/১৫৯৫; মিশকাত হা/২৭২২)*। এমনকি সে সময় কুরআন থাকবে কিন্তু কুরআনে কোন লেখা থাকবে না। মানুষের স্মৃতি থেকে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, (ক্বিয়ামতের পূর্বে শেষ যামানায়) একরাতে পৃথিবী থেকে আল্লাহ্র কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের কতক দল অবশিষ্ট থাকবে তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকব' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯; দারেমী হা/৩৩৪৩; ছহীহাহ হা/৮৭)*। সুতরাং মাদরাসা বা মসজিদ টিকে থাকার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : কসমের কাফফারার তিনটি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যক কি?

-বেলাল হোসাইন, গাযীপুর।

উত্তর : কসমের কাফফারার তিনটি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যক নয়। বরং যেকোন দিন আলাদাভাবে রাখা যাবে। তবে যেকোন ওয়াজিব ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা উত্তম *(নববী, আল-মাজমূ' ১৮/১২২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৫৫৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২২/২৩)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : নারীরা শয়তানের জাল- মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

-ছফীউল আলম, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত মর্মে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সনদ অত্যন্ত যঈফ *(মিশকাত হা/৫২১২; যঈফাহ হা/২০৫৯)*। বরং এটি একটি আরবী প্রবাদ মাত্র। এতে দুশ্চরিত্রা নারীদের থেকে সাবধান করা হয়েছে, সকল নারী উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : মসজিদের দেয়ালে মুছল্লীদের স্মরণ করার সুবিধার্থে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা জায়েয হবে কি?

-আবেদ আলী, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*
** [শুধু 'আবেদ' লিখুন (স.স.)]*

উত্তর : মুছল্লীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন কিছু মসজিদের দেয়ালে বা মেহরাবে লেখা বা লাগানো উচিৎ নয়। কেননা ছালাতের সময় এগুলি চোখে পড়লে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি নকশাদার চাদরে ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে তিনি বললেন, আমার এ চাদরটি হাদিয়া প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার 'আম্বেজানিয়া' চাদর নিয়ে আস। কেননা এখনই এই চাদরটি আমার ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করল' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল, যা দ্বারা তিনি ঘরের একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার এ পর্দা সরিয়ে ফেল। কারণ তার ছবিসমূহ আমার ছালাতের মাঝে আমার চোখে পড়ে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮)*। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, মসজিদের ক্বিবলায় কুরআনের কিছু লিখা বা এর দ্বারা সৌন্দর্য বর্ধন করাকে আমি অপসন্দ করি। কারণ এগুলি মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয় *(ইবনুল হাজ্জ, আল-মাদখাল ২/২১৫)*। এছাড়া কালেমা মসজিদ সাজানোর জন্য নয়, বরং পাঠের জন্য। ইমাম নববী বলেন, কুরআনের কিছু অংশ দেওয়ালে লেখা আমাদের নিকট মাকরূহ *(আত-তিবইয়ান ফী হাম্মালাতিল কুরআন ১১০ পৃ.)*। হানাফী বিদ্বান কামাল ইবনুল হুমাম বলেন, কুরআন বা আল্লাহর নাম

Contents

দেওয়ালে লেখা মাকরূহ *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৩১০)*। এছাড়াও আধুনিক যুগের প্রখ্যাত আলেমগণ মসজিদের দেওয়ালে বিশেষত ক্বিবলার দিকে কিছু লেখা বা নকশা করাকে বিদ'আত ও অপসন্দনীয় বলেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৫/১৯০-১৯১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১১/২৭৫)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : অনেক হাদীছের শেষে সনদ যঈফ লেখা সত্ত্বেও বলা হয় যে, তবে হাদীছটির একাধিক শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আত থাকার কারণে এটি ছহীহ। এর ব্যাখ্যা কি?

-কামরুল ইসলাম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আত হ'ল উছূলে হাদীছের দু'টি পরিভাষা। একই হাদীছ ভিন্ন ভিন্ন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হ'লে হাদীছগুলি পরস্পরের জন্য 'শাহেদ'। হ'তে পারে প্রথম সনদে কোন দুর্বল রাবী রয়েছে, কিন্তু অন্য ছাহাবী থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় সনদে হাদীছটি শক্তিশালী রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ফলে একই মর্মে বর্ণিত হাদীছের শক্তিশালী সনদগুলি দুর্বল সনদটির জন্য শাহেদ হিসাবে গণ্য হবে এবং মূল হাদীছটি ছহীহ হিসাবে গণ্য হবে। আর মুতাবা'আত হ'ল একই ছাহাবী হ'তে দুই বা ততোধিক সূত্রে বর্ণিত হাদীছ। এক্ষেত্রে একটি সূত্র দুর্বল হ'লেও অপর সূত্রটি ছহীহ হ'লে সেটি প্রথম সূত্রটির জন্য 'মুতাবা'আহ' হিসাবে গণ্য হবে। ফলে হাদীছটির একটি সূত্র দুর্বল হ'লেও অপর শক্তিশালী মুতাবা'আত থাকার কারণে সেটি ছহীহ বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : মসজিদে বিবাহের ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-ফীরোয মাহমূদ, পবা নতুনপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে বিবাহের অনুষ্ঠান বা ওয়ালীমা করা যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৮/১১০-১১১)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ আয-যুবাইদী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে বসে রুটি ও গোশত খেতাম *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩০০; মিশকাত হা/৪২৭৫)*। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় কঠোরভাবে বর্জনীয়। আর সেগুলো হ'ল- ১. মসজিদ কোনভাবেই অপরিষ্কার রাখা যাবে না *(আবুদাউদ হা/৪৫৫; ছহীহাহ হা/২৭২৪)*। ২. নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ হ'তে দেওয়া যাবে না *(আহযাব ৩৩/৫৩; বুখারী হা/৫২৩২; মিশকাত হা/৩১০২)*। ৩. ঋতুবতী নারীরা মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না *(মুসলিম হা/৮৯০; ছহীহাহ হা/৬০০)*। ৪. গান-বাজনা করা যাবে না *(বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩)*। ৫. মুছল্লীদের ইবাদতে অসুবিধা হয় এমন কাজ করা যাবে না *(আহমাদ হা/১৯০৪৪; মিশকাত হা/৮৫৬; দ্র. নববী, আল-মাজমূ' ৬/৫৩৪-৩৫; রুহায়বানী, মাতালিবু উলিন নুহা ২/২৬৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : 'আল্লাহর নিকটে তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-রাবেয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ ছহীহ নয় *(আবুদাউদ হা/২১৭৮; যঈফুল জামে' হা/৪৪)*। তবে মর্ম সঠিক। শায়খ উছায়মীন বলেন, উক্ত মর্মে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সনদ ছহীহ নয়। যদিও মর্ম ছহীহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তালাক দেওয়াকে অপসন্দ করেন। কিন্তু জাতির কল্যাণে এর বৈধতা রেখেছেন *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫৫/১০)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : দাড়িতে মেহেদী লাগাতেই হবে নতুবা ইহুদীদের সাদৃশ্য হবে- এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই।

-রবীউল ইসলাম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা অভ্যাসগত সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহূদী ও নাছারারা (দাড়ি-চুলে) রং লাগায় না। তোমরা তাদের বিপরীত কর' *(বুখারী হা/৩৪৬২; মুসলিম হা/২১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) একদল সাদা দাড়িধারী লোকদের পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন, হে আনছারগণ! তোমরা দাড়িকে লাল ও হলুদ রঙে রঞ্জিত কর এবং আহলে কিতাবদের বিরোধিতা কর' *(আহমাদ হা/২২৩৩৭; ছহীহাহ হা/১২৪৫, সনদ ছহীহ)*। তবে এটি ওয়াজিব নয়। কেননা ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবুবকর, ওমর ও একদল ছাহাবী দাড়িতে মেহেদী লাগাতেন। পক্ষান্তরে হযরত আলী, উবাই বিন কা'ব, আনাস, সালামা বিন আকওয়া' প্রমুখ ছাহাবী খেযাব ব্যবহার করতেন না *(ফাৎহুল বারী হা/৫৮৯৯-এর আলোচনা ১০/৩৫৫ পৃ. 'পোষাক' অধ্যায়-৭৭ 'খেযাব' অনুচ্ছেদ-৬৭)*।

উল্লেখ্য যে, বার্ধক্যের শুভ্রতা পরিবর্তনের জন্য মেহেদী ও কাতাম বা কালচে ঘাসই সর্বোত্তম' *(তিরমিযী হা/১৭৫৩; আবুদাউদ হা/৪২০৫; মিশকাত হা/৪৪৫১; ছহীহাহ হা/১৫০৯)*। তবে কোনভাবেই কালো রং দ্বারা শুভ্রতা পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২১০২)*। তিনি বলেন, 'শেষ যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কালো রং-এর খেযাব লাগাবে কবুতরের বুকের ঠোসার কালো পাখনা সমূহের ন্যায়। এরা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবূদাঊদ হা/৪২১২; মিশকাত হা/৪৪৫২)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : পারিবারিকভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ করতে গিয়ে আমার স্বামী প্রচুর পরিমাণ ঋণী হয়ে পড়েছেন। ফ্ল্যাট বিক্রি না হওয়ায় তার ঋণ পরিশোধ করাও সম্ভব হচ্ছে না। শুনেছি বায়তুল্লাহ গিয়ে দো'আ করলে দো'আ কবুল হয়। এক্ষণে এ মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের করণীয় কি? বায়তুল্লাহ গমন বা মানত করা না কি সাধারণভাবে দো'আ করা উচিৎ হবে?

-রোকেয়া বেগম, নাখিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে আল্লাহ্র নিকট প্রাণ খুলে দো'আ করতে হবে। আর দো'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময় হ'ল শেষ রাত্রি *(দো'আ কবুলের শর্তাবলী দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬৮ পৃঃ)*। আল্লাহ চাইলে যেকোন সময় দো'আ কবুল করতে পারেন। এজন্য বায়তুল্লাহ গমন বা কোন মানত করা শর্ত নয়। আর সেই সাথে সাথে ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কেননা ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৭৯)*। সাথে

www.at-tahreek.com

Contents

সাথে আল্লাহ্‌র নিকটে ঋণমুক্তির জন্য দো'আ করতে হবে *'আল্লা-হুম্মাক্‌ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফায্‌লিকা 'আম্মান সিওয়া-কা'*। অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন!

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬)*। সর্বোপরি ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন' *(বুখারী হা/২৩৮৭; মিশকাত হা/২৯১০)*। কোনভাবেই সম্ভব না হ'লে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, দাতব্য সংস্থা, সংগঠন বা সরকার তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করবে। আর একারণেই শরী'আতে যাকাতের ৮টি খাতের একটি খাত হিসাবে ঋণমুক্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর সম্ভাব্য সকল উপায় গ্রহণের পরও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করা গেলে ঋণদাতার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ঋণদাতারও উচিত সত্যিকারের অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া। কেননা আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন' *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ার নীচে ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/২৯০৪)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : সূরা আহযাব ৫০ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? উক্ত আয়াতে কি চাচাতো, মামাতো, খালাতো ও ফুফাতো বোনকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে?

-আবুল কাসেম, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আয়াতটির অনুবাদ : 'হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করেছি ঐসব স্ত্রীদের, যাদেরকে তুমি মোহর দিয়েছ এবং ঐসব দাসীদের, যাদেরকে আল্লাহ তোমার জন্য গণীমত হিসাবে প্রদান করেছেন। আর তোমার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন ও খালাতো বোনকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। আর ঐ মুমিন নারীকে, যে নিজেকে নবীর জন্য পেশ করে, যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চান। এটি কেবল তোমার জন্য খাছ, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যা আমরা তাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (অনধিক চারজন) স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীগণ। আর তোমার জন্য বিশেষ সুযোগ দিয়েছি, যাতে তোমার কোন সংকোচ না থাকে' *(আহযাব ৩৩/৫০)*।

অত্র আয়াতে বিবাহের ক্ষেত্রে নবী (ছাঃ)-এর জন্য কি কি বৈধ করা হয়েছে তার বিবরণ এসেছে। যেমন (১) মোহরানা প্রদান সাপেক্ষে কোন মুমিনা নারীকে বিবাহ করা। (২) চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো বোন তাঁর জন্য হালাল, যদি তারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে থাকে। হিজরতের এ শর্ত অন্য মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এক্ষেত্রে নাছারা ও ইহূদীরা (আত্মীয়দের সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে) যে বাড়াবাড়ি করে থাকে তার মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা নাছারারা এমন নারীকে বিয়ে করে না, যার মধ্যে সাত বা তার অধিক দাদার স্তর না থাকে। অন্যদিকে ইহূদীরা নিজের ভাই ও বোনের মেয়েকে বিয়ে করার মত নিকৃষ্ট কাজ করে। ইসলামী শরী'আত উভয় সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তী পথ গ্রহণ করেছে এবং চাচাতো, ফুফাতো এবং মামাতো ও খালাতো বোনকে বিবাহের বৈধতা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁর চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো বা খালাতো বোনদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। (৩) যে মুমিনা নারী নিজেকে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য পেশ করে, তাকে বিনা মোহরে, বিনা ওলীতে ও বিনা সাক্ষীতে তিনি বিয়ে করতে পারেন, যদি তিনি চান। এটি ছিল তাঁর জন্য খাছ। অন্যদের জন্য নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরূপ কোন নারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিল না *(ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, 'আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, যা আমরা তাদের জন্য নির্ধারিত করেছি'। এর অর্থ আমরা অন্য মুসলমানদের জন্য একত্রে সর্বোচ্চ চারজন স্বাধীনা স্ত্রী রাখার যে বিধান দিয়েছি এবং তার মালিকানাধীন দাসী, যতজনকে তারা চায় *(ইবনু কাছীর; নিসা ৪/৩)*। অর্থাৎ মোহর, ওলী ও সাক্ষীসহ চারের অধিক মুমিনা নারীকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। তবে এসকল শর্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সুতরাং প্রশ্নমতে অত্র আয়াতে এমন কিছু বলা হয়নি যে, চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো বোন কেবল রাসূলের জন্য হালাল এবং অন্যদের জন্য হারাম। বরং এখান থেকে উদ্দেশ্য হ'ল, কোন নারী যদি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিজেকে সোপর্দ করে, তাহ'লে তাদের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করায় তাঁর জন্য বাধা নেই। সেটি চারের অধিকও হ'তে পারে। কিন্তু মুমিনরা একাজ করতে পারবে না। তাদেরকে চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আর এই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থেকে চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো বোনদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : মহিলাদের ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পায়ের পাতা ঢেকে দাঁড়াতে হবে কি? রুকূ ও সিজদার সময় পা বের হয়ে গেলে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে কি?

-শাহনায বেগম, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : মহিলাদের দুই হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মাথা হ'তে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সতর *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। সে হিসাবে ছালাতে নারীদের জন্য পায়ের পাতা ঢেকে রাখা উত্তম। উম্মে সালামাহ (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সময় বড় চাদর দিয়ে পায়ের পাতাসহ সর্বাঙ্গ আবৃত করবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী*

www.at-tahreek.com

Contents

শায়বাহ হা/৬২২৮)। তবে রুকূ-সিজদার সময় পায়ের পাতা প্রকাশ পেলে ছালাত বিনষ্ট হবেনা। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত' (*নূর ২৪/৩১; (দ্র. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ ফাতাওয়া ২২/১১৪-১২০*)।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : মহিলা কি তার জামাই বা শ্বশুরের সাথে হজ্জ করতে পারবে? মাহরাম কারা? বিস্তারিত জানতে চাই।

-মিনারা আখতার, বাগেরহাট।

উত্তর : মহিলার জন্য তার জামাই (মেয়ের স্বামী) এবং শ্বশুর উভয়ই মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এদের সাথে হজ্জ বা সফর করা বৈধ। আল্লাহ বলেন, তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে হারাম করা হয়েছে (*সূরা নিসা ২৩*)।

মাহরামগণ হলেন, রক্ত সম্পর্কীয় ৭ জন : (১) পিতা-দাদা (২) পুত্র-পৌত্র ও অধঃস্তন (৩) ভ্রাতা (৪) ভ্রাতুষ্পুত্র ও অধঃস্তন (৫) ভগিনীপুত্র ও অধঃস্তন (৬) চাচা (৭) মামু। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ সম্পর্কীয় উক্ত ৭ জন।

বিবাহ সম্পর্কীয় ৪ জন : (১) স্বামীর পুত্র বা পৌত্র (২) স্বামীর পিতা বা দাদা (৩) জামাতা, পুতিন-জামাতা, নাতিন-জামাতা (৪) মাতার স্বামী বা দাদী-নানীর স্বামী (*উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৩৮ পৃ.; দ্রঃ হা.ফা.বা প্রকাশিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ৮০-৮১ পৃ.*)।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : সাত ব্যক্তিকে আরশের নীচে ছায়া দেওয়া হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কেবল পুরুষের জন্য খাছ?

-আব্দুল মুক্বীত, কাঁঠালপাড়া, মানিকগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত হাদীছ নারী-পুরুষ সবাইকে শামিল করে। কারণ হিসাব নারী-পুরুষ উভয়েরই হবে এবং উভয়ের আমলের উপর তাদের কর্মফল নির্ভর করবে। তবে সাত শ্রেণীর মধ্যে দুটি বিষয়ে নারীরা শামিল হবে না। আর তা হ'ল ন্যায়পরায়ণ শাসক। কারণ শাসক নারী হতে পারে না। আর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত হৃদয়ের নারী। কারণ তাদের জন্য বাড়িতে ছালাত আদায় উত্তম (*বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৪৭; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৪/১৪৩*)।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : কোম্পানীর মালিক আমাকে চুক্তি অনুযায়ী বেতনের চাইতে কম দিত। ফলে আমার কাছে মালিকের যে ক্যাশ থাকত তা থেকে মালিককে না বলে উক্ত টাকা প্রতিমাসে নিয়ে নিতাম। এভাবে আমি পাঁচ বছর চাকুরী শেষে চলে আসি। আমার পক্ষে উক্ত অর্থ ফেরৎ দেয়ার সামর্থ্য নেই। এখন আমার করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : যত টাকা মালিককে না জানিয়ে নেওয়া হয়েছে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় খেয়ানতের দায়ে আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভক্ষণ করো না' (*নিসা ৪/২৯*)। যদি ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে মালিকের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে সমঝোতার চেষ্টা করবে। মালিক ক্ষমা করলেই তবে ক্ষমা হ'তে পারে, অন্যথায় নয়। অন্যদিকে মালিকও চুক্তি মোতাবেক বেতন না দিয়ে থাকলে তার অন্যায়ের জন্য এবং অন্যের হক নষ্ট করার জন্য আল্লাহর নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাবধান! কারো ওপর যুলুম করবে না। সাবধান! কোন ব্যক্তির মাল অন্য কারো জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ না সে তা স্বেচ্ছায় প্রদান করে' (*আহমাদ হা/২০৭১৪; মিশকাত হা/২৯৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৬২*)।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : এলাকার এক বড় আলেম/কবিরাজের কাছ থেকে তাবীয নেওয়াতে দীর্ঘ ৪ বছর পর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। ফলে তারা বলে এটা যদি শিরক হ'ত তাহ'লে আল্লাহ তাদের সন্তান দিতেন না। এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তারা যেকোন কাজে সেই কবিরাজের শরণাপন্ন হয়। এখন তাদেরকে কিভাবে বুঝাতে পারি?

-সজল, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স)]*

উত্তর : কোন আলেম বা কবিরাজ সন্তান দেওয়ার মালিক নয়। বরং আল্লাহ যখন ও যাকে খুশি তখন সন্তান দান করেন। আল্লাহ বলেন, ...তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন।...যাকে চান বন্ধ্যা করেন' (*শূরা ৪২/৪৯-৫০*)। যখন তারা চিকিৎসা করেছিল তখনও হয়ত সন্তান আসার সময় হয়নি। সেজন্য উক্ত সন্তান পৃথিবীতে আগমন করেনি। কথায় বলে, কাকও বলল, তালও পড়ল; কাকের কেরামতি বাড়ল। অতএব এসব শিরকী বিশ্বাস থেকে তওবা করা অপরিহার্য। নইলে এখুনি নিঃশ্বাস বন্ধ হলে জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া আল্লাহ কখনও এর দ্বারা বান্দার ঈমানের পরীক্ষাও গ্রহণ করেন যে, বান্দা একমাত্র আল্লাহ্র প্রতিই তাওয়াক্কুল করে নাকি অন্য কারও প্রতি। হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী সারা বন্ধ্যা ছিলেন, স্বামী ৮৬ বছরের বৃদ্ধ। অথচ তারা সন্তান লাভ করেন আল্লাহ্র হুকুমে। যিনি হলেন, নবী ইসহাক (আঃ)। সুতরাং বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে তার শিরকী আক্বীদা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কেননা আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না' (*নিসা ৪/৪৮*)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' (*আহমাদ হা/১৭৪৪০; ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১*)। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো সে তার দিকেই ধাবিত হ'ল' (*তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৫৬*)।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : প্রয়োজন বোধে ঔষধ খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখা জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : দৈহিক কোন ক্ষতি না হ'লে এরূপ করা বৈধ। তবে যদি নারী কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তা করা উচিৎ নয়। অবশ্য ঋতুবতী স্ত্রীকে মিলন ছাড়া অন্য সকল পন্থায় সম্ভোগ করা যাবে (*মুসলিম হা/৩০২; ইবনু মাজাহ হা/৬৪৪*)।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : খরচ কমানোর জন্য কোবালা রেজিষ্ট্রি না করে দানপত্রের মাধ্যমে জমি রেজিষ্ট্রি করা জায়েয হবে কি?

-একরামুল হক, হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।

উত্তর : এটি জায়েয হবে না। কারণ এতে মিথ্যার আশ্রয়

www.at-tahreek.com

নেওয়া হবে। যদিও এটি রাষ্ট্রীয় যুলুম এবং এর জন্য সরকার আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সত্ত্বর আমার পরে তোমাদের উপর যালেম শাসকদের আগমন ঘটবে এবং এমন কিছু কাজসমূহ দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। ...এ সময় তাদের হক (প্রাপ্য) তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহর নিকট চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭২)*। আর শাসকরা অবশ্যই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। প্রজাদের প্রতি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করলে ঐ শাসকের জন্য জান্নাতকে হারাম করা হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৬)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : কুরআন ছুঁয়ে কসম করা শিরক বলে গণ্য হবে কি?

-মুহাম্মাদ, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : আল্লাহ্‌র নাম বা গুণাবলী ছাড়া অন্য কারু নামে কসম করা শিরক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫; মিশকাত হা/৩৪১৯; ছহীহাহ হা/২০৪২)*। তিনি আরও বলেন, 'যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)*। কুরআন যেহেতু আল্লাহ্‌র কালাম, সেহেতু কুরআনের নামে শপথ করা জায়েয। তবে এর জন্য কুরআন ছুঁয়ে শপথ করার প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের যুগে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বরং এটি পরবর্তী যুগের আবিষ্কার *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এক্ষণে শপথকারীকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে অধিকতর ভয় প্রদর্শনের জন্য আদালত যদি কুরআন ছুঁয়ে শপথ করতে বলেন, তবে তাতে বাধা নেই *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৪৬৩)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : ছালাতে ইমামের সাথে ছালাত শুরুর পর ইমাম রুকুতে চলে যাওয়ার পরও সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ না হলে আমার করণীয় কি? সূরা ফাতিহা শেষ করা না রুকুতে যাওয়া? কোনটি যরূরী?

-আহসান হাবীব, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় মুক্তাদী ইমামের সাথে রুকূতে চলে যাবে এবং এই রাক'আতটি ইমাম সালাম ফিরানোর পর পড়ে নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জামা'আতে ছালাতের যতটুকু পাও, ততটুকু আদায় কর এবং যেটুকু ছুটে যায় সেটুকু পূর্ণ কর' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬, দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : স্বামী থাকার পরও পরকিয়ায় লিপ্ত স্ত্রী গোপনে দ্বিতীয় বিবাহ করে। সে প্রথম স্বামীর বাসাতেই থাকে। যদি সে প্রথম স্বামীর কাছেই থাকতে চায় তাহলে কি করতে হবে?

-আব্দুল মালেক আকন্দ, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : একজনের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্যের সাথে বিবাহ হয় না। তাই বর্ণিত নারীর দ্বিতীয় বিবাহ কোন বিবাহই নয়। অতএব পরপুরুষের সাথে সে যা কিছু করেছে পুরোটাই ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে। ইসলামী বিধান মতে এই মহাপাপের জন্য সে রজমের শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়েছে। এক্ষণে তাকে উক্ত অনৈতিক সম্পর্ক থেকে খালেছভাবে তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে নিরন্তর ক্ষমা চাইতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে ক্ষমা করলে তার সাথেই সে বসবাস করবে।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : মাইয়েতের মুখ দেখার জন্য নারী-পুরুষ সবাই ভীড় জমায়। এটা কি শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয?

-ওয়াহীদুয্যামান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মাইয়েতের মুখ দেখাতে দোষের কিছু নেই *(বুখারী হা/১২৪১)*। তবে নারীদের ক্ষেত্রে যে সকল নারীকে জীবিত অবস্থায় দেখা হারাম, সে সকল নারীকে মৃত অবস্থায়ও দেখা হারাম। অতএব কোন গায়ের মাহরাম পুরুষের জন্য কোন মৃত নারীকে দেখা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নারীদের জন্যও উচিৎ নয় গায়ের মাহরাম পুরুষ মাইয়েতকে দেখা। তবে নারী যদি বৃদ্ধা বা নাবালিকা হয় তাহ'লে দেখাতে দোষ নেই *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৩৭৪, ৩৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/২৪/৪২৩)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : জানাযার ছালাতে ইমাম মুক্তাদী উভয়েই কি সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করবে, নাকি শুধু ইমাম পড়বেন?

- গোলাম রহমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জানাযার ছালাতে ইমাম সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলিয়ে পড়বেন *(নাসাঈ হা/১৯৮৭; ইবনু হিব্বান হা/৩০৭১; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৪১২; তোহফাহ ৪/৯৬)*। ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীর জন্য কেবল সূরা ফাতিহা পড়াই যথেষ্ট। আর ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদী সূরা ফাতিহার সাথে অপর একটি সূরা মিলিয়ে পড়বে *(দ্র. ছালাতুর রাসূল(ছাঃ) ২১৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : অসুস্থতার কারণে শুয়ে ছালাত আদায়ের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম আছে কি? জনৈক আলেম বলেন, ডান কাতে ফিরে মাথা পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে? এর সত্যতা আছে কি?

-শো'আইব, নীলফামারী।

উত্তর : যে ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে সে ডান কাতে ফিরে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮)*। যদি পার্শ্ব পরিবর্তন করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে পা ক্বিবলার দিকে করে ছালাত আদায় করবে *(নাসাঈ হা/; দারাকুৎনী হা/১৭২৫)*। এ সময় সম্ভব হ'লে মাথা একটু উঁচু রাখবে। তাছাড়া রুকূ-সিজদা করার সময় মাথা দ্বারা ইশারা করবে। যদি মাথা দ্বারা ইশারা করতে না পারে তাহলে চোখ দ্বারা ইশারা করবে। আর এটিও না পারলে অন্তরে নিয়ত করে ছালাত আদায় করবে' *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১২৬, ১৫/২২৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : 'তুমি যদি ছেলেটার সাথে আরেকবার কথা বল তাহ'লে তালাক'। এক্ষণে যদি স্ত্রী সেই ছেলের সাথে কথা বলে তাহ'লে কি তিন তালাক হয়ে যাবে নাকি এক তালাক হবে?

-তরীকুল ইসলাম, ঢাকা।

Contents

উত্তর : উক্ত ছেলের সাথে স্ত্রী কথা বললে এক তালাক গণ্য হবে। কারণ একই বৈঠকে তিন শব্দ উল্লেখ করলেও এক তালাকই হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : মহিলারা কি মহিলাদের মধ্যে জানাযার ইমামতি করতে পারবে?

-মোকছেদ আলী, নীলফামারী।

উত্তর : পারবে। এতে কোন বাধা নেই। আর পুরুষের ইমামতিতেও তাদের জন্য জানাযার জামা'আতে অংশগ্রহণ করা জায়েয। তবে পর্দার ব্যবস্থা না থাকলে পৃথকভাবে তারা নিজেরাই জানাযা পড়তে পারেন। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ মসজিদে নববীতে আনিয়ে নিজেরাই তাঁর জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩; আলবানী, আহকামুল জানায়েয হা/৭১; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২২৮ পৃ.)*। সে হিসাবে মহিলারা মহিলাদের জানাযার ছালাতে ইমামতি করতে পারেন।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : আমার স্ত্রীর অতীত জীবন মন্দ ছিল। আমার সাথে বিবাহের কিছুদিন পর সে বিবাহের পূর্বে তার জোরপূর্বক ধর্ষিতা হওয়ার কাহিনী বলে। তখন থেকে আমি তাকে মেনে নিতে পারছি না। এক্ষণে আমার কি করা উচিৎ?

-আব্দুল্লাহ, নীলফামারী।

উত্তর : বিষয়টি যেহেতু ধর্ষণ ছিল, সেহেতু স্বামীর উচিৎ হবে সেটিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা। কেননা এতে মেয়েটির কোন দোষ ছিল না। অপরপক্ষে মেয়েটিরও উচিৎ ছিল বিষয়টি প্রকাশ না করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ এই ধরণের জঘন্য কর্মসমূহ থেকে বেঁচে থাক। যে ব্যক্তি এ ধরণের বিপদে আক্রান্ত হবে সে যেন তা গোপন রাখে। তাহ'লে আল্লাহ তা গোপন রাখবেন। আর তার উচিত আল্লাহ্র নিকট তওবা করা' *(হাকেম হা/৭৬১৫; ছহীহাহ হা/৬৬৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : সফরে বের হওয়ার পূর্বে যোহরের সময় যোহর-আছর একত্রে জমা ও ক্বছর করে বের হওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম, মাহিলাড়া, বরিশাল।

উত্তর : সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই 'জমা ও ক্বছর' করা যায়। কোন কোন বিদ্বানের নিকটে সফরের নিয়ত করলে ঘর থেকেই 'ক্বছর' শুরু করা যায়। তবে ইবনুল মুনযির বলেন যে, সফরের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা শহর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে 'ক্বছর' করেছেন বলে আমি জানতে পারিনি'। তিনি বলেন, বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন যে, সফরের নিয়তে বের হয়ে নিজ গ্রাম (বা মহল্লার) বাড়ীসমূহ অতিক্রম করলেই তিনি ক্বছর করতে পারেন *(নায়লুল আওত্বার ৪/১২৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃ.)*।

আমরা মনে করি যে, মতভেদ এড়ানোর জন্য ঘর থেকেই দু'ওয়াক্তের ফরয ছালাত ক্বছর ও সুন্নাত ছাড়াই পৃথক দুই এক্বামতের মাধ্যমে জমা করে সফরে বের হওয়া ভাল। তাবূকের অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এটা করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : সম্প্রতি আমার স্বামী মারা গেছেন। কিন্তু কয়েকটি সন্তানের মা ও পরিবারের সকল কাজের দায়িত্বশীল হওয়ায় এবং স্বামী মৃত্যুর পর পরিবারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করতে বাধ্য হওয়ায় ইদ্দত পালন করার সুযোগ হয়নি। এক্ষণে তার মৃত্যুর চারমাস পর ইদ্দত শুরু করা যাবে কি?

-ফাতেমা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইদ্দত পালন মূলতঃ স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য শোক পালন। আর এর সময়সীমা হ'ল, স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত। আর এটা স্বামীর গৃহে থেকেই করতে হয়। এই সময়সীমা পার হয়ে গেলে আর ইদ্দত নেই। তবে সঠিক নিয়মে ইদ্দতের বিধান পালন না করায় প্রশ্নকারীনী গোনাহগার হবে। যদিও এজন্য কাযা বা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। বরং আল্লাহ্র কাছে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/২০/৪১৮)*। উল্লেখ্য যে, ইদ্দতপালনকারী পরিবারের কর্ত্রী তার প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য বাইরে যেতে পারবে। যেমন কর্মস্থলে যাওয়া, বৃক্ষ পরিচর্যা করা, চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়া ইত্যাদি। বিকল্প পথ না থাকলে ইদ্দত পালনকারী প্রয়োজন মাফিক করতে পারবেন। এগুলি ইদ্দতের ক্ষতি করে না' *(মুসলিম হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/৩৩২৭; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/২৭-২৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : ছোটকাল থেকে আমি মামীর কাছেই বড় হয়েছি। এক্ষণে মামীর সাথে আমার পর্দা করতে হবে কি? বিশেষত ঘরের মধ্যে আমার সামনে তাকে নেকাব পরে চলাফেরা করতে হবে কি?

-আবু সাঈদ, ভেন্নাবাড়ী, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : মামী মাহরাম না হওয়ায় উভয়কে পূর্ণ শারঈ পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। কেননা যে সকল নারীকে আল্লাহ মাহরাম হিসাবে উল্লেখ করেছেন মামী তাদের মধ্যে গণ্য নন *(নিসা ৪/২৪)*। আর ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে নেকাব পরিধান করা আবশ্যক নয়; তবে উত্তম *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : ক্বিয়ামতের দিন লূত (আঃ) কি তাঁর স্ত্রী থেকে পলায়ন করবেন?

-কামরুল ইসলাম, আমনুরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কেবল লূত (আঃ) নন, প্রত্যেক মানুষ নিজ সম্পর্কে এতই বিভোর থাকবে যে সে নিজ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও পিতা-মাতা থেকে পলায়ন করবে *(আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*। তবে কোন কোন তাফসীরকার উপরোক্ত আয়াতগুলির তাফসীরে বলেন, কাবীল তার ভাই হাবীল থেকে, ইবরাহীম (আঃ) তার পিতা আযর থেকে, নূহ (আঃ) পলায়ন করবেন তার ছেলে থেকে। হাসান বছরী বলেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথম তার পিতা থেকে পলায়ন করবেন ইবরাহীম (আঃ), সন্তান থেকে প্রথম পলায়ন করবেন নূহ (আঃ), স্ত্রী থেকে প্রথম পলায়ন করবেন লূত (আঃ) *(তাফসীরে কুরতুবী, 'আবাসা ৩৪ আয়াতের তাফসীর)*।

www.at-tahreek.com